# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1693, Saturday, August 15, 2026 FREE www.parichoy.com


বঙ্গবন্ধু, কোনো বাণেই যিনি বিদ্ধ হন না

বিস্তারিত ০৩ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...


■ ভারতকে অপছন্দ করা বাংলাদেশির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে-পিউ রিসার্চের তথ্য - ৫ম পাতায়

■ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পর সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করছে বাংলাদেশ সরকার - ৫ম পাতায়

■ যদি আমি মরি, আপনারাও মরবেন-কেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান যুদ্ধে ৪৫টি রিপার ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, প্রতিটির খরচ ৫০ মিলিয়ন ডলার - ৭ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতির কঠোর বাস্তবায়ন সত্ত্বেও টেক্সাসে এইচ-১বি কর্মীদের চাহিদা বাড়ছে -৮ম পাতায়

■ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে ২,৬০০ ডলার পাবে অবৈধ অভিবাসীরা -৯ম পাতায়

■ যুক্তরাষ্ট্রে এক মায়ের অতীত কর্মকাণ্ডের জেরে চার মাস ধরে বন্দী গ্রিন কার্ডধারী অধ্যাপক পরিবার -১০ম পাতায়

■ বিশ্বজুড়ে চরম ঝুঁকিতে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা -১২ ৩ম পাতায়


# ইরানের পরমাণু অস্ত্র ঠেকানো নয়, তেলের দাম কম রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য বললেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

# অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইতিহাস গড়ল লাল-সবুজরা ডারউইনে টাইগারদের অজি বধ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717

(646) 744-5934

আলাদীন

Aladdin

২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬

Tel: 718-784-2554

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

# বঙ্গবন্ধু, কোনো বাণেই যিনি বিদ্ধ হন না

**মোজাম্মেল হোসেন**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সময়টাকে আমরা আধুনিকোত্তর যুগ বা সমকালীন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত ধরি, সেই ৮০ বছরে বিশ্বে অন্তত ৩০ জন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। এর বাইরে অরাজনৈতিক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন ক্রীড়াবিদ, সংস্কৃতিসেবী, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকারকর্মী ধরলে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

'বিবিসি হিস্ট্রি ম্যাগাজিন' তথা বর্তমানের 'হিস্ট্রি এক্সট্রা ম্যাগাজিন' ২০২২ সালের জুন সংখ্যায় 'যে ৫০টি হত্যাকাণ্ড ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে' শিরোনামে একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। তাতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দের রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার থেকে ২০০৭ সালে নিহত পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো পর্যন্ত আছেন। এই তালিকায় শীর্ষ থেকে ৫ নম্বরের নামটি 'শেখ মুজিবুর রহমান, নতুন বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জনক'।

ইতিহাসের কালানুক্রমে বা নামের বর্ণানুক্রমে নয়, তালিকাটি সাজানো হয়েছে হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব অনুসারে। তালিকাটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্য মাত্র তিনটি দীর্ঘ বাক্যে লেখা পরিচয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ জড়িত থাকার গুঞ্জনের উল্লেখ আছে; শেষ বাক্যটি হচ্ছে, 'মুজিবুরের হত্যাকাণ্ড নবীন জাতিটিকে বহু বছরের জন্য ধারাবাহিক পাল্টা-ক্যু ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় ডুবিয়ে দেয়।'

শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জে। যৌবনে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকামী মুসলিম লীগের কর্মী হলেও পরে

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পথে ঐক্যবদ্ধ করেন। এজন্য মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে ১৪ বছরই জেলে কাটাতে হয়েছে তাঁকে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একটি উপদলের হাতে নিহত হন। ওইদিন ভোররাতে তাঁর পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের ৪৮ জনকে হত্যা করা হয়। নিহতদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, ১০ বছরের কনিষ্ঠসহ তিন পুত্র, সদ্য বিবাহিত পুত্রবধূও রয়েছেন। দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান। ছয় বছর পরে দেশে ফিরে এসে শেখ হাসিনা পরবর্তী ৪৫ বছর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেন এবং মাঝে ছেদ দিয়ে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। শেষ দফায়, ২০২৪ সালের আগস্টেই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশত্যাগ করেন। দেশের একটি আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

পচাত্তরের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর গত অর্ধশতাব্দীতে একাধিকবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে তারিখটিকে 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালনে বাধা এসেছে; দিবসটির সরকারি মর্যাদা অপসারিত ও পুনর্বহাল হয়েছে। আমাদের দেশের দুরপনেয় রাজনৈতিক বিভক্তির ফল হিসেবে এ বছরও দিবসটির সরকারি স্বীকৃতি নেই। আওয়ামী লীগের কার্যক্রমও নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ। তবে তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শোক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ আটকে রাখা যাবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে আওয়ামী লীগেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতা ও তখনকার মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ জড়িত ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য মোশতাকের সন্দেহজনক ভূমিকা ধরা পড়ে এবং তাঁকে নজরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এলে তিনি পুনরায় দল ও সরকারের অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। পঁচাত্তরের পূর্বাপর রাজনীতির ভাষ্যকার মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে তৎকালীন পাকিস্তান-মার্কিন বনাম ভারত-সোভিয়েত পরাশক্তির শীতল যুদ্ধের অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনিসহ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা এই হত্যাকাণ্ডের পর দেশের আদর্শগত মোড় পরিবর্তনকেও চিহ্নিত করেন।

আমরা এখনও লক্ষ্য করি, বঙ্গবন্ধুর প্রবল সমালোচকরাও অস্বীকার করেননি যে, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তিনি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বায়ত্তশাসনের দ্ব্যর্থহীন নেতা ছিলেন ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তবে স্বাধীনতার পরে তিনি ক্রমে স্বৈরশাসক হয়ে ওঠেন। ১৯৭২-৭৫ সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ ছিল; কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রশ্নে মার্কিন অসহযোগিতা এবং পরপর বন্যার কারণেও ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ ঘটে। ডানপন্থি ও অতিবামপন্থিরাও নানা নাশকতায় সরকারকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। আওয়ামী লীগেরই একাংশ জাসদ গঠন করে মুজিব সরকারের প্রবল বিরোধিতা করতে থাকে। আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল নামে একক জাতীয় দল গঠন নতুন দেশের *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

# আওয়ামী লীগ ও আগস্ট নিয়ে বিবিসি বাংলার বিশ্লেষণ

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশের রাজনীতিতে আগস্ট মাসের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক মূলত শোক, সহিংসতা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে। কারণ বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ এই দলটির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এই মাসেই।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করা হয় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতাও।

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনা দলটির রাজনৈতিক ইতিহাসে এতটাই গভীর প্রভাব ফেলে যে, অগাস্টকে তারা 'শোকের মাস' হিসেবে পালন করে এসেছে।

এর প্রায় তিন দশক পর, ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা হয় এবং অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান দলটির তৎকালীন সভাপতি শেখ হাসিনা।

আর চব্বিশের পাঁচই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে পতন হয় আওয়ামী লীগের টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের। পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পুরো ঘটনাটিকে আওয়ামী লীগের জন্য বড় বিপর্যয় বলে মনে করেন অনেক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## ১৫ আগস্ট

# সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার ৫১ বছর

**পরিচয় ডেস্ক:** ১৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাকাণ্ডের ৫১ বছর পূর্ণ হলো আজ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সেনাবাহিনীর একদল বিপথগামী সদস্য ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে হামলা চালিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। একই ঘটনায় নিহত হন তার স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামালসহ পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনেরা। তখন বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। এ হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের সদস্য এবং ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণিসহ আরও অনেকে নিহত হন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৫ আগস্ট *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রাত শেষ হয়ে আসছিল। ঢাকার আকাশে তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। বাড়িটি নিস্তব্ধ। গাছের পাতাগুলো নিশ্চুপ, রাস্তাঘাট ফাঁকা, চারপাশে ঘুমন্ত নগরীর গভীর নীরবতা। অশুভ সময় যেন তার শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রাতের শেষ প্রহর লুকিয়ে রেখেছিল এক ভয়ংকর বিপর্যয়। ভেতরের মানুষগুলো তখনও জানতেন না, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই নিঝুম বাড়ির ভেতর লেখা হতে যাচ্ছে ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়।

যে বাড়িতে কয়েক বছর আগেও মানুষের নিরন্তর আসা যাওয়া ছিল, মুহূর্তের মধ্যে সেই বাড়ির কক্ষ, করিডর আর সিঁড়ি রক্তে ভিজে গেল। একের পর এক গুলিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন একেকজন। সিঁড়িতে পড়ে গেলেন সেই মানুষটিও, যাঁর ডাকে একদিন কোটি কোটি মানুষ ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল, যাঁর তর্জনী হয়ে উঠেছিল বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যাঁর নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিয়েছিল একটি নতুন দেশ। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির বঙ্গবন্ধু। বাড়িটি ঢাকার ধানমন্ডির *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

# কে কি বললেন

● হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমাদের অবরোধ রয়েছে। আমরা না চাইলে কোনো জাহাজ পার হতে পারবে না।'- **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● হরমুজ প্রণালি 'ইরানের ছিল, ইরানের আছে এবং ইরানেরই থাকবে।'- ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী **কাজেম গরিবাবাদি**

● ইরানের পরমাণু অস্ত্র ঠেকানো নয়, তেলের দাম কম রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য- যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট **জেডি ভ্যান্স**

● ৪৭ এ দেশভাগের সময় জোর করে সব হিন্দু গ্রাম বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে - ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী **যোগী আদিত্যনাথ**

● 'হাসিনা কার্ড খেলবেন আর বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইবেন, দুটো বিপরীত'- ভারতকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাহউদ্দিন আহমদ**

● বঙ্গবন্ধুর অবদান অতুলনীয়, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি - সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা **আসিফ নজরুল**

● ভারত-বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেকড় গভীরভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে- ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার **দীনেশ ত্রিবেদী**

● এর আগে কোনো দলকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এতটা দাপুটে খেলতে দেখিনি - ডারউইনে বাংলাদেশের খেলা দেখে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার **ডেভিড ওয়ার্নার**

# ইরানের পরমাণু অস্ত্র ঠেকানো নয়, তেলের দাম কম রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য বললেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতে পরমাণু অস্ত্র ঠেকানোর চেয়ে দেশের মানুষের জন্য তেল ও গ্যাসের দাম কম রাখাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এমন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ইরানকে পরমাণু অস্ত্র অর্জন থেকে ঠেকানো হবে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার। বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য ডন।

ফক্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেন, 'আমি জানি, আজ তেলের দাম কমেছে এবং সংঘাতের শুরুর দিকের সর্বোচ্চ দামের তুলনায় এখন অনেকটাই কম।' তিনি বলেন, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# ভারতকে অপছন্দ করা বাংলাদেশির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে- পিউ রিসার্চের তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রতি বাংলাদেশিদের ইতিবাচক মনোভাবে ভাটা পড়েছে। ২০২৪ সালে ৫৭ শতাংশ বাংলাদেশি ভারতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু স্রেফ দুই বছরের ব্যবধানে ২০২৬ সালে এসে তা ১৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে। আর ভারতকে অপছন্দের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে পাকিস্তান। শতকার হিসাবে তা ৯১ শতাংশ।

গত বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ওয়াশিংটনভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টারের ৩৬টি দেশের ওপর চালানো নতুন জরিপে উঠে এসেছে এই তথ্য। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত এই জরিপ চালানো হয়।

বিশ্বজুড়ে ভারতের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

# পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতে যথাক্রমে ৬৬%, ৫৬% ও ২৫% মানুষ বাংলাদেশকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে - পিউ রিসার্চ এর জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: পিউ রিসার্চ এর জরিপ অনুযায়ী, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতে যথাক্রমে ৬৬%, ৫৬% ও ২৫% মানুষ বাংলাদেশকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে।

গত ১৩ আগস্ট প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কা (৫৭%) ও বাংলাদেশের (৫৪%) অনেক মানুষ পাকিস্তানের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন; অন্যদিকে ভারতে ৮ শতাংশ মানুষের মধ্যে একই ধরনের মনোভাব দেখা যায়।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি জরিপ অনুযায়ী, ভারতের তুলনায় পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশকে অধিক ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়; যেখানে ৬৬ শতাংশ পাকিস্তানি ও ৫৬ শতাংশ শ্রীলঙ্কান দেশটির বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন, সেখানে ভারতীয়দের মধ্যে এই হার ২৫ শতাংশ।

গতকাল (১৩ আগস্ট) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কা (৫৭%) ও বাংলাদেশে (৫৪%) অনেক মানুষ পাকিস্তানের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন; অন্যদিকে ভারতে এই হার ৮ শতাংশ। ২০২৪ সাল থেকে শ্রীলঙ্কায় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পর সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করছে বাংলাদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বাজারে সুগন্ধি চালের চাহিদা ও দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার উদ্যোগ নিয়েছে তারেক রহমান সরকার। আগে অনুমোদন দেওয়া রপ্তানি কোটা পুনর্বিবেচনা করে তা কমানো বা সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃতপক্ষে কী পরিমাণ চাল রপ্তানি করেছে, সে তথ্য আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখা থেকে জারি করা এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গত দুই মাসে চিনিগুড়াসহ বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি চালের দাম কেজিপ্রতি প্রায় ১৩০ টাকা থেকে বেড়ে ২৩০ টাকা হয়েছে। খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, অনেক দোকানে সুগন্ধি চালের সরবরাহও কমে গেছে। এ অবস্থায় সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

নির্দেশনায় মন্ত্রণালয় বলেছে, সুগন্ধি চালের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আগে অনুমোদন দেওয়া রপ্তানির পরিমাণ কমানো বা সমন্বয় করা প্রয়োজন। এ কারণে অনুমোদন পাওয়া রপ্তানিকারক *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইতিহাস গড়ল লাল-সবুজরা, ডারউইনে টাইগারদের অজি বধ

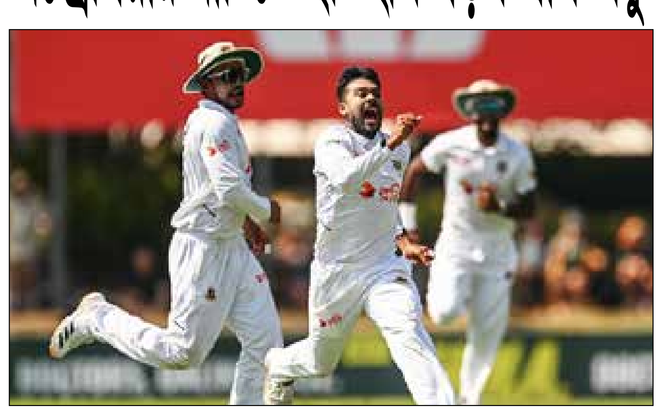

পরিচয় ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণে প্রথম ঐতিহাসিক জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ডারউইনে দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকদের ২৮৪ রানে অলআউট করার পর, জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৫৭ রানের লক্ষ্য টপকে অবিস্মরণীয় এক জয় তুলে নিয়েছে শান্তর দল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটিই বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়। জয়ের জন্য ৫৭ রানের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম কোনো রান না করেই জশ হ্যাজলউডের বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন। তবে সেই শুরুর ধাক্কা চমৎকারভাবে সামাল দেন শাদমান ইসলাম ও মুমিনুল হক। এই দুই ব্যাটারের দৃঢ়তায় আর কোনো *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক ফাঁকি দিতে ৪০টিরও বেশি দেশ চীনকে সাহায্য করেছে জানালো যুক্তরাষ্ট্র, খবর বিবিসির

**পরিচয় ডেস্ক:** হোয়াইট হাউস বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে, ৪০টিরও বেশি দেশ চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক এড়িয়ে যেতে সহায়তা করেছে। এসব দেশের তুলনামূলক যুক্তরাষ্ট্রের কম আমদানি শুল্কের সুবিধা নিতে চীনা পণ্য ওই দেশগুলোর মাধ্যমে ঘুরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে।

তালিকায় থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে কানাডা, ভারত, মেক্সিকো, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। হোয়াইট হাউসের দাবি, এসব দেশ চীনকে কয়েক হাজার কোটি ডলারের শুল্ক ফাঁকি দিতে সহায়তা করেছে।

হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো বলেন, এর ফলে “যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান ও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিবিসির প্রশ্নের জবাবে ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাসের এক মুখপাত্র বলেন, “বাণিজ্যযুদ্ধে কোনো বিজয়ী নেই” তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কমূলক পদক্ষেপ এবং চীনা কোম্পানিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের বিরোধিতা করে চীন। চীনের মুখপাত্র আরও বলেন, “পুনঃপ্রেরিত পণ্যসংক্রান্ত যেকোনো একতরফা পদক্ষেপ বা চুক্তি তৃতীয় কোনো পক্ষের স্বার্থকে লক্ষ্যবস্তু করতে বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না”

প্রতিবেদনটিতে তালিকাভুক্ত কানাডা, ভারত, মেক্সিকো, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোর সঙ্গে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করেছে বিবিসি।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এর কয়েক সপ্তাহ পর ওয়াশিংটনে চীনা নেতা শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। হোয়াইট হাউসের উদ্ধৃত সরকারি ও বেসরকারি খাতের হিসাব অনুযায়ী, ৩০ বিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বেশি শুল্কের দেশগুলো থেকে কম শুল্কের দেশগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

# যদি আমি মরি, আপনারাও মরবেন-কেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** শুরু থেকেই কোথাও যেন গরমিল ছিল। গত জুলাই মাসে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের শেষ মুহূর্তে

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে বলেন ঋঋ, তিনি নতুন এয়ারফোর্স ওয়ানে করে দেশে ফিরবেন না। অথচ সেটিতে করেই তিনি আঙ্কারায় গিয়েছিলেন।

ট্রাম্পের সঙ্গে সফরে সাংবাদিকদের যে দলটি ছিল, তাদের মধ্যে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাংবাদিক গ্রাম স্ল্যাটারিও ছিলেন।

তিনি বলেন, সম্মেলন শেষে ট্রাম্পের আঙ্কারা ছাড়ার আগে দিয়ে পূর্বনির্ধারিত সফরসূচিতে যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আনা হয়, তা নিয়ে সাংবাদিকদের মনে অজানা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

গত ৮ জুলাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দেশে ফেরা নিয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন স্ল্যাটারি।

গত বছর কাতারের রাজপরিবার থেকে ট্রাম্পকে যে উড়োজাহাজটি উপহার দেওয়া হয়, সেটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নিরাপত্তাব্যবস্থা যুক্ত করার পর সম্প্রতি ট্রাম্প নতুন এয়ারফোর্স ওয়ান হিসেবে সেটিতে ভ্রমণ শুরু করেন। তুরস্কেও তিনি সেটিতে চেপেই গিয়েছিলেন।

অথচ হঠাৎ করেই ৮ জুলাই ট্রাম্প নতুন এয়ারফোর্স ওয়ানে করে দেশে না ফেরার কথা জানান। কারণ হিসেবে বলেন, উড়োজাহাজটি আগেভাগেই ইংল্যান্ডের মিলডেনহল বিমানঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, যাতে সেখানে কর্মরত মার্কিন সামরিক সদস্যরা সেটি ঘুরে দেখতে পারেন।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প আরও লেখেন, তিনি একটি পুরোনো এয়ারফোর্স ওয়ানে করে মিলডেনহলে যাবেন। যদিও শেষ পর্যন্ত কীভাবে ওয়াশিংটনে ফিরবেন, তা স্পষ্ট *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# ২৫০ দিন সাগরে, খাদ্য-শৌচাগার সংকট, রণতরিতে ভেঙে পড়ছে মার্কিন সেনাদের মনোবল; উদ্বেগ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে

**পরিচয় ডেস্ক:** ২৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরিতে হাজার হাজার সেনাসদস্য খাদ্য সংকট, নষ্ট শৌচাগার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন; হচ্ছেন তীব্র মানসিক অবসাদের শিকার। মানসিক সমস্যা এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছে যে জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন একাধিক সেনা।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পেন্টাগনের কাছে তাদের অবস্থা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর চাইছেন মার্কিন আইনপ্রণেতারা। সেইসঙ্গে ইরান যুদ্ধ ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন তারা।

সামরিক বিষয়ক সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ক্ষোভ ও হতাশায় রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন-এর কিছু নাবিক জাহাজ থেকে সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন। এছাড়া নাবিকদের পরিবারের সদস্যরা জাহাজে থাকা কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বৃহস্পতিবার বলেন, রণতরির অবস্থা নিয়ে আসা প্রতিবেদনগুলো “সম্পূর্ণ ভুলভাবে উপস্থাপন” করা হয়েছে।

রণতরিটি গত বছরের নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দক্ষিণ চীন সাগরের উদ্দেশে রওনা দেয়; ফেব্রুয়ারিতে ইরানে হামলার আগে একে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়। চলতি বছরের মে মাসে এর মিশন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বারবার তা বাড়ানো হয়েছে। জাহাজটি কবে ফিরবে, সে বিষয়ে এখনো নির্দিষ্ট তারিখ জানানো হয়নি। তবে বৃহস্পতিবার একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

# ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্য আর বিশ্বাস করছে না সিআইএ; ট্রাম্প-নেতানিয়াহু সম্পর্কে বড় ফাটল

**পরিচয় ডেস্ক:** ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের দোরগোড়ায় রয়েছেড়মিত্র দেশ ইসরায়েলের দেওয়া এমন একটি গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই মূলত এই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে এই সংঘাতের ছয় মাস পার হওয়ার পর, বিশ্ব অর্থনীতিকে ওলটপালট করে দেওয়া এবং নিজের দেশে তার জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না ট্রাম্প। অন্যদিকে, যে ইসরায়েল এক সময় তাকে এই যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিল, তারা এখন আর ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে কোনো হামলা চালাচ্ছে না।

বিগত তিন মাসে ট্রাম্প এবং তার দীর্ঘদিনের বন্ধু বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যকার সম্পর্কে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। লেবাননে ইসরায়েলের হামলা এবং ইরানের সাথে একটি শান্তি চুক্তি বিপন্ন করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট গোপনে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে প্রকাশ পায় যে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ইরানের একটি হত্যাচেষ্টার হুমকি থেকে বাঁচতে তুরস্ক থেকে গোপনে একটি সামরিক বিমানে চড়েছিলেন ট্রাম্প। আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন থেকে নিরাপদে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একটি ক্যাটারিং ট্রাকে করে এক বিমান থেকে অন্য বিমানে স্থানান্তরের মতো এক নজিরবিহীন নাটকীয় গোপন অপারেশন চালানো হয়েছিল।

তবে ট্রাম্পের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই তথ্যের সত্যতা নিয়ে নিশ্চিত ছিল না। গত বুধবার “দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট” এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এই তথ্যের ওপর “কম আস্থা” প্রকাশ করেছিলড়তা সত্ত্বেও মার্কিন কর্মকর্তারা এর ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

একটি সূত্র সংবাদপত্রটিকে জানায়, কিছু কর্মকর্তা মনে করেন, এসব ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্য শুধু প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নয়, বরং তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশেও দেয়া হয়।

বিশেষজ্ঞরা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম “দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট”-কে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

# হরমুজ প্রণালিকে ‘যুক্তদের ভূখণ্ড’ ঘোষণার হুমকি ট্রাম্পের, হোয়াইট হাউস বললো রসিকতা!

**পরিচয় ডেস্ক :** ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের মধ্যে হরমুজ প্রণালিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা করার হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তবে পরে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের ওই মন্তব্য ছিল রসিকতা।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের গার্ডেন সিটিতে এক সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, ইরানকে পরাজিত করার পর তিনি ‘শিগগিরই’ হরমুজ প্রণালিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা করবেন। এ সময় তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘এটা সত্যি।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও দাবি করেন, হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তার ভাষ্য, ‘আমাদের অবরোধ রয়েছে। আমরা না চাইলে কোনো জাহাজ পার হতে পারবে না।’ তবে ট্রাম্পের বক্তব্যের জবাবে ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি ১৫ আগস্ট শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, হরমুজ প্রণালি ‘ইরানের ছিল, ইরানের আছে এবং ইরানেরই থাকবে।’

তিনি আরো বলেন, ‘এই প্রণালি কেবল ইরানের নির্দেশেই খোলা ও বন্ধ হবে।’ যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে গরিবাবাদি আরও বলেন, বাস্তবতা মেনে পরাজয় স্বীকার না করা পর্যন্ত ইরান প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখবে। গরিবাবাদি বলেন, ‘একটি পোস্ট, বিমানবাহী রণতরি, কোনো আদেশ কিংবা নির্বাচনী বক্তৃতার মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি দখল করা যায় না।’

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট তেল রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হতো।

জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান কেপলারের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ আগস্ট

১৪ আগস্ট শুক্রবার মাত্র কয়েকটি জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করেছে। এর মধ্যে কোনো অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজের চলাচল দেখা যায়নি। যুদ্ধের আগে প্রতিদিন ১৩০টিরও বেশি জাহাজ এই *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

## ইরান যুদ্ধে ৪৫টি রিপার ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, প্রতিটির খরচ ৫০ মিলিয়ন ডলার

**পরিচয় ডেস্কঃ** ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে অন্তত ৪৫টিওএমকিউ-৯ রিপার ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, এ সংখ্যা দেশটির মোট রিপার ড্রোনের প্রায় ২৫ শতাংশ।

রিপার ড্রোন মূলত নজরদারি ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন বিমানবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, সেন্সর ও অস্ত্রের ধরনভেদে প্রতিটি ড্রোনের দাম ৩ কোটি থেকে ৫ কোটি ডলার (প্রায় ৫০ মিলিয়ন)। ফলে সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতিতে শুধু এই ড্রোন ব্যবস্থাতেই মার্কিন করদাতাদের সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলারের বেশি।

হরমুজ প্রণালির আশপাশে এসব ড্রোন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথটি ইরান যুদ্ধের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রিপার ড্রোন তুলনামূলক ধীরগতির এবং প্রায়ই নিচু *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে, হুঁশিয়ারি ইরানের

**পরিচয় ডেস্কঃ** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) জ্যেষ্ঠ জেনারেল মোহাম্মদ রেজা নাকদি এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আইআরজিসি-এর এই প্রভাবশালী কর্মকর্তা এবং দেশটির সর্বোচ্চ নেতা মুজতাবা খামেনির ঘনিষ্ঠ সহযোগী নাকদি জানান, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচারমাধ্যম পিবিএস-কে দেওয়া এক বিরল সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে, আমরা তত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করব। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হয় তা শেখার জন্য প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জনের মতো কোনও বাস্তব যুদ্ধ আমরা এর আগে কখনও দেখিনি। এই পাঁচ মাসে আমরা শিখে গেছি কীভাবে লড়তে হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিদায় পর্যন্ত যুদ্ধ গড়ানোই মূল লক্ষ্য কি না, এমন প্রশ্নে নাকদি বলেন, আমাদের এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে শত্রু আর আক্রমণের সাহস না পায়, আমরা যেন নিরাপদে থাকতে পারি।

এর একটি উপায় হলো, এই যুদ্ধকে ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দিন (২০২৯ সালের ২০ জানুয়ারি) পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা এবং প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে ফেলা, যাতে অন্য কেউ ইরানে হামলা করতে চাইলে বুঝতে পারে যে, এর মূল্য দিতে হবে।

চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, জানতে চাইলে নাকদি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তা করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক এক ভুল হবে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা ফেলার পরদিন সকালেই বিশ্বজুড়ে তাদের সব সামরিক ঘাঁটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। আজকের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

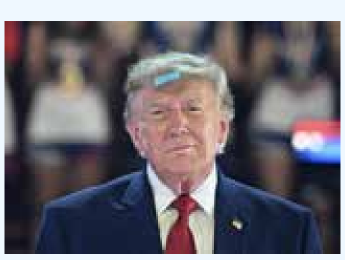

## মধ্যবয়সী আমেরিকানদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বা সমর্থনের হার পরিবর্তিত হচ্ছে - সর্বশেষ জনমত জরিপ

**পরিচয় ডেস্কঃ** মধ্যবয়সী আমেরিকানদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বা সমর্থনের হার পরিবর্তিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘দ্য ইকোনমিস্ট/ইউগভ’-এর সাম্প্রতিক জনমত জরিপ অনুযায়ী মধ্যবয়সী আমেরিকানদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি অসন্তোষ বাড়ছে; কারণ এই ভোটাররা সোশ্যাল *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

## এখনো যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করছে বিশ্ব

**পরিচয় ডেস্কঃ** যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অনেকে নিজের দেশের অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে হতাশ। কিন্তু বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের বড় অংশ এখনো যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থা রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টাইম ম্যাগাজিনের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, দেশটির আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে আলোচনা হয়, বিশ্বের সরকার, কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীরা বিষয়টিকে সেভাবে দেখেন না।

যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে অস্থিরতা, অকার্যকারিতা ও অবনতির কথা বেশি শোনা যায়, সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও বিনিয়োগকারীরা এখনো যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় আরও বেশি প্রবেশের সুযোগ খুঁজছেন।

এর পেছনে তথ্যও আছে। বিশ্বের সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) বড় অংশ এখনো যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে। মহামারির আগে বৈশ্বিক এফডিআইয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ পেত যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ সাল থেকে এই হার বেড়ে গড়ে প্রায় ২০ শতাংশে উঠেছে। চলতি বছরেও সেই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

শেয়ারবাজারেও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শক্তিশালী। বিশ্বের সব শেয়ারবাজারের মোট বাজারমূল্যের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

# সন্তানদের সামনেই আটক অভিবাসী দম্পতি, ১৮ বছরের মেয়ের কাঁধে চার ভাইবোনের দায়িত্ব

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা স্টেটের পাম বিচ কাউন্টিতে গাড়ি থামিয়ে এক অভিবাসী দম্পতিকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত টহল বাহিনী। পুরো ঘটনাটি ঘটে তাদের পাঁচ সন্তানের সামনেই। বাবা-মাকে নিয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া ১৮ বছর বয়সী মেয়েটিকে এখন একাই ১৬ থেকে ৩ বছর বয়সী চার ভাইবোনের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম ডব্লিউএলআরএনের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটে গত ৯ আগস্ট রোববার লেক ওয়ার্থ বিচ এলাকায়। পরিবারটির বড় মেয়ে ওয়েন্ডি ডোমিঙ্গো, যিনি জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, জানান, আগের দিনই তিনি ১৮ বছরে পা রেখেছিলেন। সেদিন সকালে পরিবারের সবাই গির্জায় যান। পরে স্কুল খোলার আগে ছোট ভাইবোনদের জন্য জুতা কিনতে একসঙ্গে বের হন। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ওয়েন্ডি। তার বাবা আব্রাহাম ডোমিঙ্গো ও মা মারিয়া লেইভা ছিলেন যাত্রী। মিলিটারি ট্রেইল সড়কে হ্যাভারহিল এলাকার কাছে পৌঁছালে মার্কিন সীমান্ত টহল বাহিনীর সদস্যরা তাদের গাড়ি থামানোর সংকেত দেন।

ওয়েন্ডি বলেন, জীবনে কখনও ভাবেননি যে একই সময়ে তার বাবা ও মাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তার ভাষায়, “আমি এখন চার ভাইবোনের দায়িত্বে। আমাদের একেবারে একা রেখে গেছে।চ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, ছোট ভাইবোনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে এবং বাবা-মা সন্তানদের জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাচ্ছেন। ভিডিওতে এক কর্মকর্তাকে স্প্যানিশ ভাষায় পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে শোনা যায়। আরেক কর্মকর্তা ওয়েন্ডিকে ইংরেজিতে জানান, গাড়ির নিবন্ধন তথ্য অনুযায়ী এটি একজন্তনন-সিটিজেন্স-এর নামে নিবন্ধিত। গাড়িটি ওয়েন্ডির বাবার নামে নিবন্ধিত ছিল।

ঘটনার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সীমান্ত টহল বাহিনী কোনো মন্তব্য করেনি। তবে মার্কিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জানায়, ওই দম্পতি আইন ভঙ্গ করেছেন। সংস্থাটির ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্রের আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত তারাই নিয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্তের পরিণতির দায়ও তাদেরই, যেমন কোনো মার্কিন নাগরিক অপরাধ করে কারাগারে গেলে তার সন্তানদের ওপরও প্রভাব পড়ে।

ডিএইচএস জানায়, আব্রাহাম ডোমিঙ্গোর বিরুদ্ধে আগে গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে পাম বিচ কাউন্টির আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আনা সেই অভিযোগ পরে প্রসিকিউটররা প্রত্যাহার করেন। গার্হস্থ্য সহিংসতা বিষয়ক একটি কোর্স সম্পন্ন এবং মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নের পর তিনি প্রবেশন পান। অন্যদিকে মারিয়া লেইভার আশ্রয় আবেদন-সংক্রান্ত আপিল একটি ফেডারেল আদালত খারিজ করে দিয়েছিল। আদালত তার যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের নির্দেশও বহাল রাখে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডোমিঙ্গো ও লেইভা প্রায় ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। এই ঘটনার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে তাদের সন্তানদের ওপর। ওয়েন্ডি জানান, বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক সব সময় ভালো ছিল না। তবে গত এক বছরে তাদের সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। চলতি বছরের বসন্তে লেক ওয়ার্থ কমিউনিটি হাই স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি প্রথমে একটি রেস্তোরাঁয় এবং পরে একটি হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে পাম বিচ স্টেট কলেজে আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ জন্য তিনি আর্থিক সহায়তাও পেয়েছিলেন।

*বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারভিত্তিক ইমিগ্রেশনে নতুন ইউএসসিআইএস গাইডলাইন, প্রস্তাবিত বিলে বড় পরিবর্তন-যা জানা জরুরি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারভিত্তিক ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি ফ্যামিলি স্পনসরশিপ ব্যবস্থায় আরও বড় পরিবর্তনের একটি প্রস্তাবিত বিলকে ঘিরে আলোচনা তৈরি হয়েছে। তবে কার্যকর হওয়া নির্দেশনা এবং প্রস্তাবিত আইন এক বিষয় নয়। বর্তমানে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনই বহাল রয়েছে।

গত ১ আগস্ট ২০২৬ থেকে ইউএসসিআইএসের নীতিমালায় পরিবারভিত্তিক পিটিশন নিয়ে নতুন নির্দেশনা যুক্ত হয়েছে। নতুন ও চলমান উভয় ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা প্রযোজ্য। এতে পারিবারিক সম্পর্কের প্রমাণ, একাধিক পিটিশনের তথ্য যাচাই এবং সম্পর্কের সত্যতা নির্ধারণে সাক্ষাৎকারের ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ফর্ম আই-১৩০-এর মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্কের প্রমাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র আরও সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতারণা বা অসত্য তথ্য শনাক্ত করতে অতিরিক্ত প্রমাণ চাওয়া হতে পারে। একই স্পনসর একাধিক বা পরস্পর সম্পর্কিত পিটিশন দাখিল করলে সেগুলোর তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি আছে কি না, সেটিও যাচাই করা হতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে সম্পর্কের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগও রয়েছে।

এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পিটিশন অনুমোদিত হলেও তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসন স্ট্যাটাস না থাকলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নোটিস টু অ্যাপিয়ার জারি হতে পারে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিবাসন আদালতের কার্যক্রমের মুখোমুখি হতে হতে পারে।পরিবারভিত্তিক অভিবাসনে আর্থিক স্পনসরশিপের জন্য ব্যবহৃত অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট নিয়েও নতুন কড়াকড়ির প্রস্তাব রয়েছে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনে স্পনসরের আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য অতিরিক্ত তথ্য ও নথি চাওয়ার ব্যবস্থা আনার কথা বলা হয়েছে।

এর মধ্যে স্পনসরের ক্রেডিট স্কোর, সর্বশেষ তিন বছরের করসংক্রান্ত প্রত্যয়িত নথি এবং ব্যাংক হিসাবের তথ্য যাচাইয়ের প্রস্তাব রয়েছে। একই সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হলেও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্টের দায় শেষ হবে না বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এসব পরিবর্তন এখনো প্রস্তাবের পর্যায়ে রয়েছে। এগুলো কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান

*বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতির কঠোর বাস্তবায়ন সত্ত্বেও টেক্সাসে এইচ-১বি কর্মীদের চাহিদা বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতিরসকঠোর বাস্তবায়নের মধ্যেও টেক্সাসের বেশ কয়েকটি কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে এইচ-১বি ভিসার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। লেঅফহেজের কেন্দ্রীয় শ্রম তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে দেশজুড়ে এইচ-১বি-সংক্রান্ত শ্রম শর্ত আবেদন (এলসিএ) কমলেও দ্রুততম প্রবৃদ্ধির শীর্ষ আটটি কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টই টেক্সাসে অবস্থিত।

লেঅফহেজের বিশ্লেষণটি প্রায় ৬৯ লাখ এলসিএ ফাইলিংয়ের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যভান্ডারে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের এলসিএ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এলসিএ এইচ-১বি প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হলেও কোনো এলসিএ ফাইলিংকে সরাসরি ভিসা অনুমোদন হিসেবে ধরা যায় না।

বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত ২৪৩টি কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের অর্ধেকের বেশি এলাকায় এইচ-১বি-সংক্রান্ত ফাইলিং কমেছে। ডেমোক্র্যাটদের প্রতিনিধিত্ব করা ডিস্ট্রিক্টগুলোতে ফাইলিংয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেখানে কমার মধ্যম হার ৩০ শতাংশ। রিপাবলিকান ডিস্ট্রিক্টগুলোতে এই হার ১৮ শতাংশ। টেক্সাসের শহরতলির কয়েকটি এলাকায় চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশটির সবচেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকা ২০টি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ১০টি টেক্সাসে। এসব ২০টি ডিস্ট্রিক্টের ১৫টির প্রতিনিধিত্ব করছেন রিপাবলিকানরা।

টেক্সাসের তৃতীয় কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে প্রতিনিধি কিথ সেলফের এলাকায় অনুমোদিত এলসিএ ফাইলিং ২৪২ শতাংশ বেড়েছে। পাশের ২৬তম ডিস্ট্রিক্টে প্রতিনিধি ব্র্যান্ডন গিলের এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২১৭ শতাংশ। এ ছাড়া ৩১তম, ১০ম, ২২তম, অষ্টম, ২১তম ও চতুর্থ ডিস্ট্রিক্টেও ৪৭ থেকে ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে

*বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

# স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে ২,৬০০ ডলার পাবে অবৈধ অভিবাসীরা

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানরত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ধরপাকড় ও বহিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। গ্রেপ্তার ও আটকের পাশাপাশি ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য নতুন সরঞ্জাম কেনার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

সাম্প্রতিক এমন উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কর্মকর্তাদের জন্য বৈদ্যুতিক শক দিতে সক্ষম বিশেষ গ্লাভস কেনার পরিকল্পনা। এ সরঞ্জাম কিনতে সর্বোচ্চ ২ কোটি ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব সামনে এসেছে।

সরকারের নথি অনুযায়ী, প্রতিরোধের মুখে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে কর্মকর্তাদের সহায়তা করার জন্য এসব গ্লাভস ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে এই উদ্যোগ নিয়ে মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, অভিবাসন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন সরঞ্জামের ব্যবহার অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

কঠোর ধরপাকড়ের পাশাপাশি যারা নিজেরাই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে চান, তাদের জন্য স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়ার একটি পথও চালু রেখেছে মার্কিন সরকার। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে সিবিপি হোম অ্যাপের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে আগ্রহী যোগ্য ব্যক্তিদের আর্থিক প্রণোদনা বাড়িয়ে ২,৬০০ ডলার করার ঘোষণা দেয় ট্রাম্প প্রশাসন । এর সঙ্গে নিজ দেশে ফেরার বিমান টিকিট বা ভ্রমণ ব্যয় বহনের ব্যবস্থাও রাখা হয়।

কর্মসূচির আওতায় বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে থাকা যোগ্য ব্যক্তিরা অ্যাপের মাধ্যমে দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জানাতে পারেন। নিবন্ধন ও প্রয়োজনীয় যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যোগ্য ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ভ্রমণ এবং আর্থিক প্রণোদনা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া নির্ধারিত প্রস্থানের তারিখের আগে যোগ্য অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের আটক বা অন্যান্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কম অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

তবে অ্যাপে নিবন্ধন করলেই একজন ব্যক্তি সব ধরনের অভিবাসন আইনি পদক্ষেপ থেকে নিশ্চিতভাবে সুরক্ষা পাবেনড়এমন নয়। তাই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আগে নিজের অভিবাসন পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য আইনি পরিণতি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষ্য, স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়ার এই ব্যবস্থা তাদের জন্য একটি নিরাপদ ও পরিকল্পিত বিকল্প, যারা যুক্তরাষ্ট্রে থাকার বৈধ অবস্থান হারিয়েছেন এবং নিজেরাই দেশে ফিরে যেতে চান। এর মাধ্যমে জোরপূর্বক গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রয়োজনও কমানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে সরকার।

অর্থাৎ, একদিকে ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন আইন প্রয়োগ আরও কঠোর করছেড়ধরপাকড়, আটক ও কর্মকর্তাদের জন্য নতুন সরঞ্জাম কেনার উদ্যোগ তারই অংশ।

অন্যদিকে, যারা স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে চান, তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও ভ্রমণ সহায়তার পথও খোলা রাখা হয়েছে। তবে ২,৬০০ ডলারের এই প্রণোদনা নতুন কোনো ঘোষণা নয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এর পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল। কর্মসূচিটি এখনো চালু থাকায় বর্তমান অভিবাসন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটি আবারও আলোচনায় এসেছে।

## অ্যাডভান্স প্যারোল সংক্রান্ত আপডেট: DACA-র ভ্রমণ সুরক্ষায় অভিবাসন বিষয়ক বড় পরিবর্তন

**পরিচয় ডেস্ক:** গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার ইউএসসিআইএস এর পক্ষ থেকে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় জারি করা হয়েছে, যা 'ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস' (DACA) কর্মসূচির আওতাভুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য ইমিগ্র্যান্টদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে; এই ইমিগ্রান্টরা বৈধ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা 'গ্রিন কার্ড' পাওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অ্যাডভান্স প্যারোল (advance parole) সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশ ভ্রমণের ওপর নির্ভর করে আসছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস বা বিচার বিভাগের (DOJ) অধীনস্থ 'বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস' ২০১২ সালের একটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। ওই সিদ্ধান্তে এমন ইমিগ্র্যান্টদের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিলড়যারা শিশু অবস্থায় অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং 'অ্যাডভান্স প্যারোল' (স্থায়ী ইমিগ্রেশন মর্যাদা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ইস্যুকৃত সাময়িক ট্রাভেল পারমিট বা ভ্রমণ নথি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার সময় 'অবৈধ অবস্থানের কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা'র (unlawful presence bars) আওতায় পড়তেন না।

১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সিদ্ধান্তে বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন এপিলস জানিয়েছে যে, অভিবাসন আইনের আওতায় 'অ্যাডভান্স প্যারোল' ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ভ্রমণকে 'দেশত্যাগ' (departure) হিসেবে গণ্য করা হতে পারে। এর ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় প্রবেশ বা ইমিগ্রেশন মর্যাদা পরিবর্তনের (adjustment of status) আবেদনের সময় কোনো কোনো আবেদনকারী তিন বা দশ বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন।

আইনি ইমিগ্রেশন এবং স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদনকারীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া নানাবিধ সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই এই নীতিগত পরিবর্তনটি এসেছে। 'অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা' (Temporary Protected Status) ও 'মানবিক প্যারোল' (যঁসধহরঃধৎরধহ ঢ়ধৎড়ষব)-এর আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষাসহ বেশ কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থাও প্রত্যাহার করা হয়েছে; এর মধ্যে কোনো কোনো পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সমর্থনও পেয়েছে।

# যুক্তরাষ্ট্রে এক মায়ের অতীত কর্মকাণ্ডের জেরে চার মাস ধরে বন্দী গ্রিন কার্ডধারী অধ্যাপক পরিবার

পরিচয় ডেস্ক: গত ৯ এপ্রিলের পর থেকে হঠাৎ করেই লস অ্যাঞ্জেলেস পিয়ার্স কলেজের মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানের অধ্যাপক মরিয়ম তহমাসেবির স্বাভাবিক জীবন এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ গ্রিন কার্ডধারী স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই তাঁর স্বামী, সন্তানসহ পুরো পরিবারকে আটক করেছে। সেদিন কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময় মরিয়ম জানতে পারেন যে তাঁর স্বামী ছেলেকে স্কুল থেকে আনেননি এবং ফোনও ধরছেন না। সম্ভাব্য কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তিনি পুলিশে খবর দেন। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে তাঁর স্বামীকে আইসিই আটক করতে পারে।

মরিয়মের স্বামী ইসা হাশেমিও একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক, যিনি দ্য শিকাগো স্কুল-এর বিজনেস সাইকোলজি বিভাগে পিএইচডি শিক্ষার্থীদের মেন্টর হিসেবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই আটকের কারণ ইসার নিজের কোনো অপরাধ নয়। ১৯৭৯ সালে

ইরানে জিম্মিকারীদের একজন অনুবাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন ইসার মাড়এমনকি তখন ইসার জন্মও হয়নি! ট্রাম্প প্রশাসন এখন জন্মের আগের সেই ঘটনার জেরে এই নিরপরাধ অধ্যাপককে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বর্তমানে মরিয়ম এবং তাঁর ছোট ছেলে ১২০ দিনেরও বেশি সময় ধরে টেক্সাসের ডিলি ইমিগ্রেশন প্রসেসিং সেন্টারে মানবেতর বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁর স্বামী ইসাকে রাখা হয়েছে পিয়ার্সলের সাউথ টেক্সাস ডিটেনশন সেন্টারে। গত চার মাসের এই অমানবিক বন্দীদশা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। প্রতি দুই সপ্তাহে মাত্র ১০ মিনিটের জন্য তাঁদের একে অপরের সাথে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়, সেটিও আবার কড়া পাহারার মধ্যে। মরিয়ম আক্ষেপ করে বলেন, একটি সম্পূর্ণ আইন মান্যকারী অধ্যাপক পরিবারের সাথে যদি এমন অবিচার হতে পারে, তবে তা যেকোনো কারও সাথেই হতে পারে। সন্তানের জন্য একটি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে তিনি বিশ্বের সব বিবেকবান মানুষের কাছে এই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে সাহায্য চেয়েছেন।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711



সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

# গ্রিন কার্ড-নাগরিকত্বসহ অভিবাসন আবেদনে নতুন নিয়ম, কাগজে নয় অনলাইনে আবেদন বাধ্যতামূলক!

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধার আবেদন ধীরে ধীরে কাগজের পরিবর্তে অনলাইনে নেওয়ার দিকে এগোচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন অন্তর্বর্তী চূড়ান্ত নিয়মের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) নির্দিষ্ট অভিবাসন আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন ফাইলিং বাধ্যতামূলক করতে পারবে। নিয়মটি গত মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ইমিগ্রেশন সুবিধার আবেদন ইউএসসিআইএস অন্তত ১৮০ দিন ধরে অনলাইনে গ্রহণের সুযোগ দিয়ে থাকলে সেটি পরবর্তী সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আবেদনকারীদের জন্য আরও ৬০ দিনের সময় রাখা হবে। এ সময়ের পর সংশ্লিষ্ট আবেদন কাগজে জমা দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করা যেতে পারে।

এই পরিবর্তনের আওতায় ভবিষ্যতে গ্রিন কার্ড, নাগরিকত্ব, আশ্রয়, কাজের অনুমতিপত্র এবং সাময়িক সুরক্ষিত মর্যাদাসহ বিভিন্ন অভিবাসন সুবিধার আবেদন আসতে পারে। তবে কোন আবেদন কখন বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে নিতে হবে, সে বিষয়ে ইউএসসিআইএসকে আলাদাভাবে ঘোষণা দিতে হবে।

আবেদনকারীদের সাধারণত ইউএসসিআইএসের অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আবেদন জমা দিতে হবে। অনলাইনে সরাসরি ফরম পূরণের পাশাপাশি আগে পূরণ করা ফরমের পিডিএফ এবং প্রয়োজনীয় নথিও অনলাইন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

ইউএসসিআইএসের এই উদ্যোগের লক্ষ্য কাগজভিত্তিক আবেদন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমানো। কর্তৃপক্ষের মতে, অনলাইন ফাইলিং বাড়লে কাগজপত্র গ্রহণ, স্ক্যান করা, তথ্য কম্পিউটার ব্যবস্থায় তোলা, সংরক্ষণ এবং ডাকযোগে পাঠানোর সঙ্গে যুক্ত কাজ ও ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে আবেদন থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সহজ হওয়ায় *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে গ্রিন কার্ড আবেদনকারীদের ১০ বছরের রি-এন্ট্রি নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রেরবোর্ড অফ ইমিগ্রেশন অ্যাপিলস বা বিআইএ (ইওঅ)-এর একটি নতুন নির্দেশনার ফলে, ১৮০ দিনের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করা অভিবাসীদের জন্য 'অ্যাডভান্স প্যারোল' (ধফাধহপব ঢ়ধৎড়ষব)-এর আওতায় ভ্রমণ করা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে; কারণ এর ফলে পুনরায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে, যা তাদের গ্রিন কার্ড পাওয়ার যোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার ঘোষিত একটি নতুন আদেশের ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা 'গ্রিন কার্ড' পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসীর পথ এখন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের (উঙঔ) আওতাধীন প্রশাসনিক আপিল কর্তৃপক্ষ 'বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন আপিলস' (ইওঅ) এই মর্মে রায় দিয়েছে যে, 'অ্যাডভান্স প্যারোল' (ধফাধহপব ঢ়ধৎড়ষব) নিয়ে দেশের বাইরে ভ্রমণকারী অভিবাসীদের ক্ষেত্রে তিন বা দশ বছরের জন্য 'অবৈধ অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা' (হঁষধভিঁষ ঢ়ৎবংবহপব নধৎ) প্রযোজ্য হতে পারেড়

যদি দেশ ছাড়ার আগে তাদের অবৈধ অবস্থানের মেয়াদ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

# চলতি মাসেই হতে পারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে অন্তবর্তী সরকারের রেখে যাওয়া অস্থিরতা আর অবিশ্বাস কাধে নিয়েই ৬ মাস আগে যাত্রা শুরু করে বিএনপি সরকার। সেই কালো মেঘ কাটার আভাস মেলে যখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শংকর। এরপর নতুন সরকারের শপথের দিন ঢাকায় আসেন ওম বিড়লা। পৌঁছে দেন সপরিবারে প্রধানমন্ত্রীকে ভারত সফরে মোদির আমন্ত্রণ। এর কয়েক মাস পরেই ব্রিকস সম্মেলনের দাওয়াত দেয়া হয়।

এভাবেই যখন একটু একটু করে সম্পর্কোন্নয়নের পালে হাওয়া লাগছিল, তখনই দিল্লিতে শেখ হাসিনার বক্তব্য ঘিরে ভেস্তে যায় সবকিছুই। এরপরেই প্রথমবারের মতো তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সেদিনই ঢাকার বার্তা পৌঁছে দেন দিল্লিতে। তবুও দ্বিপাক্ষিক সফর নিয়ে রয়ে যায় সংশয়। এর মাঝেই দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানাচ্ছে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে কিংবা সেপ্টেম্বরের শুরুতে দিল্লি সফর করতে পারেন তারেক রহমান। এমন খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভিও। এ বিষেয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক আকবর হোসেন বলেন, ভারত কি বাংলাদেশে তাদের যে অর্থনৈতিক ইন্টারেস্ট, বাণিজ্যিক ইন্টারেস্ট, এটা পেলেই কি তারা খুশি, বা এটিই কি তারা চায়? নাকি এর বাইরেও তারা কিছু চায়। কারণ, আওয়ামী লীগের সময় তাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইন্টারেস্টের বাইরে একটা পলিটিক্যাল অথরিটি ছিল। ভারত বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। এখন ভারত কি সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে? নাকি আর যাইহোক, আমি বাংলাদেশের ওপর কর্তৃত্ব চাই। এটি আমার লাগবে। বাংলাদেশে কে আসবে-কে যাবে, এটি আমি নিয়ন্ত্রণ করব। তাহলে তো আর সম্পর্ক আগাবে না।

এই বিশ্লেষকের মতে, দ্বিপাক্ষিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা ইস্যুতে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে ভারতকে।

ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক আসিফ বিন আলি বলেন, বাংলাদেশের ভেতরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে, এ ধরনের কোনো ইস্যুতে ভারতের যাতে অংশগ্রহণ না থাকে এবং এটি অত্যন্ত জরুরি।

কারণ, বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রোপারলি ফাংশন করতে হলে সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মানের কোনো বিকল্প নেই। থার্ড যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুড়ুই সরকারের আলাপ-আলোচনা করা উচিত যে, তাদের ইন্টার্নাল সিকিউরিটি অর্থাৎ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় ভারতের যেমন কোনো নাক গলানো থাকবে না, তেমনি ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাতেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নাক গলানো থাকা যাবে না। এই ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রশ্নে মিউচুয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট অত্যন্ত জরুরি এবং এই তিনটা বিষয়ই আসলে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে আলাপ হওয়াটা সময়ের দাবি। অবশ্য, চলতি বছর জুন-জলাইতেই তারেক রহমানের সফরের প্রত্যাশায় ছিল দিল্লি। সংবাদ সুত্র চ্যানেল ২৪

## বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের জটিলতা দূর হওয়া মুশকিল'- ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সর্বজিৎ চক্রবর্তী

**পরিচয় ডেস্ক:** শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে বাংলাদেশ খুব বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে মনে করেন না ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এবং বাংলাদেশে ভারতের সাবেক ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিৎ চক্রবর্তী।

ডিডাব্লিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা দূর হওয়া মুশকিল। কারণ, বাংলাদেশের জন্য যা কিছু করা যায়, তারপরেও তাদের একটা আশা থাকে, আরো কিছু করা হবে।'' তার মতে, ''ইনফিলট্রেশন বা অনুপ্রবেশ এবং স্মাগলিং বা চোরাকারবার হলো সমস্যার মূল কারণ।''

প্রশ্ন: শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন কোনদিকে যাচ্ছে?

সর্বজিৎ চক্রবর্তী: ভালো দিকেই যাচ্ছে বলতে হবে। এটা তো সাধারণ ব্যাপার। শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ অনেকদিন ফেরত চেয়েছে। তারা আগে বলেছিল, তিনি যেন কোনো সাক্ষাৎকার না দেন। কিন্তু তার উপরে তো আমাদের কোনো হাত নেই। এটা আমরা ব্যবস্থা করিনি, আমরা সরকারিভাবে জড়িত নই। তিনি যা করেছেন নিজের প্রচেষ্টায় করেছেন। এরপর যদি ক্ষুব্ধ হয় সেটা তাদের ব্যাপার। এমন কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে আমরা মনে করছি না। তারপরেই তো হাই-কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী দেখা করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে। আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই তিনি দিল্লিতে এসেছেন সরকারিমহলে সবার সঙ্গে আলোচনা করতে। আমরা আশা করছি, তারেক রহমান সেপ্টেম্বরে দিল্লি আসবেন ব্রিকসের সম্মেলনে যোগ দিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে এবং একটা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করতে। ফলে সম্পর্কটা যে নেতিবাচক তা *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশে ১৮ জন রাষ্ট্রপতি কে, কতদিন দায়িত্বে ছিলেন?

**পরিচয় ডেস্ক:** গত ২০২৪ এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর চট্টগ্রামের বাসায় আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে□

গত বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো□

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র প্রয়াত এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বড় ছেলে মহিবুল হাসান চৌধুরীর পাঁচলাইশ থানার চশমা হিল এলাকার যে বাড়িতে আগুন দেয়া হয়, গত দুই বছর ধরে সেখানে মহিবুলের পরিবারের কেউ থাকেন না□ পুলিশ জানায়, ছয় থেকে সাতজন মাস্কধারী ব্যক্তি রাতে আশপাশের জিনিসপত্র জড়ো করে ভবনটির দ্বিতীয় তলার বারান্দায় আগুন দেয়□ সেখানে একটি পটকাও ফাটানো হয়□ পটকা ফাটানোর শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হলে ওই ব্যক্তিরা চলে যান□ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নেভানো হয়□

এ ঘটনার বিভিন্ন ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে□ তাতে দেখা যায়, ছয়জন ব্যক্তি মাস্ক পরে ভবনের সামনে অবস্থান করছেন□ ছয়জনের মধ্যে একজনের হাতে একটি বস্তা ছিল। আরেকটি ছবিতে এক ব্যক্তিকে দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, ভবনের বেলকনিতে আগুন জ্বলছে। এসব ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে এবং মহিবুল হাসানের ভাই বোরহানুল হাসান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মহিবুল হাসানও অংশ নিয়েছিলেন। ফেসবুক আইডিতে সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি । ওই ঘটনার জেরে বাড়িটিতে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়দের অনেকের ধারণা। তারা বলেন, দুই বছর ধরে ভবনটিতে মহিবুলের পরিবারের কেউ *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশে সেল গঠনের চেষ্টা করছে আল-কায়েদা: জাতিসংঘের সতর্কতা

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশে নিজেদের গোপন নেটওয়ার্ক বাওসেল্স গড়ে তুলতে চায়ওভারত উপমহাদেশীয় আল-কায়দ্স (একিউআইএস)। বাংলাদেশকে ব্যবহার করার এই চেষ্টা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদেরওঅ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিম্স-এর ৩৮তম প্রতিবেদনে এই উদ্বেগের কথা জানানো হয়। গত ১০ আগস্ট প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ভারতের দিল্লিতে লাল কেল্লায় যে হামলা হয়েছিল, সেটির পেছনে একিউআইএস-এর হাত রয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়, বাংলাদেশে গোপন আস্তানা ও নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য একিউআইএস যেভাবে দেশটিকে ব্যবহার করতে চাইছে, তা বেশ উদ্বেগের। আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশ একটি বিক্ষিপ্ত গ্রুপ থেকে এখন একটি আঞ্চলিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতে রূপ নিচ্ছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, এর জন্য তারা বিভিন্ন *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

# হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের নিশ্চয়তা চায় ঢাকা, মিললেই প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিশ্চিত: বিবিসি বাংলা

**পরিচয় ডেস্ক:** প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত ইতিমধ্যে এ বিষয়ে এক ধরনের প্রাথমিক আশ্বাস দিলেও বাংলাদেশ সফর চূড়ান্ত করার আগে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা চাইছে।

ভারতের মাটিতে অবস্থানরত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের বিষয়ে দিল্লির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা চায় বাংলাদেশ সরকার। এই নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নয়া দিল্লি সফর চূড়ান্ত হবে।

ঢাকার একাধিক সরকারি সূত্রের বরাতে গত ১৪ আগস্ট বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারত ইতিমধ্যে এ বিষয়ে এক ধরনের প্রাথমিক আশ্বাস দিলেও বাংলাদেশ সফর চূড়ান্ত করার আগে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা চাইছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনা সেখান থেকে নিয়মিত বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের দাবি, তার এসব বক্তব্য দেশের অভ্যন্তরে বিতর্ক সৃষ্টি করছে এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তোলা।

এই প্রেক্ষাপটেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফরের প্রস্তুতি চলছে। সূত্রমতে, আগামী ২১-২২ আগস্ট দুই দিনের দ্বিপাক্ষিক সফরে তিনি নয়া দিল্লি যেতে পারেন। তবে সফরের চূড়ান্ত তারিখ কয়েক দিন এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে পারে।

বিবিসি বাংলার তথ্য অনুযায়ী, এই সফরের প্রস্তাবটি ভারতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরের বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছে। ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমও জানিয়েছে যে, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে তিনি দুই দিনের সফরে ভারতে যেতে পারেন।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ২০২৪ সালের আগস্টে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ফলে ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে তৈরি হওয়া কূটনৈতিক টানাপড়েন কাটিয়ে সম্পর্ক পুনর্গঠনের লক্ষ্যেই এই উচ্চপর্যায়ের সফরের আয়োজন করা হচ্ছে।

সফরের পাশাপাশি, আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনেও তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে তিনি ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন কি না, সে বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

# বছরের প্রথমার্ধে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ১৬.৪%

**পরিচয় ডেস্ক:** ২০২৬ সালের প্রথ মার্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ কমে ৮ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ইউরোতে নেমে এসেছে। ইইউর সামগ্রিক পোশাক আমদানির বাজার সংকুচিত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশের রপ্তানিতে এ পতন হয়েছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের (বিএভি) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহিউদ্দিন রুবেল জানান, জানুয়ারি-জুন সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ৮ দশমিক ২২ শতাংশ এবং গড় রপ্তানি মূল্য ৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ কমেছে। জুনে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। ওই মাসে ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮৭ শতাংশ বেড়ে ১ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ইউরোতে দাঁড়ায়। রপ্তানির পরিমাণ ৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ বাড়ায় গড় রপ্তানি মূল্য ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ কমার প্রভাব কিছুটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

সামগ্রিকভাবে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইইউ ৪১ দশমিক ১০ বিলিয়ন ইউরোর পোশাক আমদানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৭০ শতাংশ কম।

ইইউজুড়ে ভোক্তা চাহিদা দুর্বল হওয়া এবং দাম কমে যাওয়ায় পোশাক আমদানিতে এ পতন হয়েছে। এ সময়ে আমদানির পরিমাণ ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং গড় ইউনিট মূল্য ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ কমেছে। ইইউর বাজারে বেশিরভাগ প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশের রপ্তানিতেও বড় ধরনের পতন হয়েছে। তুরস্কের রপ্তানি ১৪ দশমিক ৬০ শতাংশ, পাকিস্তানের ১২ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ভারতের ১২ দশমিক ৪৯ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ১১ দশমিক ২১ শতাংশ, চীনের ৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ার ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ কমেছে।

# বিশ্বজুড়ে চরম ঝুঁকিতে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা

**পরিচয় ডেস্ক:** দেশের অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ যারা জোগান, তাদের বাড়ি ফেরার পথ রঙিন হওয়ার কথা ছিল; অথচ সেই পথ ঢাকা পড়ছে কাঠের কফিনে। কি মধ্যপ্রাচ্যের তপ্ত বালুকা বেলা, কি আফ্রিকার গহিন প্রান্তরড় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান মেলেনি কোথাও।

বিশেষ করে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা যেন রূপ নিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মৃত্যুর উপত্যকায়। প্রতিটা দিন সেখানে কাটছে আতঙ্ক, ছিনতাই ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার শঙ্কা নিয়ে।

মুঠোফোনের স্ক্রিনে ছেলের মৃত্যু, দুই দশক পর এলো বাবার লাশ

ফেনীর দাগনভূঞার তাহমিনা আক্তারের কাছে বাবার স্মৃতি একেবারেই আবছা। ৬ বছর বয়সে তাকে রেখে জীবিকার সন্ধানে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন জসিম *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

# ঢাকায় পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

**পরিচয় ডেস্ক:** ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনে দেশটির স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) দেশটির জাতীয় সংগীতের সুরে হাইকমিশনার ইমরান হায়দার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বাংলাদেশে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি কমিউনিটি, বাংলাদেশি বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শেহবাজ শরিফ এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ ইসহাক দারের বাণী পাঠ করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান নেতৃবৃন্দ। তারা কায়েদ-ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জাতির পিতা আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল এবং পাকিস্তান আন্দোলনের নিবেদিত কর্মীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যাদের আত্মত্যাগ, দূরদৃষ্টি এবং অবিচল অঙ্গীকারের ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্রীড়া ও প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরে নেতৃত্ব দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কায়েদের ঐক্য, বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার গাইডিং নীতিমালা সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ভারতের বিরুদ্ধে 'অপারেশন মারক-ই-হক'-এর অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা স্মরণ করে দেশের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় তাদের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন। আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা উন্নয়নে পাকিস্তান তার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে বলে জোর দেওয়া হয়।

ভারতের অবৈধ অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মিরের জনগণের সাথে পাকিস্তানের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এবং কাশ্মীরি জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জম্মু ও কাশ্মির বিরোধ সমাধানের প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

# প্রেসিডেন্ট থেকে পোপ: হত্যাচেষ্টা এড়ানোর অভিনব যত ঘটনা

**পরিচয় ডেস্ক:** ঘটনাটি যেন বাস্তবের নয়, রুপালি পর্দার কোনো দৃশ্য। তুরস্কে ন্যাটো সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে হামলার হুমকিতে পড়েন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন গোয়েন্দারা সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একটি বিশ্বাসযোগ্য হুমকি শনাক্ত করার পর তাকে দ্রুত নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ধারণা করা হয়েছিল, হুমকিটির সঙ্গে ইরানের যোগসূত্র থাকতে পারে।

যেভাবে হত্যাচেষ্টা এড়ান ট্রাম্প

হুমকি নিশ্চিত হওয়ার পর শুরু হয় নজিরবিহীন এক নিরাপত্তা অভিযান। ট্রাম্পকে একটি ক্যাটারিং ট্রাকের আড়ালে এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে গোপনে বের করে অন্য একটি সরকারি উড়োজাহাজে নেওয়া হয়।

সবচেয়ে অস্বাভাবিক বিষয় ছিল, এয়ার ফোর্স ওয়ানে তখনও ট্রাম্পের সহযোগী, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকসহ শতাধিক মানুষ ছিলেন। তাদের অধিকাংশই জানতেন না যে প্রেসিডেন্ট আর ওই উড়োজাহাজে নেই। এয়ার ফোর্স ওয়ান যথারীতি যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে

যাত্রা করে। আর ট্রাম্পকে বহনকারী ছোট সি-৩২এ উড়োজাহাজটিও নিরাপদে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ, সম্ভাব্য হামলাকারীদের বিভ্রান্ত করতে মূল উড়োজাহাজটিকেই এক ধরনের 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘটনাটি সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছেড়বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত ব্যক্তিদের রক্ষা করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে এর আগেও কি এমন নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে?

উত্তর হলো, হ্যাঁ।

তবে প্রতিটি ঘটনার কৌশল ছিল আলাদা। কোথাও শেষ মুহূর্তে উড়োজাহাজ বদলানো হয়েছে, কোথাও গন্তব্য গোপন রাখা হয়েছে, কোথাও বুলেটের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছুটেছে, আবার কোথাও বিস্ফোরণের কয়েক সেকেন্ড আগে নিরাপত্তাকর্মীরা নেতাকে সরিয়ে নিয়েছেন।

পাকিস্তান যাওয়ার পথে উড়োজাহাজ বদলেছিলেন বিল ক্লিনটন

২০০০ সালে ভারত ও পাকিস্তান সফরে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। মুম্বাই থেকে এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

## ভারতের উত্তরপ্রদেশে গোমূত্র সংগ্রহে পাইলট প্রকল্প, প্রতি লিটার কেনা হচ্ছে ১০ টাকা দরে

ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার বুলন্দশহরে কৃষকদের কাছ থেকে গোমূত্র সংগ্রহের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করেছে। এর ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে বলে দাবি করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টদের দাবি, গরুর মূত্র সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা বাড়তি আয়ের সুযোগ পাবেন এবং যেসব গরু আর দুধ দেয় না, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণেও সহায়তা হবে। সংগ্রহ করা গোমূত্র কৃষিকাজে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। এটি একসময় রাসায়নিক *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

## কেউ তিন, কেউ চার-বিশ্বনেতারা দিনে কয় ঘণ্টা ঘুমান?

একটি দেশ পরিচালনা করা ঠিক নয়টা-পাঁচটার দাপ্তরিক কোনো কাজ নয়। এখানে গভীর রাতের আলোচনা, ভোরবেলার ব্রিফিং, সময়ের তোয়াক্কা না করে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং বৈঠক, বক্তৃতা ও সফরের অন্তহীন ব্যস্ততা রয়েছে।

কিন্তু একজন বিশ্বনেতা আসলে কত কম ঘুমিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারেন?

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি নিজের দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে এক বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করার পর এই প্রশ্নটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এমন রাতও গেছে, যখন তিনি প্রায় একেবারেই ঘুমাননি।

জুলাই মাসে একটি সরকারি ছুটির দিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তাকাইচি লিখেছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছেনড়যেটিকে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে না দিলে ২০ লাখ লোক নিয়ে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদির

**পরিচয় ডেস্ক:** পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে কারাবন্দি অবস্থায় দেখা করতে না দিলে ২০ লাখ মানুষ নিয়ে রাজপথে নামার কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি। বৃহস্পতিবার আদিয়ালা কারাগারের

বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, অবিলম্বে ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া না হলে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০ লাখ সমর্থক নিয়ে ইসলামাবাদের দিকে বিশাল *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

## ভারতের ভূখণ্ড নিজেদের দাবি নেপালের, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না চুক্তির কাগজ

সভ্যতার দিক থেকে প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত ও নেপালের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে ২১০ বছরের পুরোনো একটি চুক্তি। কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে। সেটি হলো সেই মূল চুক্তির নথি কোথায় আছে তা নেপাল নিশ্চিত নয়।

নেপাল সরকার দেশটির সংসদকে জানিয়েছে, ১৮১৬ সালের সুগৌলি চুক্তির মূল নথি তাদের কাছে রয়েছে কি না, তা তারা নিশ্চিত করতে পারছে না। এই চুক্তির মাধ্যমে হিমালয় অঞ্চলের রাজ্য নেপালের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সংসদীয় একটি অনুসন্ধান কমিটি বিভিন্ন সংরক্ষণাগার, মন্ত্রণালয় ও জাদুঘরে খোঁজ চালিয়েও চুক্তিটির মূল নথি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে লিপুলেখ-কালাপানি-লিম্পিয়াধুরা সীমান্ত বিরোধ উত্তেজনা তৈরি করার সময়ই চুক্তিটির মূল নথি নিয়ে এই অনিশ্চয়তার বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে।

নেপালের দাবির *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

# ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো ‘অসাধারণ’, তাকে সরিয়ে দেওয়া ‘ভয়ানক ভুল’ হবে: ট্রাম্প

**পরিচয় ডেস্ক:** ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া সংস্থাটির জন্য “ভয়ানক ভুল” হবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ফুটবল বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির বিতর্কিত উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে তীব্র চাপের মুখে রয়েছেন ইনফান্তিনো।

এই পরিস্থিতিতে ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়িয়েছেন ট্রাম্প।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, “ফিফা যদি কোনো কারণে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে পরিবর্তনের কথা ভাবে, তাহলে তারা ভয়ানক ভুল করবে। তিনি অসাধারণ। তিনি ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপ আয়োজন করেছেন। তিনি না থাকলে ফিফা আর কখনোই এতটা সফল বা লাভজনক হতে পারবে না।”

ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ও কনকাকাফ বিতর্কিত ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে ইতোমধ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে। সংস্থাগুলো যৌথভাবে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে “প্রতারণার” অভিযোগ তুলে আগামী বছরের মার্চে পুনর্নির্বাচনে অংশ না নিয়ে তাকে সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগের সুযোগ দিতে চায়। এমনকি এর আগে ফিফার টুর্নামেন্ট বয়কটের কথাও জানায় উয়েফা। সমালোচনা শুরু হয় মূলত ইনফান্তিনোর “ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ” গঠনের প্রস্তাব নিয়ে, যার মাধ্যমে ফিফার টুর্নামেন্টগুলোর প্রায় ২০ শতাংশ স্বত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ফুটবল অঙ্গনে ব্যাপক সমালোচনার মুখে ইনফান্তিনো শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে উয়েফা, এএফসি ও কনকাকাফের প্রধানদের সই করা এক খোলা চিঠিতে ইনফান্তিনোর এই বিতর্কিত প্রকল্পের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। যদিও চিঠিতে তার নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। চিঠিতে বলা হয়, “ফুটবলের নেতৃত্ব কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটি কেবল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার বিষয় হতে পারে না। গোটা ফুটবল পরিবারকে বিশ্বস্ত সেবা দেওয়াই এর মূল কাজ।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিশ্বাসের অমর্যাদা করে কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং নিজেকে সবার উর্ধ্বে মনে করতে শুরু করেন, তখন তিনি তার মূল দায়িত্ব থেকেই সরে যান।

## মেসির বাবা হোর্হে মেসি আর নেই

**পরিচয় ডেস্ক:** জীবনের অন্যতম কঠিন এক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন বর্তমান বিশ্বের সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। তার ফুটবল ক্যারিয়ারের প্রধান কারিগর এবং ছায়া হয়ে থাকা বাবা হোর্হে মেসি আর নেই। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম “ইনফোবে”-এর বরাতে জানা গেছে, গত রাতে নিজ শহর রোজারিওর একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হোর্হে মেসি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। হাসপাতাল সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, রাত ১০টার দিকে তিনি মারা যান। তিনি গত বেশ কিছুদিন ধরে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন।

লিওনেল মেসির বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## উয়েফা ছাড়তে ইনফান্তিনোর ‘প্রেমিকাকে’ দেড় লাখ পাউন্ড দেওয়া হয়েছিল, বেতন বেড়েছিল ২৫ হাজার পাউন্ড

**পরিচয় ডেস্ক:** ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার কাছ থেকে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কথিত প্রেমিকা ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডের বেশি অর্থ পেয়েছিলেন বলে দ্য টেলিগ্রাফ জানতে পেরেছে।

ফিফার সভাপতি ইনফান্তিনো উয়েফার মহাসচিব থাকার সময় এক সহকর্মীর সঙ্গে কথিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ২০১১ সালের শেষ দিকে ওই নারী ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে আকস্মিকভাবে চলে যাওয়ার সময় তাকে অর্থ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

এখন জানা গেছে, ওই অর্থের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডের বেশি। এর মধ্যে একটি ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের শিক্ষাব্যয়ও *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## বিশ্ব ফুটবল পরিচালনায় নতুন কাঠামো তৈরিতে কাজ করছেন ইনফান্তিনোর বিরোধীরা

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্ব ফুটবল পরিচালনায় নতুন একটি কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরোধীরা। ইনফান্তিনো ১০ বছর আগে সেপ ব্লাটারের কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর ফিফায় যে পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, যেখানে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে বলেই মনে করেন তারা।

ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## পদত্যাগের চাপে ফিফা-প্রধান ইনফান্তিনো, পাশে দাঁড়াল আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো; সমর্থন জানিয়ে চিঠি দিল এএফএ

**পরিচয় ডেস্ক:** বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রির উদ্যোগ নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন ফিফা-প্রধান। তবে এরপরও তার পদত্যাগের দাবি জানিয়ে আসছে অনেক সদস্য। এই পরিস্থিতিতে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সমর্থন জানিয়েছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশনের (এফএমএফ) এই সমর্থন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক দেশটি তাদের আঞ্চলিক কনফেডারেশনের বিরুদ্ধে গিয়ে ইনফান্তিনোকে সমর্থন দেওয়ার এই অবস্থান নিল। ফিফায় বেসরকারি বিনিয়োগের প্রস্তাবের পর ইনফান্তিানোর সভাপতিত্ব *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

# প্রায় এক দশক পর অর্থনীতিতে ডেমোক্র্যাটদের ওপর বেশি আস্থা মার্কিন ভোটারদের

**পরিচয় ডেস্ক:** প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স সামলা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশেরই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, প্রবাসীরা আমাদের গর্ব এবং অর্থনীতির একটি বিশাল শক্তি। সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কটা শুধু দ্বিপক্ষীয় বা ব্যবসায়িক নয়, বরং দুদেশের মধ্যে একটা মানবিক সম্পর্কও রয়েছে।

শামা ওবায়েদ আরো বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে সিঙ্গাপুর থেকেই প্রায় ৪৭৫ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে বর্তমানে সিঙ্গাপুরের অবস্থান দশম। এ রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করার পাশাপাশি অসংখ্য পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকার এ অবদানকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে।

বৈধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বীকৃ

তি দিতে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ‘দ্বিতীয় বাংলাদেশ রেমিট্যান্স সম্মাননা ২০২৬’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। গত সোমবার ১০ আগস্ট সিঙ্গাপুরের ৩০ র্যাফেল অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত সিঙ্গাপুর ফ্লায়ারের প্লুম ভেন্যুতে এ সম্মেলন আয়োজিত হয়।

এ সময় প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা (প্রবাসী) দেশের বাইরে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন। আপনাদের কাছে আমি পাঁচটি অনুরোধ রাখতে চাই।

প্রথমত, সবসময় বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাবেন। হুন্ডি থেকে বিরত থাকতে হবে। বৈধ পথে পাঠানো প্রতিটি মুদ্রা দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করে। দুই, সিঙ্গাপুরের আইন, বিধিবিধান ও কর্মসংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে। কোনো ধরনের অপরাধ বিশেষ করে মাদকসংক্রান্ত অপরাধ বা অন্য যেকোনো আইনবিরোধী কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

তিন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে দায়িত্বশীল হতে হবে। উগ্রবাদ, সহিংসতা, ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষমূলক এমন কোন পোস্ট মন্তব্য বা প্রচারণার সঙ্গে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

## যাত্রার ২ বছরেই লাভজনক চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ, আরও এক জোড়া ট্রেন চালুর পরিকল্পনা

**পরিচয় ডেস্ক:** বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর দুই বছরের মধ্যেই লাভজনক রুটে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ। পর্যটননির্ভর এ রুটে প্রতিদিন বাড়ছে যাত্রীর চাপ। বর্তমানে চার জোড়া ট্রেন চলাচল করলেও চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল বলে মনে করছে রেলওয়ে। এ কারণে নতুন আরও এক জোড়া ট্রেন চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের কর্মকর্তারা বলছেন, আগামী বছরের মধ্যে নতুন ট্রেন যুক্ত করা সম্ভব হলে এ রুটে প্রতি মাসে ১০ লাখ যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা তৈরি হবে। এরই মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলকারী মহানগর এক্সপ্রেসের গন্তব্য কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

চলতি মাসেই নতুন এ সেবা চালুর আশা করছে রেলওয়ে।

বাড়ছে যাত্রী ও রাজস্ব

২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর পর থেকেই কক্সবাজার রেলপথে ব্যাপক সাড়া মিলছে। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ও পর্যটক এক্সপ্রেস নামে দুটি বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে প্রবাল ও সৈকত নামে আরও দুটি ট্রেন চলাচল করছে। কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার জয়নাল আবেদীন জানান, শুধু এই স্টেশন থেকেই ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৭২২টি টিকিট বিক্রি *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

## এআই কি শ্রমিকের বন্ধু হতে পারে, যা বলছেন কানাডীয় অর্থনীতিবিদ

**পরিচয় ডেস্ক:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কিছু কাজ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিতে পারে। তবে একই সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অন্য ধাপগুলোতে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়াতে পারে। কানাডার অর্থনীতিবিদ জ্যঁ-লুই আরকাঁর গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

তার মতে, বাংলাদেশে যেখানে এখনো অনেক মানুষ কম উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত, সেখানে এআই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশের মতো শ্রমনির্ভর অর্থনীতির জন্য এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার ব্র্যাক সেন্টারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশের সরকারি কেনাকাটার তথ্য প্রকাশসহ সিএজি-র স্বায়ত্তশাসনের তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশে সরকারি কেনাকাটা বা ক্রয়ের সব ধরনের চুক্তিসংক্রান্ত তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার সুপারিশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে দেশের আর্থিক খাতের সামগ্রিক স্বচ্ছতা জোরদারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি অনুসরণ করে বাজেটের নথিপত্র প্রস্তুত করা এবং দেশের সর্বোচ্চ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের সম্প্রতি প্রকাশিত *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

## জুলাইয়ে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৮.৩২ শতাংশ, ৮ মাসে সর্বনিম্ন

**পরিচয় ডেস্ক:** বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির হার কমায় জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি কমে ৮ দশমিক ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা জুনে ছিল ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। এটি গত আট মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি।

এর আগে গত বছরের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি এর চেয়ে কম ছিল। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বললেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

**পরিচয় ডেস্ক:** প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স সামলা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশেরই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, প্রবাসীরা আমাদের গর্ব এবং অর্থনীতির একটি বিশাল শক্তি। সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কটা শুধু দ্বিপক্ষীয় বা ব্যবসায়িক নয়, বরং দুদেশের মধ্যে একটা মানবিক সম্পর্কও রয়েছে। শামা *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

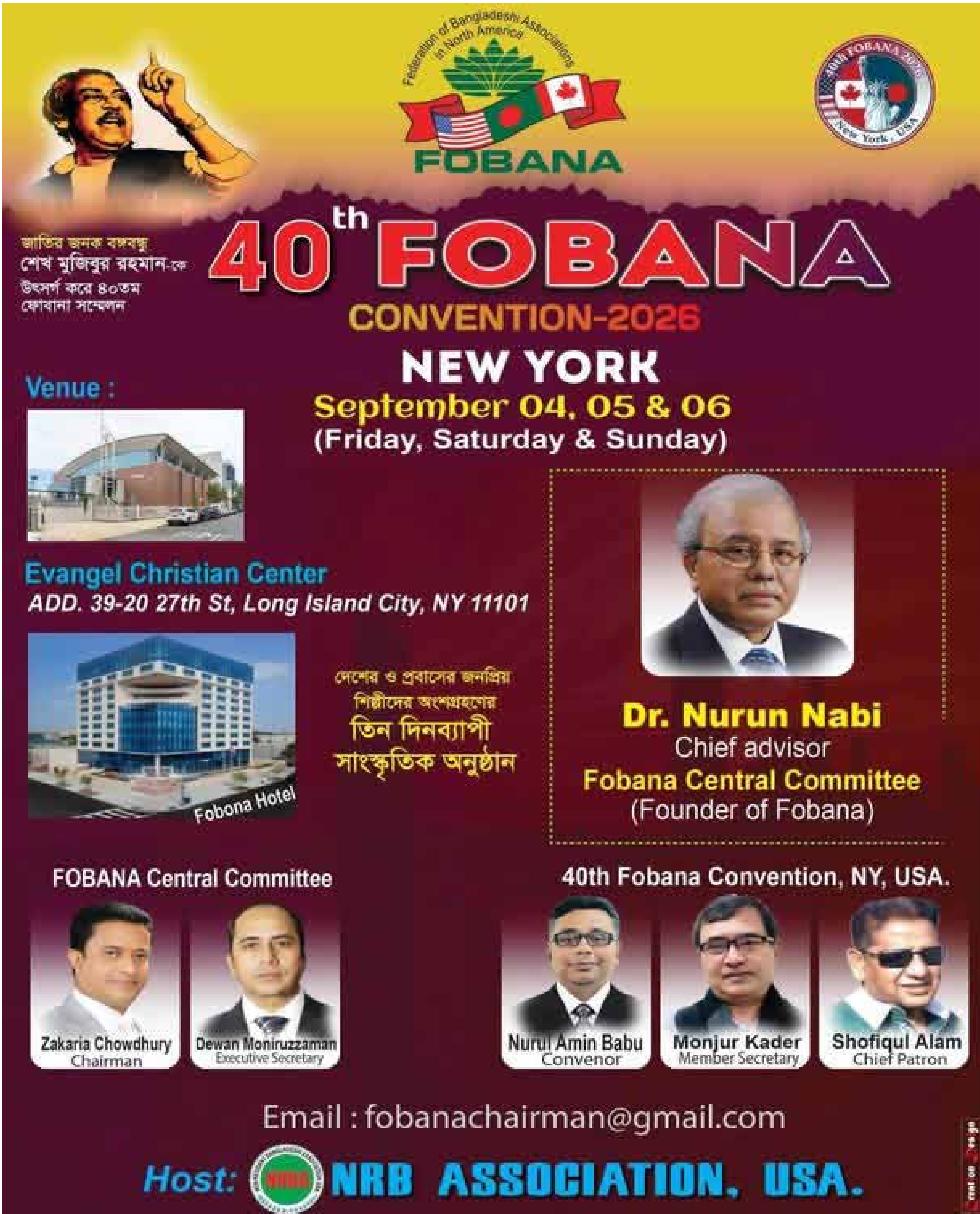

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
40th FOBANA 2026 New York, USA
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান-কে
উৎসর্গ করে ৪০তম
ফোবানা সম্মেলন
40th FOBANA
CONVENTION-2026
NEW YORK
September 04, 05 & 06
(Friday, Saturday & Sunday)
Venue :
Evangel Christian Center
ADD. 39-20 27th St, Long Island City, NY 11101
Fobona Hotel
দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয়
শিল্পীদের অংশগ্রহণের
তিন দিনব্যাপী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Dr. Nurun Nabi
Chief advisor
Fobana Central Committee
(Founder of Fobana)
FOBANA Central Committee
Zakaria Chowdhury
Chairman
Dewan Moniruzzaman
Executive Secretary
40th Fobana Convention, NY, USA.
Nurul Amin Babu
Convenor
Monjur Kader
Member Secretary
Shofiqul Alam
Chief Patron
Email : fobanachairman@gmail.com
Host: NRB ASSOCIATION, USA.

# শোপাঁ'র নকটার্ন -পিয়ানোর কবিতা

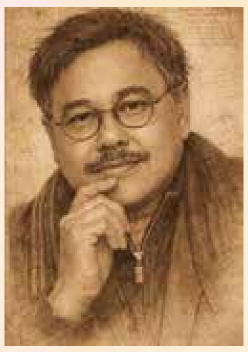

সৈয়দ কামরুল

চন্দ্রালোকে মেলেছে স্বর্গ-সিঁড়ির মতো
গোলাপ-পাপড়ি পা,
আঙুলে স্বনিত শোপাঁ'র নকটার্ন—
পিয়ানোর লিরিক কবিতা।

মায়েস্ত্রোর হাতে চন্দ্রাতপ কর্ড
বিঠোফেনের মুনলাইট সনাটা।
হারমোনি কর্ড যেনো ফুলের তোড়া;
একটা একটা করে আর্পেজিও খুলছে কর্ড
যেমন করে পাপড়ি দল খোলে
পুষ্পকেন্দ্রের নিভৃত সুন্দর।

বোদলেয়র, তোমার
"ক্লেদজ কুসুম",
"To a Red-Haired Beggar Gir"
কতোটুকু নান্দনিক —
কতোটা ভোগের ফ্যান্টাসি
ভিখিরির গতরে কী ফোটে গোলাপ নাকি বাজে শোপাঁ'র নকটার্ন?
নেরুদার প্রেয়সী কী শুধুই কামজ্বর — গতরের তোলপাড়?
পাজ এর নারী অপরূপ —
সেখানে থমকে থাকে না
সময়
বহে যায় নিরবধি।

উবু পিঠ থেকে ঋজু পা — হেঁটেছি পৃথিবীর পথ
খুঁজেছি পাজের নারী-কোল,
আধখোলা গোলাপের ইনসমনিয়া—
শোপাঁ'র নকটার্ন — পিয়ানোর কবিতা।
দেহ নয় —দেহ নয় —
দেহের অধিক সে প্রেমের অধিবিদ্যক।
"দ্য সোল অব দ্য রোজ।"

এখানে দুটো ছবি। পিছনের ছবিটি "দ্য সোল অব দ্য রোজ।" ছবিটি এঁকেছে শেষ প্রাক-রাফায়েলাইট শিল্পী জন উইলিয়ম ওয়াটারহাউজ। এটা রোমান্টিকতাবাদ এবং সাহিত্যিক প্রতীকবাদের সংমিশ্রণে গঠিত সংকর ধারার অন্তর্গত। বলা যায়, প্রতীকবাদী নন্দনতত্ব।
নিচের ছবিটি ফেসবুক Reels এর একজন sexualized content creator পোষ্ট করেছে।ছবিটাকে ডিজিটাল চারুকলার প্রতিকৃতি দিতে চেষ্টা করেছি। যাকে বলি, ডিজিটাল চিত্রধর্মী বাস্তববাদ।
ছবির নারী দুজনকে দেখা যাচ্ছে নিমীলিত চোখে প্রীত গোলাপের পাপড়ি ঘ্রাণে মগ্নমন। যেমন করে আমরা আকাশচারী পাখির ডানা ভালোবাসার দুই করতলে জাপটে ধরে, নাকে ঘসে, শুষে নিই পালকে লেগে থাকা নীলিমার নীল আর রোদের ঘ্রাণ।
তারা দুজন "গোলাপ সুন্দরী।" গোলাপ তাদের সৌন্দর্যের প্রতীক। অথবা তারা গোলাপের সিননিম।
বোদলেয়র, নেরুদা, অক্টাভিও পাজ এর কবিতায় নারী-অবয়বের যৌনায়ন অর্থাৎ eroticization of the female figure ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গিতে বাঙময় হয়েছে।
বোদলেয়ারের কবিতায় নারীকে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেটা নৈতিক দিক থেকে অস্বস্তিকর বলে গণ্য করা হয়। কারণ, সেখানে নারীর দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সাথে কামজ আকাঙ্ক্ষা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। সৌন্দর্য, আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক বৈষম্য এবং নান্দনিক মুগ্ধতার সেই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াই 'আ উন মঁদিয়ান্ত' (À une mendiante) বা "To a Red-Haired Beggar Girl" কবিতাটি "লে ফ্লার দ্যু মাল" কাব্যগ্রন্থের একটি।
নেরুদার কবিতায় প্রেয়সীর দেহ উদ্‌যাপিত হয় ইন্দ্রিয়সুখের প্রাচুর্যে ভরপুর এক বিস্তৃত ভূদৃশ্য (ল্যান্ডস্কেপ) হিসেবে। তার রতিচেতনা অধিকতর ইতিবাচক। যদিও তাঁর কোনো কোনো রচনায় নারীকে 'বস্তু' (objectification) হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তবুও তাঁর ওভরা (oeuvre) জুড়ে যে আবেগঘন আবহ সামাজিক অসমতার পরিবর্তে পারস্পরিক আবেগের তীব্রতাকেই তুলে ধরে। তাঁর কবিতায় শুধু কামজ্বর নয়; বরং প্রেমের আর্তি বাঙময়। যেমন "I want to do with you what spring does with the cherry trees."
অক্টাভিও পাজের কবিতায় eroticism শরীরের নয়, শরীর অতিক্রমের; নারীর দেহ তাঁর কবিতায় সেই অভিকর্ষ, যেখানে প্রেম, সময় এবং অস্তিত্ব এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। নিরবধি হয়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।
নারী শুধু একজন মানুষ নন; বরং এমন এক প্রতীকী সত্তা, যার মধ্য দিয়ে কবি নিজের আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও অস্তিত্ববোধকে অন্বেষণ করেন।
এই তিনজন মহান কবির কাব্যিক ইরোটিসিজমের যে ভিন্নতা, তার পাশাপাশি নারী সৌন্দর্য, নারীপ্রেম ও কামজ ভাবনাকে যাচাই করতে গিয়ে নিজের কাছে জানতে চাই, নারীর কাছে কী যাচ্ঞা আমার?
অনায়াস উত্তর মেলে, অক্টাভিও পাজ এর নারীকে খুঁজেছি জীবনভর।
স্নিগ্ধতনু, তোমাকে বলেছি, যৌনায়নে sapiosexuality আমাকে টানে। বিশ্বাস করি, ঝাঁপিয়ে পড়া কখনোই হতে পারে না যৌনায়ন — না কবিতায়, না বিছানায়। অন্ততঃ একজন কবির কাছে কখনোই সেটা হতে পারে না।
বোদলেয়র আধুনিক কবিতার জনক হলেও তার কবিতায় যে ইরেটিসিজম, তাকে ইথিকসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। যেমন তিনি নিজে প্যারীর আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। অশ্লীলতার দায়ে তার ছয়টি কবিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রায় একশ বছর সেই কবিতাগুলো নিষিদ্ধ ছিল। তবে তার কবিতার পক্ষে বলা যায় তিনি বলতে চেয়েছিলেন, শিল্পে পাপের চিত্রায়ন করা হয়; পাপের সমর্থন নয়।
"গোলাপ-সুন্দরী" নামটি নিয়েছি কমলকুমার মজুমদারের একটি বড়গল্পের নাম থেকে। এই নামের ভেতর নান্দনিক সংবেদনশীলতা গভীরভাবে জড়িত। গোলাপ সুন্দরী নামটির মধ্যে অনুপম নান্দনিকতার সূক্ষ্ম বুনন ছড়িয়ে আছে। এই নামের মধ্যে কমলকুমার নির্মাণ করেছেন বহুস্তরীয় নান্দনিকতা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা। গোলাপ, সৌন্দর্যের প্রতীক, যৌগিক অনুষঙ্গের প্রতীক যার মধ্যে রয়েছে আকর্ষণ, যন্ত্রণা, কামনা, ক্ষয় এবং ক্ষণস্থায়িত্ব — (এডমন্ড স্পেন্সর এর "deflower"ও যিনোফন এর বয়ানে সক্রেটিসের ক্লিশে, "short-lived tyranny.")
"গোলাপ-সুন্দরী" বাস্তব নারী নয়, বরং নান্দনিক আদর্শ। আমাদের মধ্যে কেউ একজন উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়া "গোলাপ

সুন্দরী" শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিল। সে সম্ভবতঃ রাইনের মারিয়া রিলকের প্রাণেশ্বরী লু আন্দ্রেয়াস সালোমে'র চারুরূপশ্রী বর্ণনা করতে গিয়ে উপমা হিসেবে সেটা ব্যবহার করেছিল।
কিন্তু কমলকুমার "গোলাপ-সুন্দরী"কে "গোলাপের মতো সুন্দর নারী" বলেননি; বরং তিনি এমন এক নারীর কথা বলেছেন যার মধ্যে রয়েছে গোলাপের জন্য আমাদের আরাধ্য আকাঙ্ক্ষা, ক্ষণকালীনতা (fleeting beauty) ও সুন্দরের অধরারূপ।
"গোলাপ-সুন্দরী" এমন এক সৌন্দর্যচেতনার নাম, যেখানে নারী, প্রকৃতি এবং শিল্প একাকার হয়ে যায়।
শহীদ কাদরীর কাছে নারী এক সঙ্গীত। কাদরীর "এ-ও সঙ্গীত" কবিতার এই লাইনগুলো নারী শরীরের সঙ্গীতময়তাকে স্বনিত করেছে,
"কারুকাজ-ভরা শাড়ির ভেতর থেকে
তোমার নগ্নতা কোন—কোন রাত্রে জ্বলজ্বলে সরোদের মতো
উন্মোচিত হয়, জলদ-গম্ভীর কিছু ঝংকার আমার
শোণিতে, শিরায় অনুভব করি— এও তো সঙ্গীত।"
কাদরীর এই সাঙ্গীতিক পঙক্তি তাঁর প্রিয়তমা কবি ও লেখক নাজমুন নেছা পিয়ারির ভুবনমোহিনী সুন্দরের কাব্যিক চিত্রায়ন।
কাদরীর কবিতাটি পাজ এর কবিতার কাছাকাছি কিন্তু নেরুদা ও বোদলেয়রের মতো দেহজ নয়। এটাকে কবিতায় বলে aesthetic eroticism, সৌন্দর্য নির্ভর ইরোটিসিজম বা লিরিক্যাল ইরোটিসিজম। আবৃত ইরোটিসিজম।
কবিতায় যৌনায়ন সঙ্গীত ও ফুলের সৌন্দর্যের সিন্থেসিস।
নিরমলেন্দু গুণের সরাসরি উচ্চার, নারীর স্তনাগ্র চূড়ায় আমার পৃথিবী স্থির — পঙক্তি শিল্পীত নয়।
পাতটীকাঃ শোপাঁর নকটার্ন — শোপাঁ (Chopin) রচিত পিয়ানোর রাত্রিসঙ্গীত বা Nocturne — নকটার্ন।
ফ্রেদারিক শপাঁ (Frédéric Chopin) ছিলেন সর্বকালের সেরা virtuoso pianist.
Nocturne (নকটার্ন) অর্থ রাত্রিসংগীত—রাতের অন্তরঙ্গ আবেগের সুররচনা।
সংগীতে শোপাঁর পিয়ানো নকটার্নগুলো বিশেষভাবে বিখ্যাত।
শোপাঁ রচিত নকটার্ন বা পিয়ানো সঙ্গীতের সুর, আবেগ, ছন্দ ও সৌন্দর্য এতটাই কাব্যিক যে তা যেন শব্দে লেখা কবিতার পরিবর্তে পিয়ানোর ভাষায় লেখা কবিতা।
যাকে বলা হয় শপাঁ'র নকটার্ন বা পিয়ানোর কবিতা। রাত্রিসঙ্গীত বা নিশীথের গীত — চন্দ্রালোকে ভেসে ওঠা পিয়ানোর লিরিক কবিতার ডানায় পিয়ানোর সুর।

Let's go to
DHAKA
USA ⇆ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 718-721-2012...
Call now

# সহিংস দাম্পত্য সম্পর্ক: একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, এ ধারণা ভুল

শাহানা হুদা রঞ্জনা

শুধুমাত্র সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সম্পর্কে থেকে যাওয়া নারী-পুরুষ দুজনের জন্যই আরও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে। এরকম অসংখ্য ঘটনা আমরা দেখছি, খবরে পড়ছি। এই সম্পর্কগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা নাই বা ভালো সম্পর্কও নাই, কিন্তু আছে অবিশ্বাস, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও ঝগড়াঝাঁটি। এরপরও কোনোভাবে সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

দেখা যায়, এই গ্রুপের যারা, তারা সম্পূর্ণ নিরানন্দ একটি জীবন কাটিয়ে যান, অথবা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেকে এই বিষাক্ত সম্পর্কের মধ্যেই থেকে যান। যেকোনো কারণেই হোক, যারা থেকে যান, তারা ক্রমশ বিষণ্ন ও হতাশ হয়ে পড়েন, আত্মহত্যা করেন অথবা সঙ্গীর হাতে নিহত হন। স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন এবং স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন হওয়ার ঘটনা সবসময় ঘটছে। অথচ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের উচিত নিজের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

অনেকেই, বিশেষ করে নারী, বিভিন্ন কারণে নিজের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন না। কিছুদিন আগে ঢাকার দক্ষিণখানে নিজ বাসায় নিহত হন নারী দন্তচিকিৎসক সারাহ রোকসানা পিনু। প্রথমদিকে ডাকাতি বা লুটপাট বলে মনে হলেও পরে অভিযোগ ওঠে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে নিহতের স্বামী জড়িত। স্বামী সোহেল রানা এখন পুলিশি হেফাজতে। এই দম্পতির দুটি ছোট বাচ্চা রয়েছে। পিনুর ভয় ছিল যেকোনো সময় তার স্বামী তাকে মেরে ফেলতে পারে। এমন কথা নিহতের বোন বলেছেন।

যদি মৃত্যুর আশংকাই ছিল, যদি বোঝা যাচ্ছিল এই সম্পর্কে ঝুঁকি আছে, তাহলে কেন একজন ডাক্তার হওয়ার পরেও পিনু সংসার থেকে বের হয়ে এলেন না? নিরাপদে সরে আসার সুযোগ কি ছিল না? তাহলে তো আজ তার দুই সন্তানকে অকালে মাতৃহারা হতে হতো না। যে সংসার ও সন্তানের জন্য উনি মুখ বুজে সব সহ্য করে নিয়েছিলেন, সেই সংসার ও সন্তান ছেড়ে তাকে চলে যেতে হলো।

পিনুর পরিবারের দাবি, তারা শুরু থেকেই সোহেলকে সন্দেহ করেছিলেন। পিনু প্রায়ই ফোন করে বলতেন, স্বামীর পরকীয়া, নিয়ন্ত্রণকামী আচরণ এবং নানা মানসিক নির্যাতনের কারণে তিনি খুব অসহায় বোধ করতেন। পিনুকে চাকরি করতেও বাধা দেওয়া হতো। স্বামীর আচরণে তিনি আতঙ্কিত ছিলেন।

পিনু বা পিনুর মতো অসংখ্য নারী এই ধরনের সম্পর্ক থেকে যে বের হতে পারেন না, এর অন্যতম কারণ ট্রমা বন্ড বা আতঙ্কজনক সম্পর্ক। এটা এমন একটি মানসিক বন্ধন যেখানে ভয়, নির্যাতন এবং কিছু ভালোবাসা ও স্নেহ একসঙ্গে মিশে যায়। এ কারণেই বাইরে থেকে সম্পর্কটি ক্ষতিকর মনে হলেও, ভুক্তভোগীর জন্য তা ছেড়ে বেরিয়ে আসা অনেক খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এটি সাধারণত প্রেম, বিয়ে, বা অন্য যেকোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

নিপীড়ণকারী ব্যক্তি ভালোবাসে, আদর করে, ঝগড়ার পর খুব ভালো ব্যবহার করে এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমাও চায়। পরে আবার অপমান করে, হুমকি দেয়, এমনকি মারধর ও মানসিক নির্যাতন করে। কিছুদিন পর পর একই আচরণ ফিরে ফিরে আসে।

এই ওঠানামার কারণে ভুক্তভোগীর মস্তিষ্কে ও মনে হঠাৎ বা অনিশ্চিত পুরস্কার পাওয়ার একটি আশা তৈরি হয়। সে আশা করতে থাকে, এবার হয়তো সত্যিই নির্যাতনকারী মানুষটি বদলে যাবে। তার এই আশাই সম্পর্কটি থেকে বেরিয়ে আসাকে কঠিন করে তুলতে পারে।

অনিয়মিত বা হঠাৎ পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে আচরণবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। মানুষের মস্তিষ্ক অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভালো কিছুর অপেক্ষায় থাকে। এই কারণেই অনেক ক্ষতিকর সম্পর্ক থেকেও মানুষ বের হতে পারে না। ভালো ফলাফলটা ঠিক কখন আসবে তা অনিশ্চিত থাকায় মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

এটা পড়াশোনা, খেলা, ভালো কাজের ক্ষেত্রে হলে ক্ষতিকর নয়। যখন এটি নিয়ন্ত্রণ, প্রতারণা বা নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তা মানুষের ওপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে এবং ক্ষতিকর সম্পর্ক দীর্ঘায়িত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

*বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# যুক্তরাষ্ট্রে মামদানি-সাইয়েদ কি মধ্যপন্থীদের মনে ভয় ধরালেন

নাসরিন মালিক

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের সিনেট প্রাইমারিতে আবদুল এল-সাইয়েদের জয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি একজন মুসলিম অভিবাসী পরিবারের সন্তান। তিনি প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতির প্রায় সব প্রচলিত ধারা থেকে আলাদা অবস্থান নিয়েছেন।

এই জয় শুধু সাইয়েদের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। এটি মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদদের সেই আত্মতুষ্ট ভাবনাকেও চ্যালেঞ্জ করেছে, যেখানে তাঁরা মনে করতেন প্রগতিশীলদের সাফল্য সীমিত এবং সাময়িক। আগে তাঁরা জোহরান মামদানির মতো নেতাদের উদাহরণ দিয়ে বলতেন, এগুলো বড় শহরের ঘটনা, জাতীয় রাজনীতিতে এর প্রভাব কম। কিন্তু এখন এল-সাইয়েদের জয় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে হয়েছে, যা কিনা প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন প্রক্রিয়ারও অংশ।

এই সাফল্য অনেকের কাছে আশার বার্তা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও যারা শক্তিশালী বামপন্থী রাজনীতির উত্থান দেখতে চান, তাঁরা এটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন।

এল-সাইয়েদের জয় ঠেকাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিপুল অর্থ খরচ করা হয়েছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হেইলি স্টিভেন্স তাঁকে নয় গুণের বেশি খরচে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটি ছিল ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস প্রাইমারির ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন। শেভরন ও ফিলিপ মরিসের মতো বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান এল সাইয়েদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৬ কোটি ডলারের বেশি অর্থ দেয়। এর প্রায় অর্ধেক আসে আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (আইপ্যাক) সমর্থিত একটি সুপার প্যাক থেকে।

এই জয়ের প্রতীকী গুরুত্বও বড়। এটি দেখায় যে করপোরেট শক্তি ও বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব ভাঙা সম্ভব। এতে বোঝা যায় ভোটাররা এখন বুঝতে শুরু করেছে যে তাদের গণতন্ত্র অনেকাংশে দখল হয়ে গেছে। আগে যে বিষয়গুলো একজন প্রার্থীকে দুর্বল করত (যেমন অভিজ্ঞতার অভাব বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থন না থাকা), এখন তা উল্টো ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এতে প্রার্থীকে ব্যয়বহুল স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসীদের প্রতি কঠোরতা এবং অর্থ অপচয়ের রাজনীতির বাইরে থাকা সৎ ও পরিষ্কার ভাবমূর্তির লোক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

এই নির্বাচনে ইসরায়েল একটি বড় ইস্যু ছিল। তবে দুই পক্ষের বক্তব্যে পার্থক্য ছিল। এল-সাইয়েদের সমালোচকেরা বারবার ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকার নিয়ে কথা বলছিলেন; অথচ এটি সাধারণ ভোটারের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এল-সাইয়েদ বিষয়টিকে ভিন্নভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রশ্নটি ইসরায়েলের অস্তিত্ব নয়, বরং প্রশ্ন হলো, কেন সেখানে আমেরিকার করের অর্থ ব্যয় হবে। তাঁর এই অবস্থান ছিল স্পষ্ট এবং অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য।

তবে এই জয় এখনো প্রমাণ করে না যে প্রগতিশীলদের এই সাফল্য সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনীতিকেরা যে একই ফল আনতে পারবেন, তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দীর্ঘদিন ধরেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল। তবে নতুন প্রগতিশীল নেতারা সমাধান দিতে পারে বলে মনে হলেও তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যেই তাদের আক্রমণ করা শুরু করেছে। ট্রাম্প তাদের মতো নেতাদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন, এই উদারপন্থীরা দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যপন্থীরাও তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। থার্ড ওয়ে নামে একটি মধ্যপন্থী গোষ্ঠী ইতিমধ্যে কোটি কোটি ডলার খরচ করে প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। তাদের দাবি, যদি এই ধারা প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন পর্যন্ত যায়, তবে এমন প্রার্থী আসবেন যিনি রিপাবলিকানদের কাছে পরাজিত হবেন। যদিও অতীতে মধ্যপন্থী প্রার্থীরাও ট্রাম্পের কাছে হেরেছেন।

সমস্যা হলো, যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিশীলদের খুব সহজেই চরমপন্থী বলে দেখানো হয়। এমনকি অনেকে মনে করেন, ট্রাম্প কমলা

*বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

## কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

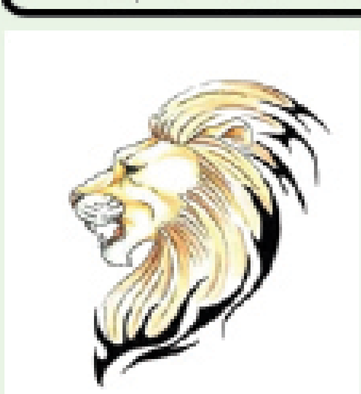

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

# মক্কা জোট, জাজান হামলায় প্রথম ধাক্কা এবং বাংলাদেশের স্বার্থ

মো. সাহাবুল হক

যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই অনুষ্ঠানে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান (বাঁয়ে), সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (মাঝে) ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ৭ আগস্ট ২০২৬, মক্কাছবি: তুর্কি প্রেসিডেন্ট কার্যালয়

৭ আগস্ট সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান মক্কায় একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মাত্র দুই দিন পর ৯ আগস্ট ইয়েমেনের হুতিরা সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জাজান এলাকায় আরামকো তেল শোধনাগারে ড্রোন হামলা চালায়।

আগুন নেভানো গেলেও এ হামলা একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছেড়এই হামলাকে কি এখন তুরস্ক ও পাকিস্তানের ওপরও হামলা হিসেবে ধরা হবে? কারণ, নতুন চুক্তির মূল কথা হলো, তিন দেশের কোনো একটিতে সশস্ত্র হামলা হলে সেটি তিনটির ওপরই হামলা বলে গণ্য হবে।

অনেকেই এই জোটকে ‘ইসলামিক ন্যাটো’ নামে ডাকতে শুরু করেছেন। তবে বাস্তবতা হলো, এটি এখনো ন্যাটোর মতো শক্তিশালী কোনো সামরিক জোট নয়। ন্যাটোর মতো এর নিজস্ব কোনো স্থায়ী সেনা কমান্ড, যৌথ গোয়েন্দা কাঠামো বা পরীক্ষিত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এখনো তৈরি হয়নি। এখন পর্যন্ত এটি মূলত একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার, যার সামরিক নিয়মকানুন এখনো স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে জাজান হামলার পর তুরস্ক ও পাকিস্তান ঠিক কী ধরনের সহায়তা দেবে, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে।

তিন দেশের স্বার্থ কি এক

এই চুক্তির সময় কিন্তু মোটেও আকস্মিক নয়। ২০২৩ সাল থেকে গাজা, লেবানন, সিরিয়া ও লোহিত সাগরের সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যখন ইরানে আক্রমণ করে, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়। ইরান ও তার মিত্রদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা উপসাগরীয় দেশগুলোর তেল-গ্যাসের স্থাপনাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। হরমুজ প্রণালি ও লোহিত সাগরের নৌপথও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতায় তিন দেশ একই ঢিলে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে।

সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিরাপত্তা নির্ভরশীল ছিল। এখন তারা সেই নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিকল্প অংশীদার তৈরি করতে চায়। তারা এই জোটে দিতে পারে প্রচুর অর্থ, জ্বালানি প্রভাব ও রাজনৈতিক মর্যাদা।

তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য হলেও তারা নিজেদের একটি স্বাধীন আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চায়। তারা এই জোটে আনতে পারে তাদের ড্রোন প্রযুক্তি, যুদ্ধজাহাজ, ইলেকট্রনিক যুদ্ধপ্রযুক্তি ও ন্যাটোর অভিজ্ঞতা।

পাকিস্তান চায় তাদের সামরিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থায়ন ও কূটনৈতিক সমর্থন নেওয়া। পাকিস্তানের আছে বড় ও যুদ্ধ-পরীক্ষিত সেনাবাহিনী। আর তিন সদস্যের মধ্যে পাকিস্তানই একমাত্র পারমাণবিক শক্তি।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে সৌদি আরব সামরিক খাতে খরচ করেছে ৮৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, তুরস্ক ৩০ বিলিয়ন ও পাকিস্তান ১১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। তিন দেশের সম্মিলিত সামরিক ব্যয় দাঁড়ায় ১২৫ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের একটি বড় অংশ।

তবে এখানে একটা বড় সতর্কতা আছে। পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি আছে, কিন্তু নতুন এই মক্কা চুক্তির আওতায় পাকিস্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৌদি আরব বা তুরস্ককে পারমাণবিক সুরক্ষা দেবেড়এমন কোনো প্রকাশিত অঙ্গীকার নেই। রয়টার্সের এক অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, সৌদি আরবে প্রায় ৮ হাজার পাকিস্তানি সেনা, ১৬টি জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান এবং ড্রোন মোতায়েন আছে (রয়টার্স, ১৯ মে ২০২৬)। কিন্তু এটি পুরোনো সৌদি-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থার অংশ, ৭ আগস্টের মক্কা চুক্তির ফল নয়। এই দুটি বিষয়কে এক করে দেখা বিভ্রান্তিকর।

জাজান হামলাই প্রথম বাস্তব পরীক্ষা

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান এই চুক্তিকে ন্যাটোর অনুচ্ছেদ ৫-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, এখানে মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি ও সৌদিভিত্তিক স্থায়ী সচিবালয় গঠন করা হবে। এমনকি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

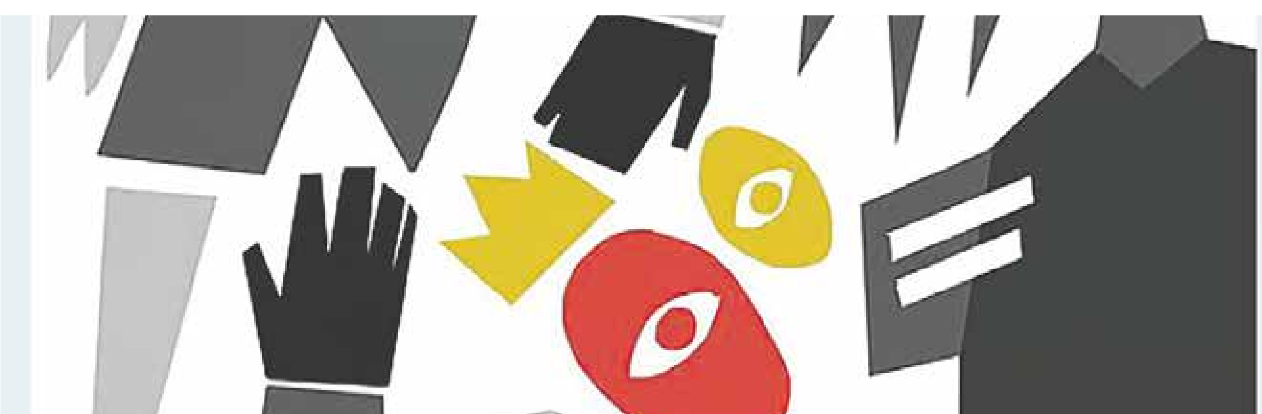

# প্রবাসী বাংলাদেশি: উদার সমাজে থেকেও কেন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে

জালালউদ্দিন শিকদার

গত ২৩ জুলাই সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের একটি ছোট ঘটনা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সারা দেশে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। পিটাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিউটি রানী পাল নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি রিল প্রকাশ করেন। পরে তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী এক বাংলাদেশি সেই রিল নেতিবাচক ক্যাপশন দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ একই গানের সঙ্গে রিল প্রকাশ করে তাঁর প্রতি সংহতি জানান। (প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০২৬)।

এই ঘটনা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ঘটনাটি আমাকে অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে একজন প্রবাসী বাংলাদেশি কেন একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে এত আগ্রহ দেখালেন?

শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতে চাই। এই লেখা সব প্রবাসী বাংলাদেশিকে নিয়ে নয়। লাখ লাখ প্রবাসী কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। আমার প্রশ্ন তাঁদের নিয়ে নয়। আমার প্রশ্ন হলো, ইউরোপ বা আমেরিকার মতো আধুনিক ও উদার সমাজে দীর্ঘদিন বসবাস করার পরও কেন কিছু বাংলাদেশি দেশের মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বা সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অনুভব করেন?

এই প্রশ্ন উঠল কেন

এই প্রশ্ন হঠাৎ করে আসেনি। ২০০৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে আমার ধারণা ছিল, মানুষ বিদেশে যায় উচ্চশিক্ষা কিংবা কর্মসংস্থানের জন্য। আমার মাস্টার্স গবেষণার একটি অংশ ছিল যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশি পরিবার নিয়ে। দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, কেউ বাংলাদেশের সঙ্গে প্রায় সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে। আবার কেউ বহু বছর বিদেশে থাকার পরও বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজ ও ধর্মের বিষয় গভীর আবেগ নিয়ে কথা বলছে। পরে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করার সময়ও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে।

দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটে (রামরু) কাজ করার সুযোগ হয়। তখন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি যৌথ গবেষণায় কাজ করছিলাম। সেই সময় ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কেটি গার্ডনার একটি সেমিনারে বলেছিলেন, একজন মানুষ বিদেশে গেলে শুধু তিনি একা যান না; তাঁর সঙ্গে যায় পরিবার, স্মৃতি, গ্রামের টান, ধর্মীয় চর্চা এবং নিজের পরিচয়ও। তাই বিদেশে থাকলেও অনেকের মন থেকে নিজের দেশের টান কখনো পুরোপুরি মুছে যায় না। কথাটি তখন শুনেছিলাম, কিন্তু আজ মনে হয়, এর ভেতরে আরও গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে।

গবেষণা কী বলে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষকেরাও বহু বছর ধরে একই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী পেগি লেভিট তাঁর বই দ্য ট্রান্সন্যাশনাল ভিলেজার্স-এ বলেছেন, প্রবাসীরা শুধু টাকা দেশে পাঠান না; তাঁরা নতুন চিন্তা, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতাও নিয়ে আসেন, যাকে তিনি ‘সোশ্যাল রেমিট্যান্স’ নামে অভিহিত করেছেন। আগে এসব ভাবনা ছড়িয়ে পড়ত চিঠি, টেলিফোন বা ছুটিতে দেশে ফেরার মাধ্যমে। এখন একটি ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব ভিডিও বা লাইভে কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাখো মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

নরওয়ের মনোবিজ্ঞানী ডেভিড এল স্যাম এবং কানাডার মনোবিজ্ঞানী জন ডব্লিউ বেরি তাঁদের সম্পাদিত বই দ্য কেমব্রিজ হ্যান্ডবুক অব অ্যাকালচারেশন সাইকোলজিতে দেখিয়েছেন, নতুন দেশে গিয়ে সবাই একইভাবে মানিয়ে নেন না। কেউ নতুন সমাজের সঙ্গে সহজেই মিশে যান; কেউ নিজের ভাষা, ধর্ম আর সংস্কৃতিকে আরও শক্ত করে ধরে রাখেন। আবার অনেকের মধ্যে দুটিরই মিশ্রণ দেখা যায়।

এই গবেষণাগুলো থেকে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশে আমরা এখনো অভিবাসনকে মূলত রেমিট্যান্সের হিসাবেই দেখি। কত মানুষ বিদেশে গেলেন বা কত টাকা পাঠালেন, এই আলোচনা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

# সদস্য তালিকার তথ্য যাচাই, সংশোধনীর জরুরি বিজ্ঞপ্তি

শেষ তারিখ : **১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬** ◆ সময় : **বিকাল ৫টা পর্যন্ত**
স্থান : **বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন,** 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গত ৩০ জুন সদস্য নিবন্ধনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব সদস্য তাঁদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট (https://member-service.bangladeshsocietyinc.com/membership/status) অথবা সোসাইটির অফিসে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্য সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নিন।

**বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন:**

সদস্যের নাম/নামের বানান, জন্ম সাল, বর্তমান ঠিকানা / ZIP Code ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

Scan to Login

**অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:**

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একাধিক ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সদস্যের নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত ঠিকানা ও ZIP Code-এর ভিত্তিতেই ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে। তাই ঠিকানা ও ZIP Code-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

এছাড়াও, যদি কোনো সদস্যের বৈধ সদস্যপদ প্রকাশিত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন: রসিদ) দাখিল করে তাঁর সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যদি প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়সীমা (১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা) অতিক্রান্ত হওয়ার পর সদস্য তালিকায় কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে, নির্বাচন দিনে সদস্য তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, ZIP Code, সদস্যপদ বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরোধক্রমে

**আতাউর রহমান সেলিম**
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

**মোহাম্মদ আলী**
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

**মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান** *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাসান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

# অতিরিক্ত মানসিক চাপ যেভাবে হার্টের ক্ষতি করে

পরিচয় ডেস্ক: ক্রমাগত দুঃখবোধ করা এবং নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে না পারলে হার্টের ক্ষতি হতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ কীভাবে হার্টের ওপর প্রভাব ফেলে জেনে নিন।
মানসিক চাপ কমাতে ওয়ার্ক লাইফ এবং ফ্যামিলি লাইফ এর মধ্যে বালেন্স করা জরুরি। কীভাবে এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা যায় সেই বিষয়ে একজন ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজিস্টের পরামর্শ নিতে পারেন।

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

## কান্না করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে

পরিচয় ডেস্ক: একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি মাসে একজন নারী পাঁচবার কাঁদেন আর একজন পুরুষ একবার কাঁদেন। কান্না আবেগ প্রকাশের ভাষা। মানুষ যদি না কাঁদতো আবেগগুলো চাপা থেকে অনেক রোগের জন্ম দিতো। কান্নার বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। চোখ পরিষ্কার হয়: কান্নার সময় চোখ থেকে পানি বের হয়। ফলে চোখের মণি আর চোখের পাতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়। কান্না চোখকে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে।
ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণু দূর হয়: চোখের পানিতে থাকে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান। যা চোখে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দূর করে। প্রতিদিন আমাদের চোখে যে ময়লা জমা হয় এগুলো চোখে স্থায়ী হলে অনেক ক্ষতি করতে পারে। চোখের পানিতে আছে আইসোজাইম। যা ৫-১০ মিনিটে চোখে বাসা বাঁধা ৯০-৯৫ শতাংশ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে।
মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকে: মনোবিদরা বলেন, কান্না করলে মন হালকা হয়। তাই কান্না পেলে আটকাতে হয় না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা সহজে চোখের পানি ফেলতে পারেন, তারা অবসাদ খুব ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারেন।
মাথা যন্ত্রণা কমে: কান্না করলে অতিরিক্ত অঞ্ঈঐ হরমোন বের হয়ে যায় এবং কর্টিসোলের পরিমাণ কমে। এর ফলে মানসিক চাপ কমে যায়। কান্নার সময় শরীরে লিউসিন এনফোলিন হরমোন নিঃসৃত হয়। এটি ব্যথা কমায় এবং মন ভালো করে দেয়। ঘুম ভালো হয়: ২০১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কান্নার সময় শরীরে এমন কিছু হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়, যার প্রভাবে তাড়াতাড়ি ঘুম আছে। এবং ঘুম ভালো হয়। তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

## ১০ মিনিট হাসলে যেসব উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: মনোবিদ অ্যানি বাড়ে এর মতে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে ১০ থেকে ১২ বার হাসেন। আর একটি শিশু সারাদিনে কমপক্ষে ১০০ বার হাসে।
শিশুরা মন থেকে হাসে আর বড়রা হাসতে গেলে পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে ভাবতে শুরু করে।- কিন্তু একজন প্রাপ্ত বয়ষ্ক মানুষ যদি মন থেকে হাসে তাহলে সুখ, আনন্দ আর সুস্থতা পেতে পারে। চিকিৎসকেরা বলেন, হাসির মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো যায়। হাসলে রক্তচাপ ঠিক থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, কেউ যদি দিনে ১০ মিনিট মন খুলে হাসে তাহলে তার স্নায়ুবিক সমস্যা দূর হতে পারে। হাসলে আরও অনেক উপকার পেতে পারেন।
মনসিক সুস্থতা: প্রাণখুলে হাসলে মানসিক চাপ কমে। ফলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর হয়। চিকিৎসকেরা বলেন, হাসলে 'স্ট্রেস হরমোন' কর্টিসোল ও এপিনেফ্রিনের ক্ষরণ অনেকাংশে কমে যায়। বদলে সুখী হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে। ফলে মানসিক চাপ স্বাভাবিক নিয়মেই কমে আসে। মানসিক সুস্থতা বাড়ে।

## অ্যান্টিবায়েটিক সেবনে অনিয়ম ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যখাতে নতুন এক অশনি সংকেত অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স। অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল ড্রাগ এমন এক ধরণের ওষুধ যা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই ওষুধ মানুষ বা পশুর দেহে প্রয়োগ করলে এটি শরীরের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে বা এর বংশবিস্তার রোধের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করে। তাই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে অ্যান্টিবায়োটিককে
চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক আশীর্বাদ বলা যায়। কিন্তু সেই অ্যান্টিবায়োটিক সঠিক উপায়ে প্রয়োগ না করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।
যদি কারো শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজনিত রোগ হয় এবং সেই রোগ নিরাময়ে কেউ যদি চিকিৎসকের পরামর্শমত সঠিক পরিমাণে এবং পর্যাপ্ত সময় ধরে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ না করেন তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে উল্টো আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। তখন এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ওই অ্যান্টিবায়োটিক পরে আর কাজ করে না। অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরেও ব্যাকটেরিয়ার এই টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জনকেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলা হয়।
অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের সময় কিছু সতর্কতা মেনে চললে অ্যান্টিবায়েটিক রেজিস্ট্যান্সের হাতথেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব-
১. ডায়রিয়া বা পেট খারাপ হলেই অনেকে মেট্রোনিডাজল কিংবা অ্যাজিথে্রামাইসিনজাতীয় ওষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) সেবন করে ফেলেন। অথচ বেশির ভাগ ডায়রিয়া এমনিতেই সেরে যায়। বরং ডায়রিয়া রোগীর পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণে বারবার ওরস্যালাইন দিতে হবে।

# রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায় যে ফল, জানালেন গবেষকেরা

পরিচয় ডেস্ক: ভিন্ন ধরনের ফলমূল দেহের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। এসব ফলের মধ্যে ব্লুবেরি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, দৈনিক অল্প কিছু ব্লুবেরী খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কারণ এটি রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
ব্লুবেরির পাশাপাশি স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি, ব্ল্যাকবেরি ও চেরির মতো বেরিজাতীয় ফলে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও ফাইবার রয়েছে। ফলগুলোর এসব বৈশিষ্ট্য রোগ প্রতিরোধে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।
ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস নিউট্রিশন সংস্থার জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, ব্লুবেরি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ধমনীর দৃঢ়তা এবং অ্যানডোথেলিয়াল ফাংশন (রক্তনালিগুলো ঘিরে থাকা কোষের একটি স্তর, যা রক্তপ্রবাহ এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যুগুলোরর মধ্যে আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে) উন্নত করতে সাহায্য করে।
আবার ২০২১ সালে প্রকাশিত 'নিউট্রিয়েন্টস' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়, ব্লুবেরি রক্তের গ্লুকোজ বা শর্করা পরিচালনা এবং ইনসুলিন স্তর উন্নত করতে সাহায্য করে।
এই গবেষণায় আরও বলা হয়, যাঁরা ১২ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন অর্ধেক কাপ ব্লুবেরি খেয়েছেন, তাঁদের দ্রুত শেখার ক্ষমতাসহ বিভিন্ন নির্বাহী কার্যক্রমে (যেমন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা, মনোযোগ, কাজ পরিচালনা ইত্যাদি) উন্নতি হয়েছে।
গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা ব্লুবেরি খেয়েছেন, তাঁরা দৈনন্দিন কাজে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি হয়।
আরেকটি গবেষণা 'অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেই গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্লুবেরি ত্বকের ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং ত্বকের খসখসে ভাব কমাতে সাহায্য করে।

# কোন আপেল বেশি স্বাস্থ্যকর?

পরিচয় ডেস্ক: আপেল একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং পুষ্টিকর ফল। এটি সারা বিশ্বে বিভিন্ন প্রকারে পাওয়া যায়, তবে সবুজ এবং লাল আপেল দুটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। আপেলের পুষ্টিগুণ এবং স্বাস্থ্য উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, অনেকেই জানতে চান, সবুজ আপেল বা লাল আপেল কোনটি স্বাস্থ্যগত দিক থেকে বেশি উপকারী। আসুন তাদের পুষ্টিগুণ, উপকারিতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।
সবুজ আপেলের পুষ্টিগুণ
ক্যালোরি এবং শর্করা: সবুজ আপেলে কম শর্করা এবং ক্যালোরি থাকে, যা এটি ডায়েটিং করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য আদর্শ। সাধারণত, একটি সবুজ আপেল প্রায় ৫৫ ক্যালোরি এবং ১৪ গ্রাম শর্করা ধারণ করে।
ভিটামিন সি: সবুজ আপেলে ভিটামিন সি এর পরিমাণ বেশি থাকে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। ভিটামিন সি ত্বক ও চামড়ার জন্যও উপকারি।
ফাইবার: ফাইবারের পরিমাণও উচ্চ, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সাহায্য করে।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: সবুজ আপেলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন কুইসিটিন থাকে, যা হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
লাল আপেলের পুষ্টিগুণ
ক্যালোরি এবং শর্করা: লাল আপলের মধ্যে শর্করা এবং ক্যালোরির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে। সাধারণত, একটি লাল আপেল প্রায় ৭২ ক্যালোরি এবং ১৯ গ্রাম শর্করা ধারণ করে।
এন্টিওক্সিডেন্ট: লাল আপেলে অ্যান্থোসায়ানিন থাকে, যা হৃদয় এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি ইনফ্লেমেশন কমাতেও সহায়ক।
সুগন্ধ: লাল আপেলগুলো সাধারণত মিষ্টি ও সুগন্ধযুক্ত, যা খাদ্যে স্বাদ যোগ করে এবং খাবারকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।
ভিটামিন সি: লাল আপেলে ভিটামিন সি এর পরিমাণও কম নয়, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।
সবুজ আপলের উপকারিতা
ওজন নিয়ন্ত্রণ: কম ক্যালোরি এবং শর্করা থাকার কারণে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। যারা ডায়েটের প্রতি মনোযোগী, তাদের জন্য সবুজ আপেল একটি চমৎকার বিকল্প।
হজমশক্তি বাড়ায়: ফাইবার থাকার কারণে এটি হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সহায়ক।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ার কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য নিরাপদ। এটি রক্তে শর্করার স্তর নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
লাল আপলের উপকারিতা
হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি: অ্যান্থোসায়ানিনের কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এটি শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য: লাল আপেল স্মৃতিশক্তি এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি ন্যুরোলজিক্যাল ডিজিজের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

# বয়স চল্লিশের পর রোজ ডিম খাওয়া কি ভালো

পরিচয় ডেস্ক: ডিম সুস্বাদু আর সহজলভ্য এক খাবার। ছোট এই খাবারে রয়েছে শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ১৩টি পুষ্টিগুণ। ডিম সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে অন্যতম। ডিমকে বলা হয় 'গরিবের প্রোটিন'। আবার টেকসই প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে এর স্থান সবার ওপরে।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা থেকে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাড় ডিমের গুরুত্ব অপরিসীম। যার কারণে সব বয়সেই নিয়মিত ডিম খাওয়ার কথা বলেন পুষ্টিবিদ এবং চিকিৎসকরা।
শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো থেকে শুরু করে ওজন কমানোর ডায়েটেও ডিম রাখা যায়। একটি সিদ্ধ ডিমে প্রোটিনের পরিমাণ ৬ গ্রামের একটু বেশি। পাশাপাশি, এতে থাকে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি। কোলেস্টেরল থাকে প্রায় ২০০ মিলিগ্রাম মতো।
৪০ এর পর প্রতিদিন ডিম খাওয়া কি জরুরি?
বয়স আট হোক বা আশি, শরীর ফিট রাখতে ডিম খাওয়া জরুরি বলে মনে করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু বয়স চল্লিশের পর থেকে রোজ ডিম খাওয়া ঠিক হবে কি না, অনেকেই সেটা বুঝতে পারেন না। চল্লিশের পর রোজ ডিম খাওয়া ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়।
আসলেই কি বয়স ৪০ পার হলে কি রোজ ডিম খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি?
চিকিৎসকেরা বলছেন, বয়স যত বাড়তে থাকে ততই পেশির ক্ষয় শুরু হয়। আর ডিম পেশির ক্ষয় আটকায়। ডিমে যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে, সে কারণে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ হয় ডিম খেলে। তা ছাড়া ডিম অত্যন্ত সহজপাচ্য। এতে লিউসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা পেশি গঠনে অত্যন্ত উপকারী। পাশাপাশি ডিমে থাকে ভিটামিন ডি ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। হৃদ্যন্ত্র ভালো রাখতে এবং স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতেও নিয়ম করে ডিম খাওয়া জরুরি।
আর তাই চল্লিশ পার হলেই কোলেস্টেরলের কথা ভেবে ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল। সম্প্রতি গবেষকরা বলছেন, সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণে ডিম খাওয়া খুব একটা বিপজ্জনক নয়। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে সপ্তাহে তিনটি ডিম খাওয়া যেতে পারে।
তারপরেও কেউ যদি নিশ্চিন্ত হতে না পারেন তাহলে তাঁরা ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে সাদা অংশটি খেতে পারেন। তবে মনে রাখা দরকার, সকলের শরীর সমান নয়। কাজেই কোনও অসুস্থতার লক্ষণ থাকলে বা পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও দ্বিধাবোধ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ডিম খাওয়া উচিত।

# নারিকেল দুধে ইলিশ মাছের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশের যেকোনো পদই খেতে সুস্বাদু। ভাজা, দোপেঁয়াজা তো খাওয়া হয়ই, তবে নারিকেল দুধে ইলিশ মাছের কোরমাও খুবই স্বাদের।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা ১-৩ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, লবণ স্বাদমতো, তেল আধা কাপ, লেবুর রস ১ চা চামচ, নারিকেলের দুধ আধা কাপ, টেস্টিং সল্ট কোয়ার্টার চা চামচ, জায়ফল ও জয়ত্রী গুঁড়া কোয়ার্টার চা চামচ, টক দই আধা কাপ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, এলাচ, দারুচিনি তিনটি করে, কেওড়া জল কোয়ার্টার চা চামচ।

প্রণালি: মাছের টুকরাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে এলাচ, দারুচিনি ভেজে পেঁয়াজ বাটা হালকা ভেজে নিন। এর পর আদা-রসুন বাটা ও জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে ভেজে নিন। এবার দই, কাঁচামরিচ, স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। ইলিশ মাছ দিয়ে নেড়ে নারিকেলের দুধ ও জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো এবং কেওড়া জল দিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট রান্না করে মাছ মাখা মাখা হয়ে এলে লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

# আনারস দিয়ে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশের সঙ্গে যেকোনো ধরনের সবজি দিয়ে রান্না করলেই খেতে সুস্বাদু লাগে। শুধু সবজিই নয়, ইলিশ রান্না করা যায় ফলের সঙ্গেও। আনারস দিয়ে ইলিশ রান্না করেছেন কখনো? এটি অত্যন্ত সুস্বাদু একটি খাবার। গরম ভাত, খিচুড়ি কিংবা পোলাওর সঙ্গে খেতে পারেন এই আনারস দিয়ে ইলিশ।

তৈরি করতে যা লাগবে: ইলিশ মাছ ১টি, পাকা আনারস অর্ধেক, পেঁয়াজকুচি ২টি, কাঁচা মরিচ কুচি ৭-৮টি, হলুদ গুঁড়া ২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, সরিষা বাটা ৩/৪ চা চামচ, চিনি ১ চা চমচ. তেল ১ কাপ, লবণ ২ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন: মাছ কেটে ধুয়ে নিন। ১ চা চামচ হলুদ, ১ চা চামচ লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাছ মাখিয়ে রেখে দিন পনেরো মিনিটের মতো। আনারস খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করে নিন। প্যানে ১/২ কাপ তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে নিন। বাকি তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন নরম হওয়া পর্যন্ত। এরপর তাতে রসুন বাটা, জিরার গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লবণ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো হলে আনারস দিয়ে নেড়ে দিন এবং এক কাপ পানি দিয়ে দিন। পানি ফুটে উঠলে মাছগুলো দিয়ে সাবধানে নেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিন। পানি শুকিয়ে ঝোল ঘন হয়ে ওঠা পর্যন্ত রান্না করুন। ঝোল ঘন হয়ে এলে সরিষা বাটা ও চিনি দিয়ে নেড়ে দিন। আরও ২-৩ মিনিট মতো রান্না করে চুলা বন্ধ করে দিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# নারিকেল দুধের আম ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক:ইলিশ বাঙালিদের কাছে খুব জনপ্রিয় মাছ। এর স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। এটি আমাদের হার্টের জন্য অনেক ভালো। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ইলিশ। এ ছাড়া অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। সহজে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্না করা নারিকেল দুধের আম ইলিশ উপভোগ করতে পারেন:

উপকরণ: ইলিশ মাছ, নারিকেল দুধ, রসুন বাটা ১/২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ, আদা বাটা ১/২ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া এক টেবিল চা চামচ, জিরা গুঁড়া এক চামচ, সামান্য হলুদ গুঁড়া, আম কুচি, পেঁয়াজ কুচি, চিনি , লবণ, কাঁচামরিচ, সরিষার তেল

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে ইলিশ মাছগুলোকে সামান্য হলুদ ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর একটি প্যানে সরিষার তেল দিয়ে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখতে হবে।

এবার ওই একই তেলে এক কাপ পেঁয়াজ কুচি ভেজে বেরেস্তা করে তুলে রাখতে হবে।

এরপর একই প্যানে এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, ১/২ টেবিল চামচ রসুন ও আঁদা বাটা, সামান্য পানি, এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া, ১/২ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, এক টেবিল চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া ও এক চামচ জিরা গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে আরও খানিকটা সরিষার তেল ঢেলে দিতে হবে।

এখন পরিমাণ মতো লবণ, এক কাপ গ্রেট করা আম, এক কাপ নারিকেল দুধ ও স্বাদ মতো চিনি দিয়ে একটু রান্না করে মাছগুলো দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করে আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে ফেলতে হবে। এবার পেঁয়াজ বেরেস্তা উপরে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন 'নারিকেল দুধের আম ইলিশ'।

# টক-মিষ্টি ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক:ইলিশের যেকোনো পদ মানেই জিভে জল। এক ইলিশ মাছ দিয়ে তৈরি করা যায় অনেক ধরনের পদ। তার মধ্যে একটি হলো টক-মিষ্টি ইলিশ। ভাবছেন, টক-মিষ্টি তো আচার হয়, ইলিশ কেন হবে? সুস্বাদু এই খাবারের স্বাদ বুঝতে হলে ঘরেই তৈরি করে খেতে হবে।

তৈরি করতে যা লাগবে: ইলিশ মাছ ৬-৭ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা- ১/২ কাপ, পেঁয়াজ কুচি- ১/৪ কাপ, তেল- ১/৩ কাপ, হলুদ গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১ টেবিল চামচ, আস্ত কাঁচা মরিচ ফালি- ৪-৫ টি, তেতুলের মাড়- ১/৪ কাপ, আদা বাটা- ১ চা চামচ, চিনি ১/৪ কাপ, পাঁচ ফোড়ন ভাজা গুঁড়া- ১/৪ চা চামচ, কালোজিরা- ১/৪ চা চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন: একটি কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। মাছের টুকরাগুলো সামান্য হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মাখিয়ে গরম তেলে ভেজে নিন। একটি পাত্রে এই ভাজা মাছ তুলে রাখুন। এবার পেয়াজ কুচি গরম তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। এরপর তাতে তেতুলের মাড়, কাঁচা মরিচ ও চিনি বাদে বাকি উপকরণ দিয়ে কষিয়ে নিন। অর্থাৎ, আদা বাটা, পেয়াজ বাটা, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ও কালোজিরা দিয়ে মসলা কষিয়ে নিন। এবার এই কষানো মসলায় তুলে রাখা ভাজা ইলিশ মাছ কষিয়ে নিন। মাছ কষানো হয়ে গেলে এবার তেতুলের মাড়, কাঁচা মরিচ ও চিনি দিয়ে ১৫-২০ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করুন। এবার নামিয়ে ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com
Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KT
KHAN'S
TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
SHSAT Summer
Add-Ons
Boost SHSAT Acceptance Chances
Year Round - 2 Days/Week
Workshop
Friday or Sunday
• Diag/CAT exam retakes (E-H)
• Advanced ELA & Math
• Top test taking strategies
• Highest admissions rate
May to October 2026
2026 Summer - 4 Days/Week
Bootcamp
Tuesday to Thursday
• Diag exam retakes (A-D)
• Intensive summer weekdays
• Best for Class B students to boost Diag scores
Tues June 30 to Thurs August 20, 2026
Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250
Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400
Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!
5,005+
Students placed in Specialized High Schools.
Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

## আওয়ামী লীগ ও আগস্ট নিয়ে বিবিসি বাংলার বিশ্লেষণ

৩ পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষক। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। ৭৭ বছরের পুরোনো এই দলটির ইতিহাতে এই তিন ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ ও পরিণতি এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন বাস্তবতায় ঘটেছে সেগুলো। তারপরও একটি জায়গায় এসে ঘটনাগুলোকে মেলানো যায়, আর তা হলো আগস্ট।

১৫ আগস্ট: শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড এবং ঘুরে দাঁড়ানো

৫১ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকায় তার ধানমন্ডির বাড়িতে হত্যা করা হয়। তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তখন বিদেশে, ফলে এই দু'জনই কেবল প্রাণে বাঁচেন।

বিশ্লেষকদের মতে, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পেছনে একক কোন কারণ ছিল না। সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অর্থনৈতিক চরম অব্যবস্থাপনা, চুয়াত্তরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ধাক্কা, একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন (বাকশাল), রক্ষীবাহিনীর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দমনপীড়ন এবং দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক মহলে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এ সবের মধ্যেই পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ভোর পাঁচটার দিকে একদল সেনা কর্মকর্তা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে সপরিবারে হত্যা করে এবং ক্ষমতার পালাবদল ঘটায়।

লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ তার 'বেলা-অবেলা' বইতে লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ ছিলেন না, বাংলাদেশের রাজনীতির নাটাইটা তার হাতেই ছিল। এক সময় তার ইশারায় সবাই উঠতেন, বসতেন, ছুটতেন।"

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাজনীতিকের মতোই জনপ্রিয়তা বজায় রেখে তিনি দক্ষতার সঙ্গে সরকার চালাতে পারেননি উল্লেখ করে মহিউদ্দিন আহমদ লেখেন, "জনপ্রশাসন নিয়ে তিনি স্বস্তিতে ছিলেন না। তার পছন্দের লোকদের তিনি প্রশাসনের শীর্ষ পদে বসিয়েছিলেন। দেশ চালানোর জন্য দলকে ব্যবহার করেছেন বেশি। তাকে নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্ম হয়েছিল।" শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার সময় খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর ওই দিনই তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা তখন খন্দকার মোশতাকের সরকার এবং পরবর্তী সরকারগুলোতে যোগ দেন।

এদিকে, এর আড়াই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে, তেসরা নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে কারাগারে হত্যা করা হয়। ফলে স্বাধীনতার মাত্র কয়েক বছরের মাথায় আওয়ামী লীগ একদিকে শীর্ষ নেতৃত্বের বড় একটি অংশ হারায়, অন্যদিকে দলটির ভেতরেও দেখা দেয় বিভক্তি ও নেতৃত্বের সংকট।

তবে সাংগঠনিক সংকটে পড়লেও আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তারা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল, তবে প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ দীর্ঘ। দলটির ভেতরে নেতৃত্বের কোন্দল থাকলেও শেখ মুজিবকে হত্যার পর অন্যান্য নেতারা দলকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন। পরে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাকে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং পঁচাত্তরের পর ওই বছরের ১৭ মে প্রবাস থেকে সর্বপ্রথম দেশে ফেরেন তিনি। এরপর ৪৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে দলটির সভাপতি পদেই রয়েছেন শেখ হাসিনা। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের রাজনীতির ওপর আনুষ্ঠানিক কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু "সেইসময় দেশে আওয়ামীবিরোধী অবস্থা বিরাজ করেছিল, শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বড় প্রভাব ছিল, দেশে ভয়ের সংস্কৃতি ছিল। এই কারণে দলটির নেতাকর্মীরা তখন দলীয় পরিচয় নিয়ে সামনে আসেননি," বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. জোবাইদা নাসরীন।

তবে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড আওয়ামী লীগের প্রতি জনমনে সহানুভূতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করেন তিনি।

তার মতে, "বাংলাদেশে এটা অনস্বীকার্য সত্য যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ তখন মানুষের কাছে দগদগে স্মৃতি। প্রতিদিনকার জীবনযাপনে তখন স্বজন হারানোর বেদনা ছিল। তাই এই হত্যাকাণ্ড মানুষের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। সেই স্মৃতি ও সহানুভূতি পরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফিরে আসার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. এস এম শামীম রেজাও বলেন, "সেই সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপের সমালোচকরাও শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেননি।" তিনি যোগ করেন, "বিশেষ করে চার নেতার হত্যাকাণ্ড মানুষকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেদিক থেকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ওপর প্রচ্ছন্নভাবে একটি সহানুভূতি তৈরি হয়েছিল। এই দুই হত্যাকাণ্ড আওয়ামী লীগকে মাঠ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি।" এছাড়া, প্রকাশ্যে জোরালো রাজনীতি না করতে পারলেও অনেক আওয়ামী লীগ নেতা তখন দেশের অভ্যন্তরে থাকায় দলটি পুরোপুরি নেতৃত্বহীন হয়ে যায়নি। তৃণমূলেও দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের একটি অংশ সক্রিয় ছিল। এদিকে, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগ ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত হয় এবং আশির দশকে আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন নির্বাচনে অংশ নেয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মাঠে ছিল আওয়ামী লীগ। তবে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরতে আওয়ামী লীগকে অপেক্ষা করতে হয় ২১ বছর। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে দলটি এবং প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা।

অধ্যাপক শামীম রেজা বলছিলেন, "২১ বছরের মধ্যে ১৩ থেকে ১৪ বছর আনুষ্ঠানিকভাবেই খুবই সক্রিয় ছিল আওয়ামী লীগ। আর তখন নিষিদ্ধের মাঝে না পড়ার কারণে দলটি তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পেরেছে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের বিরুদ্ধে মামলা-জেলজুলুমও তখন হয়নি। ওই সময়ে আওয়ামী লীগের হাজার-হাজার নেতাকর্মী কারাগারেও ছিল না।"

## পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতে যথাক্রমে ৬৬%, ৫৬% ও

৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ৯ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়েছে এবং ভারতে তা ১০ পয়েন্ট কমেছে। জরিপ অনুযায়ী, উভয় দেশেই কোনো উত্তর দেননি এমন উত্তরদাতার হার প্রায় ১০ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।

জরিপ অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশের মধ্যে ভারতের প্রতি অনুকূল মনোভাবের পরিসর সবচেয়ে ব্যাপক। শ্রীলঙ্কার জনগণের বিশাল একটি অংশ ভারতের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে; তুলনায় বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ এবং পাকিস্তানের ৭ শতাংশ মানুষ এমন মনোভাব প্রকাশ করে। জরিপ অনুযায়ী, এই চারটি দেশের মধ্যে একমাত্র শ্রীলঙ্কাই অন্য তিনটি দেশে নেতিবাচক রেটিংয়ের চেয়ে বেশি ইতিবাচক রেটিং পেয়েছে। একই সময়ে, ভারতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বাংলাদেশে ১৫ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে এবং শ্রীলঙ্কায় ১৪ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। বাংলাদেশে যেসব উত্তরদাতা কোনো উত্তর দেননি, তাদের হার ১৭ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে।

কোন দেশটি তাদের নিজেদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রড়এমন প্রশ্নের জবাবে ৬৩ শতাংশ শ্রীলঙ্কান ভারতের নাম উল্লেখ করেছেন। জরিপটিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকরা ভারতকে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার অংশগ্রহণকারীদের কাছে এও জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, বিশ্ববিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর তাদের কতটা আস্থা রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় মোদীকে মূলত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়।

বাংলাদেশে ৪২ শতাংশ মানুষ বিশ্ববিষয়ক ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে মোদীর ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন, যেখানে পাকিস্তানের মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ তাঁর ওপর আস্থা জানিয়েছেন।

## অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পর সুগন্ধি চাল রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তাদের প্রকৃত রপ্তানি পরিমাণের বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেন বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত পুরো পরিমাণ রপ্তানি করতে পারেনি বা আংশিক রপ্তানি করেছে, মূলত সেসব প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত কোটা পুনর্বিবেচনার আওতায় আসতে পারে। এর আগে ২ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সুগন্ধি চালের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে চালের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বাজার পরিস্থিতি ও রপ্তানির প্রকৃত চিত্র পর্যালোচনা করা হয়।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রথম দফায় ১৩ মে ২১১টি এবং দ্বিতীয় দফায় আরও ৬৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৫ হাজার ২৭০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয়।

তবে অনুমোদন পাওয়া অনেক প্রতিষ্ঠানই তাদের কোটার আওতায় বরাদ্দ করা পুরো পরিমাণ চাল রপ্তানি করতে পারেনি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের ১০টি বড় চালকলের মালিক বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল মজুত করে রেখেছেন বলে ব্যবসায়ীরা দাবি করেছেন।

তাদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত চাল বাজারে না ছাড়ায় কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে চালের দাম বেড়েছে।


Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পেরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

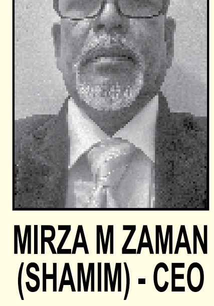

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

# NY HOME CARE

*Get paid to take care of your loved ones*

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

**M AZIZ**
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jamaica Office:**<br>168-25A Hillside Ave, 2nd Floor<br>Jamaica, NY 11432<br>(718) 725-1332, (718) 971-0054 | **Jamaica Office:**<br>168-47 Hillside Ave, 2nd Floor<br>Jamaica, NY 11432<br>(929) 400-4785, (718)874-0047 | **Sutphin Branch**<br>**Mohammad Khair**(Director)<br>97-01 Sutphin, Blvd<br>Jamaica NY 11435<br>(929)-225-0746, (718) 755-0153<br>(718) 718-874-0047 | **Ozone Park Office**<br>7721-101 Ave. Ozone Park<br>New York 11416<br>(718) 874-0047, 347-771-0115 |
| **Ozone Park Office**<br>720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208<br>(646) 500-1657, (718)874-0047 | 1088 Liberty Avenue,<br>Brooklyn NY 11208<br>(929) 283-8432 | **Fulton Office:**<br>584 Nostrand Ave. NY 11216<br>(646) 5001657 | **Bronx Office**<br>2140 Starling Ave.<br>Bronx, NY 10462<br>917-391-4841, 718-874-0047 (Office)<br>Fax 718-874-0069 |
| Bangladesh Plaza<br>3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215<br>(347) 357-4252, (347) 520-9699 | **Buffalo Office:**<br>1155 Broadway Buffalo, NY 14212<br>(347) 335-3617, (718) 874-0047 | 1299 Harlam Road<br>Buffalo, NY 14094<br>(716) 400 1446 | **Albany Office**<br>114 Quail St. Albany, NY 12203<br>518-379-5496, 518-243-9096<br>718-864-2061 |



# SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

## বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

**Sonali Exchange Mobile App**

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

## সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
## SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

## ভারতকে অপছন্দ করা বাংলাদেশির

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ৪৫ শতাংশ হলেও, বাংলাদেশের এই পতনই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ২০২৪ সালের জরিপে যেখানে ৫৭ শতাংশ বাংলাদেশি ভারতকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেন, ২০২৬ সালে তা ১৫ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশে। বিশ্বজুড়ে যে ১০টি দেশে ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশেই এই পতনের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তবে একই সময়ে ভারত বিষয়ে কোনো মতামত না দেয়া বাংলাদেশির হার ২৪ শতাংশ থেকে কমে ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ফলে বাংলাদেশে ভারতকে অপছন্দের সংখ্যা ৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের প্রতি সবচেয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ শ্রীলঙ্কায়। দ্বীপরাষ্ট্রটিতে ৭৯ শতাংশ মানুষ ভারতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

এ ছাড়া কেনিয়া ও যুক্তরাজ্যে প্রতি ১০ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে প্রায় সাতজনই ভারতকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। জার্মানি (৬৩ শতাংশ), ইসরায়েল (৬০ শতাংশ), ইতালি (৫৬ শতাংশ), সুইডেন (৫৫ শতাংশ), জাপান (৫৫ শতাংশ) ও থাইল্যান্ডেও (৫৫ শতাংশ) অধিকাংশ মানুষের মনোভাব অনুকূল।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে বর্তমানে ৪৫ শতাংশ ভারতকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন। ২০২৩ সালের ৫১ শতাংশ থেকে যা ধারাবাহিকভাবে কমছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেও মতভেদ দেখা গেছে। যেমন ডেমোক্র্যাট ও উদারপন্থিদের (৫৪ শতাংশ) মধ্যে রিপাবলিকান ও রক্ষণশীলদের (৪০ শতাংশ) তুলনায় ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করার প্রবণতা বেশি।

## ইরানের পরমাণু অস্ত্র ঠেকানো নয়,

৫ পৃষ্ঠার পর

'(আমাদের) প্রথম লক্ষ্য হলোড়দেশজুড়ে আমেরিকানদের জন্য তেল ও গ্যাসের দাম কম রাখা'। তিনি আরও বলেন, 'এরপর দ্বিতীয় লক্ষ্য হলোড় ইরান যেন কখনোই পরমাণু অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।'

এদিকে ইরানের ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নৌ অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর এরই প্রভাব পড়েছে বিশ্ববাজারেও। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববাজারে বেড়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম। সপ্তাহের হিসাবেও দাম বাড়ার পথে রয়েছে তেল।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১ দশমিক ৪৩ ডলার বা ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮৮ দশমিক ৫০ ডলারে উঠেছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের দাম ১ দশমিক ৫৬ ডলার বা ১ দশমিক ৯২ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮২ দশমিক ৮১ ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্র জানায়, তারা ইরানের ওপর অনির্দিষ্টকাল নৌ অবরোধ চালিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা থমকে যাওয়ায় তেহরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর হুমকিও দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট নিউজম্যাক্সের 'রব শ্মিট টুনাইট' অনুষ্ঠানে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আগামী সপ্তাহে আরও কিছু ঘোষণা আসছে। এ বিষয়ে নজর রাখুন। কারণ ইরানের ওপর এমন অর্থনৈতিক চাপ আমরা দিতে যাচ্ছি, যা কোনও দেশের বিরুদ্ধে এর আগে কখনোই দেয়া হয়নি।

রয়টার্স বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ এই হুমকি এমন সময়ে এলো, যখন ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ করে রেখেছে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সংঘাত শুরুর আগে বিশ্বের দৈনিক তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সমুদ্রপথ দিয়ে পরিবহন করা হতো।

এদিকে সপ্তাহের শেষ দিকে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল মাসের গড় সংখ্যার চেয়েও নিচে নেমে গেছে। একই সময়ে সমুদ্রপথটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান পরস্পরবিরোধী দাবি করছে।

এমন বাস্তবতায় বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির দুটি জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হয়েছে বলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ডব্লিউএএম জানিয়েছে। ঘটনাটিকে ইরানের হামলা বলে নিন্দা জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার।

## প্রবাসী বাংলাদেশি: উদার সমাজে

২৩ পৃষ্ঠার পর

হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা মানুষের অভিজ্ঞতা চিন্তা, পরিচয় এবং নিজের দেশকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে বদলে দেয়, সেটা নিয়ে আমাদের গবেষণা খুবই কম। বিশ্বায়ন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই পরিবর্তনকে আরও দ্রুত করেছে। ফলে প্রবাসীদের চিন্তা, মতামত ও আবেগ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে দ্রুত বাংলাদেশে পৌঁছে যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কি ভাষা বদলে দিয়েছে

গত এক যুগে বাংলাদেশের অনলাইন পরিবেশ অনেক বদলে গেছে। বিশেষ করে ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনের পর ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রাজনৈতিক আলোচনা ও মতপ্রকাশের বড় জায়গা হয়ে ওঠে। এতে কিছু ভালো দিক ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ভুল তথ্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ, গালাগালি আর কুরুচিপূর্ণ ভাষাও এই পরিবেশের অংশ হয়ে যায়।

বিভিন্ন সময়ে 'সিপি গ্যাং'-এর মতো সংগঠিত অনলাইন গ্রুপ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। অভিযোগ ছিল, তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করা, বিদ্রূপ করা এবং কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করেছিল। পরে এই সংস্কৃতি আর একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যেও একই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর অনেকের আশা ছিল, রাজনৈতিক ভাষায় পরিবর্তন আসবে। কারণ, নতুন প্রজন্মের অনেক নেতা ও কর্মী পশ্চিমা দেশে পড়াশোনা করেছেন বা দীর্ঘদিন সেখানে বসবাস করেছেন। তাই মানুষের প্রত্যাশা ছিল, ভিন্নমতের প্রতি আরও সম্মান, যুক্তির চর্চা এবং সংযত ভাষা দেখা যাবে; কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। এখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অসহিষ্ণু ভাষা চোখে পড়ছে। সবাই অবশ্য এমন নন; কিন্তু যাঁরা বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের কথাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেক সময় মনে হয়, এটাই যেন পুরো সমাজের চিত্র।

এখানেই কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন উন্নত দেশে থাকার অভিজ্ঞতা যদি মানুষের চিন্তাকে বদলে দেয়, তাহলে পশ্চিমা সমাজে বসবাসকারী কিছু বাংলাদেশির বক্তব্যে কেন অনেক সময় উল্টো চিত্র দেখা যায়? কেন তাঁরা এমন একটি বাংলাদেশের কথা বলেন, যা তাঁদের নিজের বসবাসের দেশের সমাজব্যবস্থা থেকে অনেকটাই আলাদা?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের প্রবাসীদের পরিচয়ের সংকট, বহুসংস্কৃতির সমাজে বসবাসের অভিজ্ঞতা এবং নিজের দেশের প্রতি টানড় এই তিন বিষয় একসঙ্গে বুঝতে হবে।

কেমন বাংলাদেশ চাই

ইউরোপ বা আমেরিকায় বসবাসকারী লাখ লাখ বাংলাদেশি প্রতিদিন এমন একটি সমাজে জীবন কাটান, যেখানে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বাস করেন। তাঁদের সন্তানেরা সরকারি স্কুলে পড়ে, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। আবার অনেকেই স্বল্প সুদে শিক্ষাঋণ, গৃহঋণ, পেনশন ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাও ভোগ করেন; অর্থাৎ জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁরা সেই দেশগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

আবার লন্ডন, টরন্টো কিংবা নিউইয়র্কে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ভারতীয় বা তুর্কি অধ্যুষিত অনেক এলাকায় দেখা যায়, মানুষ অর্থনৈতিকভাবে পুরোপুরি সেই দেশের অংশ হলেও নিজেদের মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, কমিউনিটি সেন্টার, মাতৃভাষার স্কুল এবং নিজস্ব সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন; অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাঁরা পশ্চিমা সমাজের অংশ। কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ও ধরে রাখতে চান।

এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নতুন সমাজের অংশ হয়ে যাওয়ার পরও সবাই কি সেই সমাজের মূল্যবোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একইভাবে গ্রহণ করেন? গবেষণা বলছে, উত্তর হলো 'না'।

সমাজবিজ্ঞানী ওলিভিয়ে রোয়া তাঁর গ্লোবালাইজড ইসলাম: দ্য সার্চ ফর আ নিউ উম্মাহ বইয়ে দেখিয়েছেন, ইউরোপে বসবাসকারী অনেক মুসলিম অভিবাসীর মধ্যে সংখ্যালঘু অবস্থায় ধর্মীয় পরিচয় আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের সমাজরাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেলিন সেজারির হোয়েন 'ইসলাম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি মিট: মুসলিমস ইন ইউরোপ অ্যান্ড ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেট' লেখায় দেখিয়েছেন, সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস এবং বৈষম্যের অভিজ্ঞতা মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতি আরও অনুরাগী করে তুলতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী রজার্স ব্রুবেকার তাঁর দ্য 'ডায়াসপোরা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বহু অভিবাসী বিদেশে থাকলেও নিজের দেশের জাতীয় পরিচয় ও রাজনীতির সঙ্গে গভীর আবেগগত সম্পর্ক বজায় রাখেন। আবার ব্রিটিশ সমাজ নৃবিজ্ঞানী প্নিনা ওয়ার্বনার ইমাজিনড ডায়াসপোরাস অ্যামং ম্যানচেস্টার মুসলিমস: দ্য পাবলিক পারফরম্যান্স অব পাকিস্তানি ট্রান্সন্যাশনাল আইডেন্টিটি পলিটিকস বইয়ে দেখিয়েছেন, অনেক অভিবাসী অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমা সমাজে সফল হলেও সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের আলাদা পরিচয় ও সামাজিক সীমারেখা বজায় রাখতে চান।

এই বাস্তবতার মধ্যেই কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়। ধরা যাক, বাংলাদেশ একদিন এমন একটি রাষ্ট্রে রূপ নিল, যেখানে ইসলামের ভূমিকা আরও বড়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিসর আরও সীমিত হয়ে গেল; তখন এই প্রবাসীরা কি তাঁদের সন্তানদের নিয়ে স্থায়ীভাবে সেই বাংলাদেশে ফিরে আসবেন, নাকি তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ আগের মতোই পশ্চিমা দেশেই গড়ে তুলতে চাইবেন?

উত্তর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে প্রশ্নটি সেখানেই। নিজের পরিবারের জন্য একধরনের সমাজকে সবচেয়ে উপযোগী মনে করা, কিন্তু নিজের দেশের মানুষের জন্য ভিন্ন ধরনের সমাজ কল্পনা করাড়এই পার্থক্য কীভাবে তৈরি হয়? এর কোনো সহজ উত্তর নেই। তবে বিভিন্ন গবেষণা অন্তত এটুকু দেখায়, অভিবাসীজীবন, পরিচয়বাদী রাজনীতি এবং মাতৃভূমির সঙ্গে দূরবর্তী সম্পর্কড়সব মিলিয়ে একজন মানুষ নিজের দেশের জন্য কেমন রাষ্ট্র কল্পনা করেন, সেটি এসব বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

আমাদের কী করা দরকার

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে, তার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে বিশ্বায়ন, যুদ্ধ ও বিভিন্ন মানবিক সংকটও তাঁদের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। লক্ষণীয় হলো, বাংলাদেশে অভিবাসন নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও সেগুলোর বেশির ভাগই শ্রমবাজার ও রেমিট্যান্সকেন্দ্রিক; কিন্তু দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার অভিজ্ঞতা মানুষের পরিচয়, চিন্তা ও নিজের দেশকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলে দেয়, সেই বিষয়ে গবেষণা এখনো খুব কম।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিচয়সংকট, নতুন প্রজন্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বৈশ্বিক ঘটনাবলির প্রভাব নিয়ে আরও গবেষণা দরকার। কারণ, আগামীর বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন বুঝতে হলে শুধু দেশের ভেতরের বাস্তবতা জানলেই হবে না; প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও বুঝতে হবে। বিশেষ করে যখন তাঁরা শুধু দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন না, বাংলাদেশের ভোটার হিসেবেও যুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁরা কী ভাবছেন এবং সেই ভাবনা কীভাবে গড়ে উঠছে, তা বোঝাও এখন সময়ের দাবি।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

## মেসির বাবা হোর্হে

১৬ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন হোর্হে মেসি। তিনি কেবল একজন বাবা নন, শুরু থেকেই মেসির এজেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মাঠের বাইরে মেসির যাবতীয় বিষয়গুলো তিনিই দেখভাল করতেন। ফুটবল জাদুকরের উত্থানের প্রতিটি মোড়ে এবং জীবনের প্রতিটি চড়াই-উতরাইয়ে হোর্হে মেসি সবসময় ছেলের পাশে থেকেছেন।

বিশেষ করে শৈশবে যখন মেসি হরমোনজনিত শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন, তখন সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হোর্হে মেসি যে ত্যাগ ও লড়াই করেছিলেন, তা আজ ফুটবল ইতিহাসের অংশ। পরবর্তীতে স্পেনে পাড়ি দেওয়া এবং বার্সেলোনাতে থিতু হওয়ার দিনগুলোতেও তিনি পুরো পরিবারকে আগলে রেখেছিলেন।

কয়েক দশক ধরে যার হাত ধরে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবল ক্যারিয়ার গড়ে উঠেছে, সেই প্রিয় মানুষকে হারিয়ে ফুটবল বিশ্বে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেসির সতীর্থ এবং ভক্তরা তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে সমবেদনা জানাচ্ছেন।

## সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার ৫১ বছর

৩ পৃষ্ঠার পর

তাই হয়ে আছে গভীরভাবে আলোচিত ও বেদনাবিধুর একটি অধ্যায়।

১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত। পরে উচ্চ আদালত ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। এখন পর্যন্ত ছয় আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। একজন বিদেশে মারা গেছেন। পাঁচজন এখনো পলাতক।

দীর্ঘদিন এ দিনটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হওয়ার পাশাপাশি এ দিন সরকারি ছুটিও ছিল। তবে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল করে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন এবং এরপর থেকে সেখানেই অবস্থান করছেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের বহু নেতাকর্মী আত্মগোপনে রয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে ঝটিকা মিছিল ও সাংগঠনিক তৎপরতার অভিযোগে দলটির নেতাকর্মীদের আটকও করা হয়েছে।

দিনটি ঘিরে এবার সারা দেশে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সম্ভাব্য নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

## নিউইয়র্ক সিটিতে বছরজুড়ে আউটডোর ডাইনিং ফিরে আসছে, সিটি কাউন্সিলের নতুন বিল পাশ

৬০ পৃষ্ঠার পর

করতে পারবে।

নতুন পাশ হওয়া বিল অনুযায়ী, রেস্তোরাঁর সামনের কার্ব বা পার্কিং লেনে পরিচালিত খোলা ক্যাফেগুলো এখন থেকে শীতের মাসগুলোতেও (৩০ নভেম্বর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত) আচ্ছাদিত করে ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ পাবে। তবে শর্ত হলো, সেখানকার টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য সাজসজ্জা খুব সহজেই সরানো যায় এমন হতে হবে। যেসব ব্যবসায়ী সারা বছর এই সুবিধা নিতে আগ্রহী, তাদের সাধারণ মৌসুমী রোডওয়ে ক্যাফের বাইরে আলাদা লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে এবং এর জন্য পৃথক ফি প্রদান করতে হবে।

মহামারির সময় এই আউটডোর ডাইনিং সুবিধাটি রেস্তোরাঁগুলোর টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল এবং লকডাউন-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারেও বড় ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, যানজট এবং ইঁদুরের উপদ্রবের মতো বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালে সিটি কাউন্সিল এতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে। এরপর থেকে কেবল ১ এপ্রিল থেকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যেই আউটডোর ডাইনিংয়ের অনুমতি দেওয়া হতো। তবে প্রতি বছর এসব কাঠামো তৈরি এবং ভেঙে ফেলার অতিরিক্ত খরচ ও কাঠখড় পোড়ানো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে ছোট রেস্তোরাঁ মালিকদের দাবি ছিল, এই নিয়মকানুন ও খরচের কারণে অনেকেই এই কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছিলেন না।

বৃহস্পতিবার ১৩ আগস্ট নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে বিলটি চূড়ান্তভাবে পাস হলে এবং আইনে পরিণত হওয়ার ১২০ দিন পর বছরব্যাপী আউটডোর ডাইনিং ব্যবস্থাটি সিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী রূপ পাবে। এর ফলে নিউ ইয়র্ক সিটির রেস্তোরাঁ ব্যবসার দীর্ঘদিনের একটি বড় বাধা দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

# বঙ্গবন্ধু, কোনো বাণেই যিনি বিদ্ধ হন না

৩ পৃষ্ঠার পর

গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।

যদিও বাকশালের সমর্থকরা বলে থাকেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় বা একনায়কত্ব ছিল 'সাময়িক পদক্ষেপ'। মূল দিকটি ছিল 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত সমবায়ের ওপর জোর দিয়ে শোষণহীন সমাজতন্ত্রমুখীন জনকল্যাণকর অর্থনীতি। দুর্ভাগ্যবশত, কয়েক মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে অতি সংক্ষিপ্ত বাকশালযুগ দেশের ইতিহাসে বিতর্কিত ও অপরীক্ষিত অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে। এখনকার বাস্তবতা হচ্ছে, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সমালোচনা কেবল বাকশালে সীমিত নেই; রীতিমত কুৎসা রটনা চলছে।

যারা এসব করছেন, তাদের স্লোগান ও রাজনৈতিক বয়ানে আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী পাকিস্তানের প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট। অবশ্যই শেখ হাসিনা তাঁর শেষ তিন দফার শাসনকালে নির্বাচনে বড় বড় কারচুপি, বিরোধী দলের ওপর দমনপীড়ন, সরকারি ও দলীয় পর্যায়ে ভয়াবহ দুর্নীতি করেছিলেন। সেই কারণে জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিলেন এবং জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলন দমনে বিপুল প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যেভাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ও ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলা হলো এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, ম্যুরাল, জাদুঘর আক্রান্ত হলো, সেটা আর যাই হোক কেবল আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা সরকারের বিরোধিতা হতে পারে না।

বিস্ময়কর ব্যাপার, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুর একনায়কত্ব ও দুর্নীতিকে সামনে এনে আক্রমণ করা হয়েছিল, আর এখন বলা হচ্ছে তিনি স্বাধীনতা চাননি, স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। প্রচার চালানো হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধানই বাংলাদেশের যত সমস্যার মূলে।

কথা হলো, একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, সেই দেশি-বিদেশি শত্রুরা মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যতই বাণ নিক্ষেপ করুক, কিছুই তাঁকে বিদ্ধ করতে পারবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগ, বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা ও আবেগ শত কুৎসায় ঢেকে দেওয়া যাবে না। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর বরং দেখা গেছে, ধান্দাবাজ ও তেলবাজদের বাইরে প্রকৃত ভক্ত ও অনুসারীরা বঙ্গবন্ধুকে সত্যিকার শোক ও শ্রদ্ধায় অধিকতর স্মরণ করছেন; মবতন্ত্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। আমি নিশ্চিত, যত দিন যাবে, জনমনে বঙ্গবন্ধুর আসন আরও দৃঢ় হবে।

মোজাম্মেল হোসেন: মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2, JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

## প্রায় এক দশক পর অর্থনীতিতে

১৭ পৃষ্ঠার পর

নিজেকে কখনোই সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। চার, ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহনশীলতা ও সম্প্রীতি আপনাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আর পাঁচ, নিজেকে প্রতিনিয়ত দক্ষ করে তুলতে হবে। নতুন প্রযুক্তি, কারিগরি দক্ষতা এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে নিজেদের আরো এগিয়ে নিতে হবে।

তিনি জানান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের এ কাজে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আপনাদের হাই কমিশনের দরজা সবসময় খোলা। আপনারা সবসময় হাইপ্রেফারেন্স পাবেন।

বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ, নিরাপদ অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বহুমুখী প্রবাসী ও অভিবাসনবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছেন। সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশে নতুন ইনভেস্টমেন্ট আনার কাজ, অপরদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও কাজ শুরু হয়েছে। তার নেতৃত্বে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছ ও ঝুঁকিমুক্ত অভিবাসন, প্রবাসী কার্ড প্রবর্তন, বিদেশে বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা এবং প্রবাসী সেবা সহজীকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় সরকার দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশীদের মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান, প্রবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার বাংলাদেশী সিঙ্গাপুরে কর্মরত আছেন। আপনারা নির্মাণ, মেরিন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। আপনারা বাংলাদেশের উন্নয়নের নির্মাতা। আপনাদের কঠোর পরিশ্রম যেমন আপনাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটায়, তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে আরো সুদৃঢ় করে। দেশের উন্নয়ন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং অসংখ্য পরিবারের স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে আপনাদের অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

শামা ওবায়েদ বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে সিঙ্গাপুর থেকেই প্রায় ৪৭৫ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। দেশের রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে বর্তমানে সিঙ্গাপুরের অবস্থান দশম। এ রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করার পাশাপাশি অসংখ্য পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকার এ অবদানকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে।

তিনি বলেন, আজ যাদের সম্মাননা দেয়া হচ্ছে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে আজ হয়তো এ মঞ্চে কিছু প্রবাসী বাংলাদেশী সম্মাননা পাচ্ছেন। কিন্তু আমার কাছে সিঙ্গাপুরে কর্মরত প্রত্যেক সৎ, পারিশ্রমিক, দায়িত্বশীল এবং আইন মেনে চলা বাংলাদেশী একটা সম্মানিত রেমিটেন্স যোদ্ধা। আপনারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের গর্ব এবং উন্নয়নের অংশীদার। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠাবেন না। তারা বিনিয়োগ করবেন, নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নিয়ে ভাববেন, উদ্যোক্তা হবেন এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের পাটজাত কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, ওষুধ ও অন্যান্য মানসম্পন্ন পণ্যের জন্য সিঙ্গাপুরের নতুন বাজার তৈরিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশের উদ্যোক্তা ও রফতানিকারকদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আপনারা দুদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারেন। দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে আপনাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার এ উদ্যোগ নেয়ায় বণিক বার্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ গৌরবময় আয়োজনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। এ সম্মাননা দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন হলেও আমি মনে করি এটি একটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ।

## মক্কা জোট, জাজান হামলায় প্রথম

২৩ পৃষ্ঠার পর

মিসরও ভবিষ্যতে যোগ দিতে পারে। কিন্তু প্রথম কমিটির বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত সামরিক সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্ট নয়। এই ঘাটতিই জাজান হামলা সামনে এনেছে।

হুতিরা একটি অরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী। তাদের ড্রোন হামলাকে কি চুক্তির 'সশস্ত্র আক্রমণ' হিসেবে গণ্য করা হবে? যদি হয়, তাহলে তুরস্ক ও পাকিস্তান কী করবে? তারা কি শুধু গোয়েন্দা তথ্য দেবে, আকাশ প্রতিরক্ষা জোরদার করবে, নাকি ইয়েমেনে পাল্টা অভিযান চালাবে?

এখন পর্যন্ত কোনো যৌথ সামরিক প্রতিক্রিয়া ঘোষণা করা হয়নি। এমনকি ন্যাটোর অনুচ্ছেদ ৫-ও বলে, প্রতিটি সদস্য নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। মক্কা চুক্তিতেও জাতীয় আইন, সংসদের অনুমোদন এবং যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি পরিষ্কার না থাকায় 'একজনের ওপর হামলা সবার ওপর হামলা'ড়এই বাক্য তিন রাজধানীতে তিন রকম অর্থ বহন করতে পারে।

ইতিহাস কি বারবার ফিরে আসে

মধ্যপ্রাচ্যে এর আগেও বিভিন্ন জোট হয়েছে, কিন্তু সেগুলো তেমন সফল হয়নি। ১৯৫০ সালের আরব লীগের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি বড় আঞ্চলিক যুদ্ধে কার্যকর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা গড়তে পারেনি। সেন্টো ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রত্যাশা পূরণ করেনি। পেনিনসুলা শিল্ড ১৯৯০ সালে কুয়েত দখল ঠেকাতে পারেনি। ২০১৫ সালের ইসলামিক মিলিটারি কাউন্টার টেররিজম কোয়ালিশনও পারস্পরিক প্রতিরক্ষা জোটে পরিণত হয়নি। ইতিহাসের শিক্ষা পরিষ্কারড়শুধু যৌথ ঘোষণাই যুদ্ধক্ষমতা তৈরি করে না।

এই জোট কার বিরুদ্ধে

তিন দেশই বলেছে, এই চুক্তি সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও হরমুজ প্রণালিতে তাদের প্রভাবই তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা উদ্বেগ। অন্যদিকে ইসরায়েলের আঞ্চলিক সামরিক অভিযান ও ফিলিস্তিন প্রশ্নও এই চুক্তির রাজনৈতিক পটভূমি।

তবে প্রকাশিত বিবৃতিতে গাজা, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র বা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক বাধ্যবাধকতা নেই। তাই একে ইরান বা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিশ্চিত সামরিক বলয় বলা যাবে না। এটি মূলত তিন দেশের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা। তবে তিনটি সুন্নিপ্রধান রাষ্ট্রের এই সহযোগিতা কার্যত ইরানবিরোধী জোটে পরিণত হলে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বাড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক নীরবতাকে মার্কিন প্রভাবের সমাপ্তি হিসেবে দেখা ভুল। তুরস্ক তো ন্যাটোর সদস্য এবং তিন দেশই পশ্চিমা অস্ত্র, প্রযুক্তি ও বাজারের সঙ্গে যুক্ত। এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা নয়; বরং নিরাপত্তা অংশীদার বৈচিত্র্যকরণের সংকেত।

বাংলাদেশের জন্য কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশের স্বার্থ প্রধানত জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। দ্য ডেইলি স্টারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৬৩ শতাংশ এসেছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরাক থেকে। এককভাবে সৌদি আরবের অংশ প্রায় ৩৫ শতাংশ (দ্য ডেইলি স্টার, ১ মার্চ ২০২৬)। অন্যদিকে মার্কিন জ্বালানি তথ্য প্রশাসনের (ইআইএ) হিসাব বলছে, ২০২৪ সালে বৈশ্বিক তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশ হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়েছে। একই পথ দিয়ে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি ব্যারেল তেল ও পেট্রোলিয়াম তরল যায়।

যদি এই জোট সংঘাত প্রতিরোধ করে, তাহলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। কিন্তু এটি যদি নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতা বা পাল্টাপাল্টি হামলা বাড়ায়, তাহলে তেলের দাম বাড়বে, পরিবহন ব্যয় বাড়বে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং বাড়বে মূল্যস্ফীতি। তাই ঢাকার লক্ষ্য কোনো জোটকে আবেগ দিয়ে সমর্থন করা নয়; বরং নৌপথ উন্মুক্ত রাখা, জ্বালানি উৎস বৈচিত্র্য করা এবং উত্তেজনা কমানোর কূটনীতিকে সমর্থন করা।

শেষ কথা

মক্কা জোট এখনো 'ইসলামিক ন্যাটো' নয় এবং মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের অবস্থানেও পৌঁছায়নি। এটি মূলত সৌদি আরবের নিরাপত্তা বৈচিত্র্যকরণ, তুরস্কের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পাকিস্তানের সামরিক-কূটনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর একটি যৌথ উদ্যোগ। একই সঙ্গে এটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা নয়; বরং ওয়াশিংটন, বেইজিং, মস্কো, তেহরান ও তেল আবিবড়সব পক্ষের সঙ্গে আরও সুবিধাজনক অবস্থান থেকে কৌশলগত দরকষাকষির চেষ্টা।

জোটটির বাস্তব পরীক্ষা জাজান, আর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার বড় পরীক্ষা ফিলিস্তিন ইস্যু। জাজান হামলার পর যদি প্রতিক্রিয়া কেবল নিন্দা ও বৈঠকে সীমাবদ্ধ থাকে, আর ফিলিস্তিন প্রশ্নে যদি অবস্থান শুধু বিবৃতিতেই আটকে যায়, তবে স্পষ্ট হবেড়চুক্তির ভাষা তার বাস্তব সক্ষমতার চেয়ে বড়।

অন্যদিকে যদি তিন দেশ যৌথ কমান্ড, আকাশ প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা বিনিময়, অর্থায়ন ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া কাঠামো গড়ে তুলতে পারে এবং একই সঙ্গে ফিলিস্তিন ইস্যুতে কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়, তাহলে জোটটি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারবে।

তাই মক্কা জোট কোনো সাম্রাজ্য নয়ড়এটি একটি উচ্চঝুঁকির কৌশলগত বাজি, যার সাফল্য নির্ভর করবে প্রথম বড় সংকটে সদস্যদের বাস্তব ঐক্যের ওপর, কেবল ঘোষণার ওপর নয়।

ড. মো. সাহাবুল হক অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

## সহিংস দাম্পত্য সম্পর্ক: একদিন সব

২১ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতিকর সম্পর্কে থাকার কারণেই হয়তো নতুন বছরের (২০২৬) প্রথম ছয় মাসে ২৩৭ জন নারী গৃহ সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ৯১ জনকে স্বামী হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আছে। নিগৃহীত হয়ে ৬৭ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন (সূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র)।

বাংলাদেশে প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন নারী তাদের জীবনে অন্তত একবার জীবনসঙ্গী বা স্বামী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হয়েছেন–যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহিংসতা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ।

২০২৪ সালে শতকরা ৪৯ জন নারী এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। চিন্তার কথা হলো তিনজন ভুক্তভোগীর মধ্যে, দুজন ভুক্তভোগী অর্থাৎ শতকরা ৬২ জন, কখনোই বলেননি যে তারা সহিংসতার মুখোমুখি হন বা হয়েছেন। উদ্বেগজনক এই তথ্যটি উঠে এসেছেড়নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ২০২৪ এ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল)।

বাংলাদেশে স্ত্রী নির্যাতন কতটা হচ্ছে, এটা বোঝার জন্য উপরের জরিপটি একমাত্র নয়। বিশ্বের যেসব দেশে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বেশি, সেসব দেশের তালিকায় ৪র্থ স্থানে উঠে এসেছিল বাংলাদেশের নাম সেই ২০২১ সালে (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। দেশের অধিকাংশ পুরুষ মনেকরে স্ত্রীকে নির্যাতন করে তারা কোনো অন্যায় করেনি এবং এজন্য তারা লজ্জিতও নয়।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ডা: পিনু আছেন, এটা জেনেও কেন তার পরিবার এগিয়ে আসে নাই? কেন ওনার পাশে দাঁড়ায়নি? কেন এই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসার পরামর্শ দেয়নি?

বাংলাদেশে পরিস্থিতি এমনটাই। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সবাই পরামর্শ দেয় স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে যেভাবে হোক মানিয়ে নিতে। তবে সব পরিবার একরকম নয়। অনেক পরিবার মেয়েকে সহায়তা করে।

তবে অধিকাংশ পরিবার বিভিন্ন কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ পরিবারেরই অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকে। বিশেষ করে মেয়েকে ও তার সন্তানদের দীর্ঘমেয়াদে সহায়তা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আর মধ্যবিত্ত ও কিছু উচ্চবিত্ত পরিবার নিজেদের সম্মানের কথা ভাবে। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে বা স্বামীর দ্বারা নিযাতিত হয়ে ফিরে এসেছে, সংসার করতে পারেনি, এটা পরিবারের জন্য লজ্জার। অনেক স্বচ্ছল পরিবারও সমস্যার গুরুত্বকে ছোট করে দেখে।

দীর্ঘ আইনী প্রক্রিয়া নিয়ে ভয় বা অনিশ্চয়তা কাজ করে। পরিবার ভাবে, মানিয়ে নিলে সময়ের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছুই ঠিক হয় না। নিজ পরিবার সাপোর্ট দেয় না বলে অনেক মেয়েই মুখ বন্ধ করে স্বামীর গৃহেই রয়ে যান।

আরেকটি শ্রেণি আছে, যারা বের হয়ে এসে নিজে আয় করতে পারেন, তারাও বের হন না, যেমন ডা: পিনু। দীর্ঘদিন অপমান, ভয় ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে আত্মবিশ্বাস কমে যায়। কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তারা অন্য কোথাও গ্রহণযোগ্য হবেন না।

সমাজে এখনও বিয়ে বিচ্ছেদকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে, নির্যাতন আরও বাড়তে পারে–এমন আশঙ্কা অনেকের মধ্যে থাকে। বাস্তবেও দেখা গেছে, বিচ্ছেদের চেষ্টা অনেক সময় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়গুলোর একটি হতে পারে।

অনেক নারী আর্থিকভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ মা মনেকরেন বাবা-মা আলাদা হলে সন্তানের ক্ষতি হবে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সহিংস পরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিবিএস এবং ইউএনএফপিএ এর জরিপেই বলা হয়েছে এতভাবে নিপীড়ণের শিকার হওয়ার পরেও নারী আইনের দ্বারস্থ হন না বা চিকিৎসা সুবিধা নেন না। কারণ এইসব সহায়তার জন্য নারীকে অর্থ ব্যয় করতে হয়, নারীর হাতে সে পরিমাণ অর্থ নাই। আর সামাজিক রীতিনীতি অনেক নারীকে নীরব থাকতে বাধ্য করে।

স্বামীর কাছে মারধরের শিকার হয়ে সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান। নানাধরনের আইনি পরামর্শ নেয়ার পরও শেষপর্যন্ত তারা কোনোটাই গ্রহণ করেন না। বরং কেউ সন্তান নেন, কেউ নির্যাতনমূলক পরিবেশেই থেকে যান। এই পরিস্থিতি নারীর স্বাভাবিক জীবনযাপনকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। সমাজ কী বলবে এই শংকা থেকে অধিকাংশ নারী তালাক দেন না বা মামলা করেন না। গ্রামের নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত নারীর অবস্থা আরও করুণ। এদের অধিকাংশই মনে করেন স্বামী ভাত দেয়, তাই মারতে পারে। নারীর অবস্থান স্বামীর নীচে, কাজেই মার খাওয়াটা জায়েজ। গ্রাম বা শহর, ধনী-মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারে নির্যাতনমূলক দাম্পত্য সম্পর্কের শেষ পরিণতি হয় খুব খারাপ।

দাম্পত্য সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে সহিংসতা চললে, তা প্রতিবেশী বা পরিবারের সদস্যরা সাধারণত জেনে যান। কিন্তু কেউ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন না। কারণ তারা মনেকরেন পারিবারিক সহিংসতা স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয়, কাজেই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু পারিবারিক সহিংসতা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়।

আতঙ্কজনক সম্পর্কের মধ্যে নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষও থাকতে পারেন। তবে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতার ক্ষেত্রে নারী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। এরকম নির্যাতনমূলক পরিস্থিতির মধ্যে যারা থাকেন, তারা যদি একান্তই সম্পর্কটি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারেন, তাহলে তাদের প্রয়োজন বিশ্বস্ত বন্ধু, পরিবারের সাপোর্ট। ভালো মুহূর্তের পাশাপাশি সঙ্গীর ক্ষতিকর আচরণগুলিও বিবেচনা করতে হবে। সবচেয়ে জরুরি মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া।

সর্বোপরিড়একদিন ঠিক হয়ে যাবেড়, এটা না ভেবে যদি সম্পর্কে সহিংসতা বা নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকে, তাহলে সাহস করে নিরাপদে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা করতে হবে।

শাহানা হুদা রঞ্জনা: যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও কলাম লেখক

## যুক্তরাষ্ট্রে মামদানি-সাইয়েদ কি মধ্যপন্থীদের মনে ভয় ধরালেন

হ্যারিস বা হিলারি ক্লিনটনের চেয়েও মাঝামাঝি অবস্থানের রাজনীতিবিদ। এ কারণে জাতীয় পর্যায়ে বামপন্থীদের লড়াই কঠিন হয়ে যায়। পরিবর্তনের যে প্রতিশ্রুতি তাদের শক্তি, সেটাকেই উল্টো ভয় বা অনিশ্চয়তা হিসেবে তুলে ধরা হয়।

তবু এল-সাইয়েদ ও মামদানির মতো নেতারা নতুন এক পথ দেখাচ্ছেন। তারা এমন রাজনীতির কথা বলছেন, যেখানে অভিবাসী পটভূমি আর নতুন চিন্তা যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতার সঙ্গে মিশে গেছে। তারা না পুরোপুরি মিশে যেতে চেয়েছেন, না নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বরং নিজেদের অধিকার ও জায়গা তারা স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন।

তবে তাদের পথ সহজ নয়। তাদের লড়তে হচ্ছে দুর্বল ডেমোক্র্যাটিক কাঠামো, ডানপন্থীদের তীব্র রাজনৈতিক লড়াই এবং শক্তিশালী করপোরেট প্রভাবের বিরুদ্ধে।

প্রগতিশীল ভোটার এমনিতেই তৈরি হয় না, সময় নিয়ে গড়ে তুলতে হয়। যদি ডেমোক্র্যাটিক দল এই নতুন নেতাদের পাশে না দাঁড়ায়, তাহলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই নেতারাই এখন সবচেয়ে কার্যকর পথ দেখাচ্ছেন। তাদের পুরোপুরি সমর্থন না করলে ট্রাম্পবাদ আবারও জিততে পারে।

নাসরিন মালিক ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানএর একজন কলামিস্ট দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

## বাংলার এক হতভাগ্য মাঝির গল্প

৩ পৃষ্ঠার পর

ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর। দিনটি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫ বছর।

এ গল্পটি বাংলার এক মাঝির গল্প। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে এসেছিল, "মুজিব বাইয়া যাও রে, নির্যাতিত দেশের মাঝে..."। সেই গানের মাঝির রূপক যেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। দেশের মানুষ যেন তাঁর হাতে বৈঠা তুলে দিয়ে বসিয়েছিল জাতির নৌকার গলুইয়ে। সামনে উত্তাল স্রোত, চারদিকে ঝড় তুফান, পথ জুড়ে বিপদ। কিন্তু মাঝির চোখ ছিল একটি গন্তব্যে। সেই গন্তব্যের নাম স্বাধীনতা।

সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর মূল্যও কম দিতে হয়নি তাঁকে। আন্দোলনের রাজপথ, কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠ, মৃত্যুর হুমকি, সবকিছু পেরিয়েছেন তিনি। জীবনের মোট ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে কাটিয়েছেন। প্রায় ১৩ বছর। গোটা জীবনের প্রায় এক চতুর্থাংশ। একজন মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দিতে কখনো কখনো একটি সংখ্যাই যথেষ্ট, ৪ হাজার ৬৮২ দিন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান তখন জনসমুদ্র। কোনো লিখিত বক্তব্য নয়। কোনো পাণ্ডুলিপি দেখে নয়। কবি না হয়েও সেদিন তিনি যেন ইতিহাসের এক মহাকাব্য পাঠ করতে মঞ্চে উঠেছিলেন। সেই দৃশ্যকেই নির্মলেন্দু গুণ অমর করে লিখেছেন,

"শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি।"

সেদিন তাঁর প্রতিটি বাক্য লাখো মানুষের বুকের ওপর আছড়ে পড়ছিল ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে। তারপর এলো সেই মুহূর্ত। বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল প্রকাশিত ঘবংিবিবশ তাঁকে "চড়বঃ ড়ভ চড়ষরঃরপং", অর্থাৎ রাজনীতির কবি বলে অভিহিত করেছিল। প্রতিবেদনে তাঁর অসাধারণ জনসম্মোহনী বক্তৃতাশক্তির কথাও বলা হয়েছিল।

২০১৭ সালে ইউনেসকো বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে গবসড়ৎু ড়ভ ঃযব ডড়ৎষফ ওহঃবৎহধঃরড়হধষ জবমরংঃবৎ-এ অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায় বাঙালির স্বাধীনতার সেই ডাক। একজন রাজনৈতিক নেতার ভাষণ এভাবে বিশ্বস্মৃতির অংশ হয়ে ওঠা সাধারণ কোনো ঘটনা নয়।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার বিশ্বব্যাপী শ্রোতা জরিপে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালির ভোটে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি"। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় পরিচয় কোনো জরিপের ফল নয়। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়টি বাংলাদেশের মানচিত্রে লেখা।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কত বই লেখা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব বের করা কঠিন। বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জিভিত্তিক হিসাবে সংখ্যাটি ১ হাজার ৩০০ ছাড়িয়েছে। জীবনী, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, স্মৃতিকথা, কবিতা, গল্প, শিশুতোষ সাহিত্য থেকে বিদেশি ভাষার গ্রন্থ, শেখ মুজিবকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার।

আশ্চর্যের বিষয়, এত বইয়ের বিষয় যিনি, তিনিও নিজে বাংলা সাহিত্যে রেখে গেছেন তিনটি অসাধারণ গ্রন্থ, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়াচীন। রাজনীতির মানুষটির ভেতরে যে একজন পর্যবেক্ষক, গল্পকার ও সময়ের সাক্ষী ছিলেন, সেই মানুষটিকে এসব বইয়ে অন্যভাবে পাওয়া যায়।

তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন দুই বাংলার অসংখ্য কবি। কবিতার পাতায় তিনি কখনো জনক, কখনো বজ্রকণ্ঠ, কখনো স্বাধীনতার প্রতীক। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর আমার পরিচয় কবিতায় বাঙালির হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে এসে বঙ্গবন্ধুর কাছে দাঁড়িয়েছেন।

"এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।"

সৈয়দ হক শুধু এই একটি কবিতা লেখেননি। কোনো শোকগাথা নয়, মুজিবের রক্তাক্ত বাংলায়, বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে, টুঙ্গিপাড়ায়সহ বহু কবিতায় তিনি ফিরে গেছেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। শামসুর রাহমান, অন্নদাশঙ্কর রায়, নির্মলেন্দু গুণসহ আরও বহু কবির কলমেও শেখ মুজিব কখনো ইতিহাস, কখনো শোক, কখনো প্রতিবাদ, কখনো ভালোবাসা হয়ে ফিরে এসেছেন।

তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে অসংখ্য গান। মুক্তিযুদ্ধের সময় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা "শোনো একটি মুজিবরের থেকে" বাংলার সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মুখে মুখে। "যদি রাত পোহালে শোনা যেত" সাবিনা ইয়াসমীনের কণ্ঠে পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে। কোনো রাজনৈতিক নেতার জনপ্রিয়তার হিসাব নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে করা যায়। কিন্তু একজন মানুষ জাতির সংস্কৃতির কত গভীরে প্রবেশ করেছেন, তার আরেকটি মাপকাঠি হলো তাঁকে নিয়ে রচিত সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র ও শিল্পকর্ম।

বিশ শতকের স্মরণীয় গণনেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবের স্থান ইতিহাসই নির্ধারণ করে দিয়েছে। একটি পরাধীন জনগোষ্ঠীকে নিজের জাতিসত্তা চিনতে শিখিয়ে, অধিকার আদায়ের সাহস জুগিয়ে এবং স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাওয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি। ইতিহাসে শেখ মুজিবুর রহমান তাই একটি অনিবার্য নাম।

এই গল্পের নাম বাংলার এক হতভাগ্য মাঝির গল্প। কারণ মাঝি ঝড় তুফান পেরিয়ে নৌকাটিকে তীরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই তীরে নিজের জন্য নিরাপদ আশ্রয় পাননি।

গল্পের শেষটুকু তাই আর নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই। বহু বছর আগে অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলার এই মাঝিকে নিয়ে মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তিতে যেন ইতিহাসের শেষ বাক্যটি লিখে রেখে গেছেন:

"যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান

## ডালাস বিমানবন্দরে মুসলিম যাত্রীদের

৬০ পৃষ্ঠার পর

খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন গভর্নর অ্যাবট। গত ১৪.আগস্ট শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বার্তায় টেক্সাস এর গভর্নর অ্যাবট বলেন, "সরকারি মালিকানাধীন বিমানবন্দরগুলো কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে অন্য সব ধর্মের ওপর বিশেষ সুবিধা দিতে পারে না। ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ -.ডিএফডব্লিউ বিমানবন্দরে ইসলামিক ওজুর জায়গা নির্মাণের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ বেআইনি। আমি সম্ভাব্য অনুদান বাতিলের জন্য স্টেটের দুটি বিমানবন্দরের সব সরকারি অনুদান পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছি। পাশাপাশি তদন্তের জন্য বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগের (ইউএসডিওটি) কাছে পাঠিয়েছি।"

গভর্নর আরও স্পষ্ট করে জানান, করদাতাদের অর্থে পরিচালিত কোনো স্থাপনায় এ ধরনের বেআইনি ধর্মীয় বৈষম্য বরদাশত করবে না টেক্সাস। গভর্নরের এই কড়া বার্তার পরই ডালাস বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানায়, তারা তাদের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল (টার্মিনাল ডি)-এর নিরাপত্তা তল্লাশির আগের অংশে যাত্রীদের জন্য একটি ওজুর স্থান স্থাপনের প্রস্তাব পর্যালোচনা করছিল। কিন্তু জনসমক্ষে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হওয়ায় তারা দ্রুত এই পর্যালোচনা শেষ করেছে এবং প্রকল্পটি নিয়ে আর না এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রকল্পটি থেকে প্রাথমিকভাবে যে ধরনের পরিচালনগত সুবিধার আশা করা হয়েছিল, সেটি পূরণ হবে না বলেই এই সিদ্ধান্ত।

এর আগে গত ৩১ জুলাই টেক্সাস ডিপার্টমেন্ট অব লাইসেন্সিং অ্যান্ড রেগুলেশনের কাছে প্রকল্পটির নিবন্ধন করা হয়। সেখানে প্রাথমিকভাবে এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ লাখ ডলার এবং অর্থায়নের উৎসের জায়গায় 'ব্যক্তিগত অর্থায়ন' উল্লেখ করা হয়েছিল। কথা ছিল, চলতি বছরের শেষ নাগাদ এর নির্মাণকাজ শেষ হবে।

তবে ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ -.ডিএফডব্লিউ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পরে জানায়, নথিপত্রে উল্লেখ করা এসব তথ্য আসলে তাদের বহিরাগত নকশা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের 'করণিক ভুল' ছিল। বিমানবন্দরটির একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজকে বলেন, ৩ লাখ ডলারের হিসাবটি ছিল একটি প্রাথমিক উচ্চ ধারণা। প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে এর প্রকৃত ব্যয় হতো প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ডলার। এছাড়া 'ব্যক্তিগত অর্থায়ন' কথাটিও ভুলবশত লেখা হয়েছিল। অন্যান্য প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পেও বিমানবন্দরের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করার কথা ছিল। বিমানবন্দরটি তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করে না, বরং পার্কিং ও বিভিন্ন দোকানপাট থেকে আয়ের ওপর নির্ভরশীল বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে, গভর্নরের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, টেক্সাসের হিউস্টনে অবস্থিত জর্জ বুশ ইন্টারকন্টিনেন্টাল বিমানবন্দরে ইতোমধ্যে একটি ওজুর স্থান এবং এর সংলগ্ন একটি প্রার্থনাকক্ষ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফিকে দেওয়া এক চিঠিতে গভর্নর অ্যাবট যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগ এবং ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে উভয় বিমানবন্দরের ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাগুলো পর্যালোচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "এই ওজুখানাগুলো দৃশ্যত নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্যই নকশা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এ ধরনের বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া নিষেধ। সরকার যেমন পবিত্রতার চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না, তেমনি অন্য সব মতাদর্শের ওপর কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদকেও বিশেষ সুবিধা দিতে পারে না।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় বিমানবন্দরগুলোতেও, যেমন, শিকাগো ও'হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের সুবিধার্থে এ ধরনের নিচু বেসিন বা ওজুর স্থান এবং সর্বজনীন প্রার্থনার স্থান রয়েছে।

## মধ্যবয়সী আমেরিকানদের মধ্যে

৭ পৃষ্ঠার পর

সিকিউরিটি ও মেডিকেয়ারের ভবিষ্যৎ এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ে ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

৭ থেকে ১০ আগস্টের মধ্যে ১,৫৮৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকের ওপর পরিচালিত সর্বশেষ জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৪৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী আমেরিকানদের (যাদের মধ্যে 'জেনারেশন এক্স' এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সী 'বেবি বুমার'রা অন্তর্ভুক্ত) মধ্যে ট্রাম্পের 'নেট অ্যাপ্রুভাল রেটিং' বা নিট গ্রহণযোগ্যতার হার নাটকীয়ভাবে কমে -২৫-এ নেমে এসেছে; এই জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশই তাঁর কাজের পদ্ধতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ৩৫ শতাংশ সমর্থন জানিয়েছেন।

এবারের সামার বা গ্রীষ্মের শুরুর দিকের তুলনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য পতন। ৫ থেকে ৮ জুনের মধ্যে ১,৫৬৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গিয়েছিল যে, ওই বয়সসীমার মধ্যে প্রেসিডেন্টের নিট গ্রহণযোগ্যতার হার ছিল -১০; তখন ৪৩ শতাংশ মানুষ তাঁর কাজের প্রশংসা করেছিলেন এবং ৫৩ শতাংশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

এক মাস পর, ১০ থেকে ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় যে ট্রাম্পের নিট অনুমোদন রেটিং কমে -১২-তে নেমে এসেছে; কারণ ৪৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী আমেরিকানদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ তাঁর প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালনের ধরনকে সমর্থন করলেও ৫৫ শতাংশই এর বিরোধিতা করেছেন।

এই গ্রীষ্মে মধ্যবয়সী আমেরিকানদের মধ্যে ট্রাম্পের নিট অনুমোদন রেটিং (হবঃ ধঢ়ঢ়ৎড়াধষ ৎধঃরহম) কেবল দ্বিগুণ হারে কমেইনি, বরং অন্য যেকোনো জনগোষ্ঠীর তুলনায় দ্রুতগতিতে হ্রাস পেয়েছে; তবে 'জেন জি' (এবহ ত) ও মিলেনিয়ালদের তুলনায় এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশিই ছিল।

সর্বশেষ জনমত জরিপ অনুযায়ী, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী আমেরিকানদের মধ্যে ট্রাম্পের নিট অনুমোদন রেটিং ছিল -৪১ শতাংশ এবং ৩০ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের মধ্যে তা ছিল -৩৫। আর বয়স্ক আমেরিকানদেরড়অর্থাৎ ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদেরড়ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের নিট অনুমোদন রেটিং ছিল -১৮।

## অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইতিহাস গড়ল

৫ পৃষ্ঠার পর

উইকেট না হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

এর আগে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৬১ রান নিয়ে রোববারের খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। ক্রিজে ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন এবং অ্যালেক্স কেরি। দলীয় স্কোরে ১২৩ রান যোগ করতেই শেষ ৬টি উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। অলআউট হওয়ার আগে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২৮৪ রান।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে স্পিন জাদুতে ৫টি উইকেট শিকার করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। পেসার হাসান মাহমুদ নেন ৩টি উইকেট, যার মাধ্যমে ম্যাচে তার মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ৯-এ।

রোববার সকালে ক্যামেরন গ্রিন ও অ্যালেক্স কেরি প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও কেরি ব্যক্তিগত ৪৯ রানে মিরাজের বলে আউট হন। এরপর বু ওয়েবস্টারকে ১৫ এবং অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে ১৪ রানে ফিরিয়ে অজিদের চেপে ধরেন মিরাজ। এক প্রান্ত আগলে রাখা ক্যামেরন গ্রিনকে ৮৭ রানে বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ। শেষ ব্যাটার হিসেবে নাথান লায়নকে (১৫) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ২৮৪ রানে গুটিয়ে দেন মিরাজ।

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৮ রানে অলআউট করার পর বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৪২৬ রানের পাহাড় গড়েছিল। বাংলাদেশের হয়ে ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম তার প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নেন। এছাড়া অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৮৪ এবং মেহেদী হাসান মিরাজ ৬৫ রান করেন। এতে প্রথম ইনিংস থেকেই ২২৮ রানের বিশাল লিড পায় বাংলাদেশ।

প্রথম ইনিংসে বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করে ৬ উইকেট নেওয়া হাসান মাহমুদ দ্বিতীয় ইনিংসেও শিকার করেন ৩ উইকেট। ম্যাচে মোট ৯ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জয়ে বড় অবদান রাখেন এই পেসার। এ অবদানের পুরস্কারও পেয়েছেন ম্যাচসেরা হয়ে।

## নিউইয়র্ক সাবওয়ের মুখে

৬০ পৃষ্ঠার পর

এই আতঙ্কে অনেক বাংলাদেশি, লাতিনো ও এশিয়ান পরিবার স্কুল, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট এমনকি বাজারেও যেতে ভয় পাচ্ছেন।

সেই ভয় কাটাতেই New York Immigration Coalition-এর স্বেচ্ছাসেবকরা এই জরমযঃং ঈধৎফ বিলি শুরু করেছেন। USA Today-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সাবওয়ের প্রবেশমুখেই তারা এই কার্ড বিলি করছেন।

কার্ডে কী লেখা আছে?

১. জজের সই করা ওয়ারেন্ট না দেখালে আপনি দরজা খুলতে বাধ্য নন
২. আপনার চুপ থাকার অধিকার আছে
৩. আপনার আইনজীবীর সাথে কথা বলার অধিকার আছে

এটি কোনো আইনি পরামর্শ নয়, এটি শুধু আপনার সাংবিধানিক অধিকারের তথ্য।

৩টি বড় আপডেট:

১. বডি ক্যামেরায় ICE: Reuters জানিয়েছে, ওঈঊ এখন তাদের অফিসারদের বডি ক্যামেরা দিচ্ছে। গত ৪ মার্চ Jacob K. Javits Federal Building-এ ইমিগ্রেশন কোর্টে বডি ক্যামেরা পরা এজেন্ট দেখা গেছে।

২. 26 Federal Plaza এখনো হটস্পট: এখানেই ইমিগ্রেশন কোর্ট ও প্রসেসিং সেন্টার। এখানে সাংবাদিকদের সাথে সংঘর্ষের পর Journalists Association প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৩. Attorney General-এর পোর্টাল: New York Attorney General Letitia James একটি পোর্টাল চালু করেছেন যেখানে যে কেউ ICE কার্যক্রমের ছবি/ভিডিও জমা দিয়ে রিভিউয়ের জন্য পাঠাতে পারেন।

আপনার ফোনে আজই সেভ করুন:

৩১১ - NYC wসটি হেল্পলাইন
২১১ - কমিউনিটি সার্ভিস হেল্পলাইন
ActionNYC - ফ্রি ও নিরাপদ ইমিগ্রেশন আইনি সহায়তা

গুজব নয়, অফিসিয়াল তথ্য শেয়ার করুন। কোনো রেইড দেখলে ভিডিও করুন, কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব থেকে। সংবাদ সুত্র আইবিএল ইন্টারন্যাশনাল

## বিশ্বজুড়ে চরম ঝুঁকিতে রেমিট্যান্স

১৩ পৃষ্ঠার পর

উদ্দিন। বৈধ কাগজপত্রের অভাবে দুই দশক ধরে দেশে ফেরা হয়নি তার। গত ১৭ জুলাই জোহানেসবার্গে সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। তাহমিনার আক্ষেপ, 'আমার ছোট বোনের বয়স এখন ১৮ বা ১৯, সে তো জীবনে বাবাকে দেখেইনি!চ

অন্যদিকে, নোয়াখালী সদরের হনুফা খাতুনের ট্র্যাজেডি আরও মর্মান্তিক। ডিসেম্বরে দেশে ফেরার কথা ছিল ছেলে ইয়াসিনের। কিন্তু মুঠোফোনে কথা বলা অবস্থাতেই ভিডিও কলে তিনি দেখেছেন ছেলেকে গুলি করে হত্যার সেই ভয়াবহ দৃশ্য।হনুফা খাতুনের সেই অপেক্ষার প্রহর এখন শুধুই ডুকরে কাঁদার।

দক্ষিণ আফ্রিকা: যেখানে জীবনের চেয়ে বুলেটের দাম কম

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশির বসবাস। দেশটিতে অপরাধের সূচক ৭৪.৬-এ গিয়ে ঠেকেছে, যার কারণে খোদ যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ভ্রমণের ওপর সতর্কতা জারি করে রেখেছে।

# যদি আমি মরি, আপনারাও মরবেন-কেন সাংবাদিকদের

৬ পৃষ্ঠার পর

করেননি তিনি। স্ল্যাটারি বলেন, সফরসূচির এ পরিবর্তন ছিল বিভ্রান্তিকর, আর ট্রাম্পের ব্যাখ্যাও খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। সাংবাদিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, ইরান কি প্রেসিডেন্টকে হত্যার কোনো সুনির্দিষ্ট ষড়যন্ত্র করেছে?

স্ল্যাটারি আরও বলেন, ‘প্রথমত, আমাদের কাছে সেদিনের সফরসূচিই ছিল রহস্যময়। তবে যুক্তরাজ্যে যাত্রাবিরতির পর আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ওয়াশিংটনের দিকেই ফিরছি বলে ধরে নিয়েছিলাম।’

সাংবাদিকেরা নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়টি আগেই ধারণা করতে পেরেছিলেন বলেও জানান স্ল্যাটারি। তিনি বলেন, ‘যদি নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়ে আমাদের প্রাথমিক ধারণা সঠিক হয়ে থাকে, তবে কাতারের দেওয়া উড়োজাহাজটি হয়তো প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা মান পূরণ করছিল না। সেটিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সুবিধার অভাব এখনো রয়েছে বলে জানা যায়।’

হোয়াইট হাউস কেন ট্রাম্পের উড়োজাহাজ পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, তা থেকে এটির একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এমনটা হলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ একটি উড্ডয়নের মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলাম।’

৮ জুলাই ন্যাটো সম্মেলনের শেষ দিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অনিচ্ছাকৃতভাবেই সম্ভাব্য হুমকি নিয়ে জল্পনাকল্পনা উসকে দিয়েছিলেন বলে মনে করেন স্ল্যাটারি। ট্রাম্প সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা থেকে শুরু করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করার সময় বারবার সাংবাদিকদের কাছে করা মন্তব্যে তাঁকে হত্যার ইরানের দীর্ঘদিনের কথিত চেষ্টার কথা তুলে ধরছিলেন।

রয়টার্সের সাংবাদিক স্ল্যাটারি বলেন, ‘তুরস্ক ছাড়ার ঠিক আগে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উড়োজাহাজ পরিবর্তন নিয়ে করা প্রশ্নগুলোর বেশির ভাগই এড়িয়ে যান। এতে কিছু একটা যে স্বাভাবিক নয়ড়এমন অনুভূতি আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

‘যে উড়োজাহাজকে আমরা প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ বলে মনে করেছিলাম, তাতে ওঠার সময় হোয়াইট হাউসের কর্মীরা সাংবাদিকদের জানালার পর্দা নামিয়ে রাখতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে আমাদের বলা হয়, এটি সিক্রেট সার্ভিসের অনুরোধ। ‘এর আগে প্রেসিডেন্টের উড়োজাহাজে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম, এমন নির্দেশনা অস্বাভাবিক। তবে কি এটি কোনো গোপন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আড়াল করার চেষ্টা ছিল?

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই আমরা জানতে পারি, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ট্রাম্প একটি গোপনীয় অভিযানের অংশ হিসেবে ক্যাটারিং ট্রাকে করে ওই উড়োজাহাজ থেকে নেমে অন্য একটি সামরিক উড়োজাহাজে উঠেছিলেন। জানালার পর্দা নামিয়ে রাখার নির্দেশটি ছিল সেই অভিযান গোপন রাখার জন্য।

‘এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকলে তথ্য পাওয়া আশ্চর্যজনকভাবে কঠিন। নিরাপত্তার কারণে সাংবাদিকদের ওয়াই-ফাই ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগও সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে।

‘আঙ্কারা থেকে মিলডেনহল পর্যন্ত উড়োজাহাজযাত্রা নির্বিঘ্নেই কেটেছিল, যদিও স্বস্তিতে থাকা কঠিন ছিল। আমরা ভুলভাবে বিশ্বাস করছিলাম যে প্রেসিডেন্ট যেকোনো মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারেন। আর আমাদের এ যাত্রাকে ঘিরে পরিস্থিতি তখনো রহস্যে ঢাকা ছিল।

‘তখন ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলাপে কেন যোগ দেননি, এখন সেই কারণগুলো স্পষ্ট। তবে তাঁর অনুপস্থিতিকে আমি তখন তেমন গুরুত্ব দিইনি। কারণ, এয়ারফোর্স ওয়ানে ভ্রমণের সময় তিনি প্রায়ই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা এড়িয়ে যান। কিন্তু ভর সন্ধ্যায় যখন আমরা ইংল্যান্ডে অবতরণ করলাম, তখন যাত্রাটি আরও অস্বাভাবিক অবস্থায় মোড় নিল।

‘উড়োজাহাজ থেকে নামার সময় আমরা দেখলাম, ট্রাম্প এ উড়োজাহাজেরই অন্য একটি অংশ থেকে নেমে আসছেন। পরে বোঝা যায়, এটি ছিল পুরো ছলনারই একটি সুচিন্তিত ও জটিল অংশ।

‘এরপর হোয়াইট হাউসের কর্মীরা আমাদের ট্রাম্পকে অনুসরণ করতে বলেন। তিনি হেঁটে কাতার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া নতুন এয়ারফোর্স ওয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন। আমরা যে উড়োজাহাজ থেকে সবে নেমেছি তার কয়েক শ গজ সামনে সেটি পার্ক করা ছিল।

‘প্রেসিডেন্টের দুই পাশে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা অবস্থান নিয়েছিলেন। আর আমাদের ডানে একটি কালো সরকারি এসইউভি ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছিল।

‘এটি এমন এক কৌশল, যার মতো কিছু আমি হোয়াইট হাউস কভার করার সময় আগে দেখিনি। আমার কাছে সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যটি বেশ নাটকীয় ও চলচ্চিত্রসুলভ মনে হয়েছিল। বিশেষ করে যখন এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ছিলাম।’

নতুন উড়োজাহাজে উঠে হোয়াইট হাউসের এক সহকারী সাংবাদিকদের ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের একটি পোস্টের ছাপা কপি দেন। পোস্টে কাতারের দেওয়া উড়োজাহাজের সামনে জড়ো হওয়া সামরিক সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছবি ছিল।

পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, বিমানঘাঁটির ‘পুরো’ কর্মীবাহিনী উড়োজাহাজটি দেখতে চেয়েছিল এবং মিলডেনহলে যাত্রাবিরতি করতে আঙ্কারা থেকে ওয়াশিংটনের স্বাভাবিক উড্ডয়নপথের সূচিতে ‘প্রায় কোনো বিচ্যুতিই’ করতে হয়নি। স্ল্যাটারি বলেন, ‘কিছুক্ষণ পর প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের কেবিনে আসেন। তখন আমরা তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকিড়ইংল্যান্ডে আসার জন্য তিনি কেন কাতারের দেওয়া উড়োজাহাজ ব্যবহার করেননি। এর প্রকৃত কারণ কী ছিল তা জানতে চাই। ‘সেই ঘটনার আরও এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা জানতে পারি, ট্রাম্প আসলে মিলডেনহলে যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গে ছিলেনই না এবং এ ঘটনায় তৃতীয় একটি উড়োজাহাজও জড়িত ছিল। ‘অথচ, ওয়াশিংটনে ফেরার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ ঘটনার পেছনে নিরাপত্তাজনিত কোনো উদ্বেগ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন।

‘তবে আমি যখন ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করি, কেন আমাদের জানালার পর্দা নামিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল, তখন তিনি ইরানের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের হুমকির বিষয়টি স্বীকার করেন।

‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের বলেছিলেন, “কিন্তু যদি আমি (মারা) যাই, আপনারাও যাবেন। তাই তো? হয়তো কোনো এক দিন আপনারাও পেশা বদলাতে চাইবেন।”’

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED E-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান?
## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**
**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

## জুলাইয়ে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি

১৭ পৃষ্ঠার পর

ওই মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে ৭ দশমিক ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা জুনে ছিল ৮ দশমিক ৬০ শতাংশ। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ থেকে কমে ৯ দশমিক ২৮ শতাংশ হয়েছে।

## বিশ্ব ফুটবল পরিচালনায় নতুন

১৬ পৃষ্ঠার পর

ফুটবল সংস্থা কনকাকাফ এবং এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) ফিফার পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে স্বাধীন পর্যালোচনার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু দুই সপ্তাহ আগে ইনফান্তিনোর বিশ্বকাপের ২১ শতাংশ অংশ বিক্রির পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসার পরও তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দেননি। এখন এই তিন সংস্থা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছে।
বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছে, তিন কনফেডারেশন মিলে একটি নীতিগত নথি তৈরির কাজ করছে। এতে ভবিষ্যতে ফিফাকে কীভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে, তার একটি রূপরেখা থাকবে। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ফিফার ভবিষ্যৎ নিয়ে মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বলা হয়েছে। ফিফার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সংস্থাটির কাঠামো কেমন হবে এবং কী ধরনের পরিচালনব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিতড়এসব বিষয়ও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ফিফার অর্থ কীভাবে বণ্টন করা হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ফিফার প্রায় ৫০০ কোটি ডলার রিজার্ভ কীভাবে সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
ইনফান্তিনো আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানালে আগামী বছরের ফিফা সভাপতি নির্বাচনে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এই নতুন কাঠামো গ্রহণ করতে পারেন। এমনকি এটি ফিফা থেকে বেরিয়ে নতুন কোনো সংগঠন তৈরির ভিত্তিও হতে পারে।
সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে উয়েফা, কনকাকাফ ও এএফসি বলেছিল, ফুটবলের জন্য কাজ করবে, ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে নাড় এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন। এরপর তারা জানায়, ফিফার নেতৃত্বের সঙ্গে এই বিরোধ অব্যাহত থাকলে নতুন প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়েও প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে।
বর্তমানে আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপ ইউরোপীয় দলগুলোকে ছাড়াই হতে পারে। উয়েফা জানিয়েছে, ফিফা বিশ্বকাপের অংশীদারত্ব বিক্রির বিতর্ক নিয়ে দ্রুত স্বাধীন তদন্তের ব্যবস্থা না করলে এবং ভবিষ্যতে এমন উদ্যোগ আর নেওয়া হবে নাড়এমন আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নিশ্চয়তা না দিলে তাদের সদস্য দেশগুলো এই টুর্নামেন্ট বয়কট করবে।
এই মুহূর্তে ইনফান্তিনোর সবচেয়ে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কনকাকাফের সভাপতি ভিক্টর মন্তাগলিয়ানির নাম আলোচনায় রয়েছে। তবে জুনে দ্য গার্ডিয়ানকে তিনি বলেছিলেন, আগামী বছর উত্তর ও মধ্য আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়াই এখন তার প্রধান লক্ষ্য।
তবে সোমবার প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে মন্তাগলিয়ানির বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে। চলতি বছর ভ্যাঙ্কুভারে ফিফা কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন, ওসোজা কথা বলি, নেতৃত্ব মানে ক্ষমতা নয়ৰ
ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর এবারই প্রথম ইউরোপীয় ফুটবলের শীর্ষ কর্মকর্তারা সরাসরি বৈঠকে বসছেন। আগামী দুই দিনে সালজবুর্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বুধবার সেখানে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।
উয়েফার সভাপতি আলেকসান্ডার সেফেরিন ইউরোপিয়ান ফুটবল ক্লাবসের চেয়ারম্যান নাসের আল-খেলাইফির সঙ্গে বৈঠক করবেন। ফিফার শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তনের দাবিতে ইউরোপীয় ফুটবলের ঐক্য আরও জোরদার করাই হবে এই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য।
ফিফার প্রতিযোগিতা বয়কটের সিদ্ধান্তে এখনো অনড় রয়েছে উয়েফা। বর্তমান সংকটের কারণ হওয়া বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি আর হবে নাড়এমন কাঙ্ক্ষিত নিশ্চয়তা এখনো ফিফার কাছ থেকে পায়নি তারা।

## এআই কি শ্রমিকের বন্ধু হতে পারে,

১৭ পৃষ্ঠার পর

ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মূলত প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় এআই ব্যবহারের জায়গা ঠিক করে এবং এআই ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
জ্যঁ-লুই আরকাঁ বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় যে কাজগুলো সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি করে, প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভবত সেসব কাজেই আগে এআই ব্যবহার করবে। এতে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বড় বাধাগুলো দূর হবে। ফলে অন্য কাজগুলোতে উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে এবং সেখানে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়তে পারে।
তিনি বলেন, এআই শ্রমিকের বন্ধু হতে পারে।
আরকাঁর গবেষণাটি অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমারের ‘ও-রিং’ মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই মডেল অনুযায়ী, উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় অনেকগুলো কাজ একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমস্যা হলে পুরো উৎপাদনপ্রক্রিয়াই ব্যাহত হতে পারে।
এই বিষয়টি বোঝাতে তিনি ১৯৮৬ সালের চ্যালেঞ্জার মহাকাশযান দুর্ঘটনার উদাহরণ দেন। ওই দুর্ঘটনায় তুলনামূলক কম দামের একটি ও-রিংয়ে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। সেই ত্রুটির সঙ্গে মহাকাশযানটি ধ্বংস হওয়ার ঘটনা জড়িত ছিল।
আরকাঁ তার মডেলে দেখিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোনো কাজে ব্যর্থতার ঝুঁকি কমাতে প্রতিষ্ঠান এআই ব্যবহার করতে পারে। এতে কর্মসংস্থানের ওপর দুই ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।
একটি নির্দিষ্ট কাজে এআই মানুষের চেয়ে দক্ষভাবে কাজ করতে পারলে সেখানে শ্রমিকের প্রয়োজন কমে যেতে পারে। ফলে ওই কাজে কমসংখ্যক শ্রমিক বা তুলনামূলক কম দক্ষ শ্রমিক দিয়েই কাজ চালানো সম্ভব হতে পারে। অন্যদিকে, উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অন্য কাজগুলোতে এআই শ্রমিকদের কাজের সহায়ক হতে পারে। কোনো একটি বড় বাধা এআই দিয়ে দূর করা গেলে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অন্য জায়গায় থাকা শ্রমিকরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। এতে তাদের শ্রমের চাহিদা বাড়তে পারে।
আরকাঁ বলেন, কোনো একটি কাজে এআই ব্যবহার করলে সেখানে শ্রমিকের প্রয়োজন কমতে পারে। কিন্তু অন্য কাজে শ্রমিকের চাহিদা বাড়তে পারে, কারণ সেখানে এআই শ্রমিকদের কাজের সহায়ক হবে।
কর্মসংস্থানে এআইয়ের প্রভাব কী হবে, তা নির্ভর করবে প্রযুক্তির ধরন, কোন কাজে সেটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এআই ব্যবহারের খরচ কত, এসব বিষয়ের ওপর।
তিনি বলেন, একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এআই শ্রমবাজারে কী প্রভাব ফেলবে, তাহলে সঠিক উত্তর হলোড় এটা নির্ভর করে। তার মডেল অনুযায়ী, যেসব কাজে ভুল বা ব্যর্থতার ঝুঁকি বেশি, প্রতিষ্ঠানগুলো সম্ভবত সেসব কাজেই আগে এআই ব্যবহার করবে। অর্থাৎ এআইয়ের ব্যবহার শুধু উন্নত বা উচ্চ দক্ষতার কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন নয়। বরং যে কাজগুলো উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় বড় বাধা তৈরি করছে এবং যেগুলো ঠিক করা গেলে উৎপাদনশীলতা অনেকটা বাড়বে, প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে আগে এআই ব্যবহার করতে পারে।
এটা সেবা খাতের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন কোড লেখা বা অনলাইনে গ্রাহকসেবা দেওয়ার মতো কাজে এআই ভুল কমাতে এবং কাজের মান বাড়াতে পারে।
গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, এআই মজুরির পার্থক্য কিছুটা কমাতেও সাহায্য করতে পারে। ও-রিং মডেল অনুযায়ী, শ্রমিকদের দক্ষতার সামান্য পার্থক্যও উৎপাদনশীলতা ও মজুরিতে বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে। কারণ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার কাজগুলো একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত।
আরকাঁ বলেন, এআই উৎপাদনপ্রক্রিয়ার দুর্বল জায়গাগুলো শক্তিশালী করে এই পার্থক্য কিছুটা কমাতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য ব্যবহার করে করা একটি হিসাব বলছে, গবেষণায় দেখানো এই প্রক্রিয়ার কারণে স্বল্পমেয়াদে দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রায় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বাড়তে পারে।
তবে আরকাঁ বলেন, এই লাভ খুব বেশি না। এ ছাড়া এআই চালু করার খরচও কম নয়। তার বিশ্লেষণ বলছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর তুলনায় কম আয়ের দেশগুলো এআই থেকে বেশি উপকৃত হতে পারে। তবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে এই সুবিধা পেতে হলে কৌশল করে এআই ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার যেসব জায়গায় সত্যিকারের সমস্যা বা বড় বাধা রয়েছে, সেগুলো দূর করতে এআই ব্যবহার করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। আরকাঁ বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এআই ব্যবহারের প্রভাব বুঝতে আরও গবেষণা দরকার। বাংলাদেশে এআই কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের আগ্রহের কথাও তিনি জানান।
তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে এআই ব্যবহারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

## উয়েফা ছাড়তে ইনফান্তিনোর

১৬ পৃষ্ঠার পর

অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই নারীর সঙ্গে সম্পর্ক চলাকালে তাকে প্রশাসনিক পদ থেকে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পদে উন্নীত করা হয় এবং তখন তার বেতনও প্রায় ২৫ হাজার পাউন্ড বাড়ানো হয়েছিল।
শুক্রবার দ্য টেলিগ্রাফ ওই অর্থ দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার পর জানা যায়, উয়েফা সংস্থাটিতে ইনফান্তিনোর ১৬ বছরের পুরো কর্মকাণ্ড নিয়ে তদন্ত শুরু করার কথা বিবেচনা করছে।
উয়েফা নিশ্চিত করেছে যে তাদের এক সাবেক কর্মীকে অর্থ দেওয়া হয়েছিল। সংস্থাটি জানিয়েছে, এরপর তারা নিজেদের বিধিবিধান আরও কঠোর করেছে, যাতে সেগুলোওআধুনিক, উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ্প হয়। তবে ওই অর্থ কে অনুমোদন করেছিলেন, তা উয়েফা প্রকাশ করেনি। সূত্রগুলো জানিয়েছে, কথিত সম্পর্কের সময় উয়েফার মহাসচিব ছিলেন ইনফান্তিনো এবং সেই সময়ই সংস্থাটির অর্থ ব্যবহার করে ওই অর্থ দেওয়ার ঘটনা ঘটে।
তৎকালীন উয়েফা সভাপতি মিশেল প্লাতিনি কথিত ওই সম্পর্কের বিষয়ে ইনফান্তিনোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ওই নারীকে অর্থের বিনিময়ে উয়েফা থেকে বিদায় দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি হয়েছিল।
এটাও জানা গেছে যে, ওই নারীর ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পড়াশোনার শিক্ষাব্যয় উয়েফা বহন করেছিল। পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি আরেকটি বড় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থায় চাকরি নেন।
চার সন্তানের বাবা ও বিবাহিত ইনফান্তিনো ওই সম্পর্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। রোববার ফিফার এক মুখপাত্র আবারও অভিযোগগুলো অস্বীকার করে বলেন,ওইনফান্তিনোর অধীনে সবকিছু সবসময় সঠিকভাবেই করা হয়েছেৰ
শনিবার দক্ষিণ আমেরিকায় ফিফার ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তি কনমেবল এবং আফ্রিকায় নিজের সমর্থন জোরদার করেন ফিফা সভাপতি। সপ্তাহান্তে কলম্বিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এস্প্রিয়েলার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি দেশটির কালি শহরে উপস্থিত ছিলেন। ইনফান্তিনোর ইনস্টাগ্রাম পাতাতেও ওই অনুষ্ঠানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।
ফিফা এক বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলেছে,ওকিছু ব্যক্তি ফিফা ও এর সভাপতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সমন্বিত ও চলমান একটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেৰ ফিফার এক মুখপাত্র বলেন,ওযারা ফিফার সদস্য সংস্থাগুলোর সমর্থন পায় না, তাদের উচিত নয় ফিফার প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা অর্জন করতে পারে না, তা অভিযোগ, ইঙ্গিত বা ভুল তথ্যের মাধ্যমে অর্জনের চেষ্টা করাৰ
দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনগুলোর সরাসরি উল্লেখ না করে বিবৃতিতে ওভিত্তিহীন দাবি এবং স্পষ্টতই মিথ্যা অভিযোগেৰ কথা বলা হয়।
তবে রোববার ফিফার সাবেক নৈতিকতা বিভাগের প্রধান, যিনি ফিফার সাবেক সভাপতি সেপ ব্লাটারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ইনফান্তিনোর কর্মকাণ্ড সম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে যেতে পারে।
ফিফার ২০১৫ সালের দুর্নীতি কেলেঙ্কারি তদারকি করা এবং সেপ ব্লাটার ও মিশেল প্লাতিনিকে পদচ্যুত করা ফিফা এথিকস কমিটির জাজিং চেম্বারের চেয়ারম্যান ছিলেন জার্মান বিচারক হান্স-ইয়োয়াখিম একার্ট। তিনি বলেন, ইনফান্তিনো যদি ফিফার বিধিবিধান মেনে না চলেন, তাহলে তিনিওসম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে প্রবেশেৰ ঝুঁকিতে রয়েছেন।
ইনফান্তিনো নিজের তৈরি করা প্রথম ফিফা শান্তি পুরস্কার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলমান নৈতিকতা-সংক্রান্ত অভিযোগের মুখে রয়েছেন। এ ছাড়া এবারের গ্রীষ্মকালীন বিশ্বকাপে বহিষ্কৃত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় ফোলারিন বালোগুনের ওপর আরোপিত বিশ্বকাপ-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা নিয়ে ফিফার সিদ্ধান্ত নিয়েও তিনি তদন্তের মুখে রয়েছেন।
একার্ট সুইজারল্যান্ডের সংবাদপত্র নয়েৎস আম জোনটাগকে বলেন,ওফিফার একজন সভাপতি কী করতে পারেন, সে বিষয়ে আসলে কঠোর বিধিবিধান রয়েছে। তিনি ফিফা কাউন্সিল, অর্থ কমিটি এবং নীতিপালন কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এমনকি আরও বেশি অর্থের বিষয় হলেও সেটি অনুমোদিত নয়ৰ
তিনি বলেন,ওফিফার বিধিতে কোনো সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের ব্যবস্থা নেই। ফিফায় সংস্কারের অংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে নির্বাহী সংস্থা হলো ফিফার সাধারণ সচিবালয়, সভাপতি নন। সভাপতি ফুটবলের প্রতিনিধিত্ব করেন, সম্পর্ক তৈরি করেন এবং বিশ্বজুড়ে ফুটবলকে এগিয়ে নেন। কিন্তু তিনি এককভাবে অর্থসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাৰ
একার্ট আরও বলেন,ওকোনো প্রমাণ নষ্ট করা যাবে নাড়এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে উয়েফা আইনি উপায়ে দাবি জানাচ্ছে। এটাও মনে রাখা উচিত, ফিফার প্রমাণসংক্রান্ত নথি হারিয়ে গেলেও এর সঙ্গে অন্য পক্ষগুলোও জড়িত। ফলে বিষয়টির সমাধান না হওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি নয়। এমনও হতে পারে যে প্রাথমিক চুক্তির সময়ও অর্থের লেনদেন হয়েছিল। সেক্ষেত্রে পরবর্তী প্রশ্ন হবেড়অর্থ কে দিয়েছিল? আর সেই অর্থ কোথায় গিয়েছিলৰ
তিনি বলেন,ওফিফার বিখ্যাত শান্তি পুরস্কারের কথাই ধরা যাক, বিশেষ করে ট্রাম্পকে দেওয়া সোনালি ট্রফিটির কথা। কোন শিল্পীকে দিয়ে এটি তৈরি করানো হয়েছিল? কী কী শর্ত ছিল? কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল? এর খরচ কত হয়েছিল? আর এর অর্থ কে দিয়েছিল এবং কোন অর্থ থেকে দেওয়া হয়েছিল? সবকিছু নিয়মমাফিক হয়েছিল কি না, তা ফিফা এথিকস কমিটিকে তদন্ত করতে হবে। যদি দেখা যায়, ইনফান্তিনো নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন, কোনো কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করেননি এবং একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাহলে আমরা সম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে প্রবেশ করছিৰ
বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ কেনার চেষ্টা করা একটি বেসরকারি বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর নেপথ্যের মূল ব্যক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই জোশুয়া কুশনারের নাম আসার পর ট্রাম্পের সঙ্গে ইনফান্তিনোর সম্পর্কও ইতোমধ্যে তীব্র নজরদারির মুখে রয়েছে।
একার্ট বলেন,ওইনফান্তিনো ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রায়ই যোগাযোগ করতেনড়এটা সবারই জানা। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে চুক্তি করার কৌশল শিখেছেন। বিনিয়োগকারীরা যখন ফিফার সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তারা তাদের বিনিয়োগ থেকে মুনাফা চান। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই। আর এর অর্থ কী হবে? আরও বেশি ম্যাচ? দুই বছর পরপর বিশ্বকাপৰ
তিনি আরও বলেন,ওইনফান্তিনোর কাছে ট্রাম্প একজন আদর্শ। ট্রাম্পও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করতেই বেশি পছন্দ করেন। একটি বিশ্ব ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে তার উচিত মাঝে মাঝে সামনে বসে সব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ফিফার জন্যও। কারণ ফিফার সভাপতি কী ভাবছেন, তা আমরা আর জানতে পারছি নাৰ
বিশ্ব ফুটবলে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের সঙ্গে একার্টের সমালোচনাও যুক্ত হলো।
রোববার স্পেনের শীর্ষ ফুটবল বিভাগের সভাপতি হাভিয়ের তেবাস ঘোষণা করেন,ওইনফান্তিনো যুগ শেষৰ এবং ফিফায়ওপ্রকৃত সংস্কারৰ প্রয়োজন।
তেবাস ফরাসি সংবাদপত্র ল্য মন্দকে বলেন,ওআমার কাছে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর কারণে এ কথা বলছি না; অনেক দিন ধরেই আমি তার এই ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি লক্ষ্য করছি। যদিও এখন সবাই যেন বিষয়টি আবিষ্কার করছেৰ
তিনি বলেন,ওজিয়ান্নি ইনফান্তিনো ফুটবলের বিকাশে অবদান রাখছেন না। বরং তার প্রকল্পগুলো ফুটবলের মূল ভিত্তিড়জাতীয় লিগগুলোড়ধ্বংস করছে। ফুটবল শুধু অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমার কাছে ইনফান্তিনো যুগ শেষৰ
তেবাস আরও বলেন,ওযা ঘটছে, তাতে আমি অবাক নই। বরং যে বিষয়টি আমাকে অবাক করে, তা হলোড়বহু বছর ধরে যারা নীরব ছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়াৰ
রোববার ফিফার এক মুখপাত্র বলেন,ও২০২৬ সালের ৭ আগস্ট দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া আগের বক্তব্যের প্রতি ফিফা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইনফান্তিনো এসব অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেনৰ

## পদত্যাগের চাপে ফিফা-প্রধান

১৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে“ব্যাপক পর্যালোচনা” আহ্বান জানিয়েছিল দাবি জানিয়েছিল উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনকাকাফ।

বৃহস্পতিবার সর্বসম্মতিক্রমে ইনফান্তিনোর নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানায় কনফেডারেশন অভ আফ্রিকান ফুটবলও (ক্যাফ)।

তবে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা জানিয়েছে, তারা বিশ্বকাপ ও ফিফার অন্যান্য প্রতিযোগিতা বয়কটের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। উয়েফা ও কনকাকাফের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে এশিয়ার কনফেডারেশনগুলো।

তবে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, ফিফার ২১১ সদস্য দেশের ভোটাভুটি ছাড়া ইনফান্তিনোকে অপসারণের যেকোনো চেষ্টা তারা প্রত্যাখ্যান করছে।

মেক্সিকোর ফেডারেশনও একই মনোভাব প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে,“এফএমএফ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে আয়োজিত এমন কোনো প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেবে না। এফএমএফ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ফুটবলের বিকাশ অব্যাহত রাখতে সভাপতি ইনফান্তিনোর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে”

চলতি সপ্তাহে মরক্কোর রাবাতে এক বৈঠকের পর ফিফা বলেছে, বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক ভবিষ্যতের একাংশ বিক্রি-সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে যেসব ভুল হয়েছে, তার জন্য তারা সদস্য দেশগুলোর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। সেইসঙ্গে যে প্রক্রিয়ার কারণে এ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা পর্যালোচনা করার অঙ্গীকার করেছে সংস্থাটি।

ফিফার ভুল স্বীকার করেছে এএফএ

বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রির প্রস্তাবটিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই অচলাবস্থা আগামী বছরের মার্চে মরক্কোতে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা কংগ্রেসে চতুর্থ মেয়াদে ইনফান্তিনোর পুনঃনির্বাচিত হওয়াকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে। তবে ওই নির্বাচনে ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কোনো প্রার্থী এখনো উঠে আসেননি।

ইনফান্তিনোকে দেওয়া এক চিঠিতে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এএফএ গত ১০ বছরে ফিফার কাজের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছে, সংস্থাটি স্পষ্ট, স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ শাসন কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বিশ্বজুড়ে ফুটবলের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ওপর জোর দিয়েছে।

এএফএ স্বীকার করেছে, বিশ্বকাপের স্বত্ব বিক্রির প্রস্তাবটি অনিশ্চয়তা তৈরির পাশাপাশি এতে কিছু ভুলও হয়েছিল। তবু সংস্থাটি মনে করে, আগামী বছরের কংগ্রেসের আগে সামনে এগোনোর সঠিক উপায় ফিফার নেতার অধীনেই কাজ চালিয়ে যাওয়া।

এর আগে আলোচনার পথ না বেছে বারবার একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় কনমেবলের বিবৃতিতে। পাশাপাশি তারা এক দশকেরও বেশি সময় আগে ফিফা স্বচ্ছতা বাড়াতে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এনেছিল, সেগুলোর গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।

ইংল্যান্ড ও আলবেনিয়ার পথ অনুসরণ করে যেসব দেশের জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইনফান্তিনোর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে, ক্রোয়েশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ক্রোয়েশিয়ার ফেডারেশন বলেছে“ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণী পর্যালোচনার ভিত্তিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে”

বৃহস্পতিবার খেলোয়াড়দের সংগঠন ফিফপ্রো বলেছে, ইনফান্তিনোর প্রস্তাবটি কেবল নীতিনির্ধারণী ব্যর্থতাই নয়, এটি সভাপতি পদের ক্ষমতার “চরম অপব্যবহার”।

তবে ফিফা দাবি করেছে, বাণিজ্যিক স্বত্ব-সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপ সংস্থাটির নিয়মাবলি মেনেই নেওয়া হয়েছিল। এই ভুলগুলো মূলত প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ-সংক্রান্ত ছিল, নীতিনির্ধারণী বা পরিচালনা বিধির লঙ্ঘন ছিল না।

## যাত্রার ২ বছরেই লাভজনক চট্টগ্রাম-

১৭ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এতে রেলওয়ের আয় হয়েছে ৫৯ কোটি ৪ লাখ ২ হাজার ২৬৫ টাকা। মাসভিত্তিক হিসাবে, ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ৮৪ হাজার ৫১৭টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৫ কোটি ১০ লাখ ২২ হাজার ৮৩০ টাকা। আগস্টে ৮৪ হাজার ৫৪টি টিকিট বিক্রি থেকে আয় হয়েছে ৪ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার ২৬০ টাকা। সেপ্টেম্বরে ৯০ হাজার ৩৩০টি টিকিটে আয় হয়েছে ৪ কোটি ৯৫ লাখ ১৮ হাজার ৬৭ টাকা।

অক্টোবরে ৮৬ হাজার ৭৯৭টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৪ কোটি ৯৪ লাখ ৪২ হাজার ১৪০ টাকা। নভেম্বরে ৮১ হাজার ৩৩৮টি টিকিটে আয় হয়েছে ৪ কোটি ৭৫ লাখ ২৫ হাজার ২৯২ টাকা। ডিসেম্বরে ৯৬ হাজার ৮৭০টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৯৬ হাজার ৩৭২ টাকা।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ৮৯ হাজার ১৯৩টি টিকিটে আয় হয়েছে ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৮২ হাজার ২১৮ টাকা। ফেব্রুয়ারিতে ৫০ হাজার ৮৫৬টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৩ কোটি ৯ লাখ ১৫ হাজার ২৬৬ টাকা। মার্চে ৮০ হাজার ১৭টি টিকিটে আয় হয়েছে ৪ কোটি ৯১ লাখ ৮৮ হাজার ৫০৪ টাকা।

এপ্রিলে ৮২ হাজার ৪টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৫ কোটি ১৭ লাখ ৬২ হাজার ৩৪৫ টাকা। মে মাসে ৭৮ হাজার ৬০৬টি টিকিটে আয় হয়েছে ৫ কোটি ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৭১৩ টাকা। জুনে ৮৫ হাজার ১৪০টি টিকিট বিক্রি করে আয় হয়েছে ৫ কোটি ২৬ লাখ ২১ হাজার ৯৫৮ টাকা।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল সূত্র বলছে, এই রুট থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ফলে যাত্রী চাহিদার পাশাপাশি রেলওয়ের আয় বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ।

যাত্রী চাপ সামাল দিতে নতুন ট্রেন

পর্যটকদের ব্যাপক আগ্রহের কারণে কক্সবাজার রুটে দিন দিন বাড়ছে যাত্রীর চাপ। চার জোড়া ট্রেন চলাচল করলেও বিভিন্ন সময় অতিরিক্ত যাত্রী সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় রেলওয়েকে।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া বলেন“ঢাকা থেকে কক্সবাজার রুটে বর্তমানে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর পাশাপাশি আরও কয়েকটি ট্রেন কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে যাত্রীদের বাড়তি চাহিদা কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব হবে”

এরই অংশ হিসেবে রাত ৯টা ২০ মিনিটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া মহানগর এক্সপ্রেসের গন্তব্য চট্টগ্রামের পরিবর্তে কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সুবক্তগীন বলেন,“ঢাকা থেকে চলাচলকারী আরও একটি ট্রেন কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এ জন্য কোচ ও ইঞ্জিন কেনার প্রক্রিয়া চলছে। এগুলো পাওয়া গেলে পর্যাপ্তসংখ্যক ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ সহজে কক্সবাজার যাতায়াত করতে পারেন”

পাঁচ জোড়া ট্রেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা

গত ১ আগস্ট কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন ও কক্সবাজার-দোহাজারী রেলপথ পরিদর্শন করেন রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ। এ সময় তিনি জানান, কক্সবাজার রুটে ট্রেন সেবা বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে এ রুটে চার জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। এই সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচ জোড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রেলপথ প্রতিমন্ত্রী বলেন,“কক্সবাজার সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গন্তব্য। চলতি মাসের মধ্যেই আরও এক জোড়া ট্রেন চালুর আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম থেকে চলাচলকারী মহানগর ট্রেনটি শিগগিরই কক্সবাজার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে এবং এটিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ট্রেনে রূপান্তর করা হবে”

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে কক্সবাজার রুটে রেলসেবা আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন রেলপথের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় লোকোমোটিভের কিছুটা সংকট রয়েছে। বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি নতুন লোকোমোটিভ যুক্ত করে এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলছে।

সড়কের চেয়ে দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াত

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার সড়কপথে প্রায় ১৫৯ কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা। বিপরীতে ১৫১ কিলোমিটার রেলপথে যেতে সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা। ফলে সময় ও নিরাপত্তার বিবেচনায় রেলপথকে সড়কের বিকল্প হিসেবে দেখছেন যাত্রী ও ব্যবসায়ীরা। সড়কপথের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক এড়িয়ে রেলপথে তুলনামূলক নিরাপদে যাতায়াতের সুযোগ থাকায় এই রুটে আরও ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

কক্সবাজার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মুখপাত্র আবিদ আহসান সাগর বলেন“রেলপথকে কার্যকর করতে হলে রেলসেবার পরিধি ও ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো গেলে সড়কপথে দুর্ঘটনা কমানো এবং প্রাণহানি রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে”

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সুবক্তগীন বলেন,“আগামী বছরের মধ্যে কক্সবাজার রুটে আরও ট্রেন বাড়ানো সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে প্রতি মাসে ১০ লাখ যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।’সংবাদ সুত্র টিবিএস

## বাংলাদেশের সরকারি কেনাকাটার

১৭ পৃষ্ঠার পর

“২০২৬ ফিসক্যাল ট্রান্সপ্যারেন্সি রিপোর্ট: বাংলাদেশ” শীর্ষক পর্যালোচনায় এসব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যেই বছরের শেষ হিসাব বিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশ করে আর্থিক স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারা আগের সরকারের বাজেট প্রণয়ন, সুপারিশ ও বাস্তবায়ন ধারা অনুসরনের পাশাপাশি দেশের আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়াতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ শুরু করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের মূল্যায়নে জানায়, অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাহী বাজেট প্রস্তাব এবং অনুমোদিত বাজেট সর্বসাধারণের জন্য অনলাইনে উন্মুক্ত করেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পুরোপুরি বজায় রাখা সম্ভব না হলেও সার্বিকভাবে বাজেটের তথ্যাবলি নির্ভরযোগ্য ছিল। এ ছাড়া সরকারের দেনা ও ঋণের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত তথ্যও সবার জন্য সহজলভ্য ছিল। বাজেট নথিপত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ খাত থেকে সংগৃহীত রাজস্বসহ সরকারের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের একটি যুক্তিসংগত ও মোটামুটি বিস্তারিত চিত্র পাওয়া গেছে।

তবে কিছু ঘাটতির কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, সরকারের নির্বাহী কার্যালয়গুলোর পরিচালন খরচের আলাদা হিসাব বাজেটে ছিল না, কিংবা বাজেট থেকে রাজস্ব ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়নি।

পাশাপাশি সরকারের সর্বোচ্চ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। সরকারি হিসাব পর্যালোচনা করতে পারেনি তারা। এ ছাড়া সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত ই-জিপি ব্যবস্থা চালু হলেও এতে প্রবেশাধিকার বা তথ্যের সহজলভ্যতা আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে বলে মনে করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

বাংলাদেশের সরকারি আর্থিক খাতে পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এর মধ্যে রয়েছে“প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণসংক্রান্ত চুক্তির মৌলিক তথ্য জনসমক্ষে উন্মুক্ত করা, অনুমোদিত বাজেট কাঠামোর সঙ্গে বাস্তব অর্জিত আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং দেশের প্রধান নিরীক্ষা কার্যালয়কে পর্যাপ্ত আর্থিক তহবিল ও প্রয়োজনীয় স্বাধীন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রদান করা।

সর্বোপরি সিএজি যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পুরো অর্থবছরের বাজেট নির্ধারিত সময়ে সরাসরি নিরীক্ষা করতে পারে, তা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

## বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম

১৭ পৃষ্ঠার পর

ওবায়েদ আরো বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে সিঙ্গাপুর থেকেই প্রায় ৪৭৫ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে বর্তমানে সিঙ্গাপুরের অবস্থান দশম। এ রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করার পাশাপাশি অসংখ্য পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকার এ অবদানকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে। বৈধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বীকৃতি দিতে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ‘দ্বিতীয় বাংলাদেশ রেমিট্যান্স সম্মাননা ২০২৬’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। গত  সোমবার ১০ আগস্ট সিঙ্গাপুরের ৩০ র্যাফেল অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত সিঙ্গাপুর ফ্লায়ায়ের প্লুম ভেন্যুতে এ সম্মেলন আয়োজিত হয়।

এ সময় প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা (প্রবাসী) দেশের বাইরে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন। আপনাদের কাছে আমি পাঁচটি অনুরোধ রাখতে চাই।

প্রথমত, সবসময় বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাবেন। হুন্ডি থেকে বিরত থাকতে হবে। বৈধ পথে পাঠানো প্রতিটি মুদ্রা দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করে। দুই, সিঙ্গাপুরের আইন, বিধিবিধান ও কর্মসংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে। কোনো ধরনের অপরাধ বিশেষ করে মাদকসংক্রান্ত অপরাধ বা অন্য যেকোনো আইনবিরোধী কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

তিন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে দায়িত্বশীল হতে হবে। উগ্রবাদ, সহিংসতা, ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষমূলক এমন কোন পোস্ট মন্তব্য বা প্রচারণার সঙ্গে নিজেকে কখনোই সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। চার, ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহনশীলতা ও সম্প্রীতি আপনাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আর পাঁচ, নিজেকে প্রতিনিয়ত দক্ষ করে তুলতে হবে। নতুন প্রযুক্তি, কারিগরি দক্ষতা এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে নিজেদের আরো এগিয়ে নিতে হবে।

তিনি জানান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের এ কাজে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আপনাদের হাই কমিশনের দরজা সবসময় খোলা। আপনারা সবসময় হাইপ্রেফারেন্স পাবেন।

বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ, নিরাপদ অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বহুমুখী প্রবাসী ও অভিবাসনবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছেন। সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশে নতুন ইনভেস্টমেন্ট আনার কাজ, অপরদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও কাজ শুরু হয়েছে। তার নেতৃত্বে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বচ্ছ ও ঝুঁকিমুক্ত অভিবাসন, প্রবাসী কার্ড প্রবর্তন, বিদেশে বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা এবং প্রবাসী সেবা সহজীকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় সরকার দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশীদের মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান, প্রবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার বাংলাদেশী সিঙ্গাপুরে কর্মরত আছেন। আপনারা নির্মাণ, মেরিন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। আপনারা বাংলাদেশের উন্নয়নের নির্মাতা। আপনাদের কঠোর পরিশ্রম যেমন আপনাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটায়, তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে আরো সুদৃঢ় করে। দেশের উন্নয়ন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং অসংখ্য পরিবারের স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে আপনাদের অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

শামা ওবায়েদ বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে সিঙ্গাপুর থেকেই প্রায় ৪৭৫ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। দেশের রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে বর্তমানে সিঙ্গাপুরের অবস্থান দশম। এ রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করার পাশাপাশি অসংখ্য পরিবারের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকার এ অবদানকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে।

তিনি বলেন, আজ যাদের সম্মাননা দেয়া হচ্ছে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে আজ হয়তো এ মঞ্চে কিছু প্রবাসী বাংলাদেশী সম্মাননা পাচ্ছেন। কিন্তু আমার কাছে সিঙ্গাপুরে কর্মরত প্রত্যেক সৎ, পারিশ্রমিক, দায়িত্বশীল এবং আইন মেনে চলা বাংলাদেশী একটা সম্মানিত রেমিটেন্স যোদ্ধা।

আপনারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের গর্ব এবং উন্নয়নের অংশীদার।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠাবেন না। তারা বিনিয়োগ করবেন, নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নিয়ে ভাববেন, উদ্যোক্তা হবেন এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের পাটজাত কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, ওষুধ ও অন্যান্য মানসম্পন্ন পণ্যের জন্য সিঙ্গাপুরের নতুন বাজার তৈরিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশের উদ্যোক্তা ও রফতানিকারকদের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আপনারা দুদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারেন। দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে আপনাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার এ উদ্যোগ নেয়ায় বণিক বার্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ গৌরবময় আয়োজনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। এ সম্মাননা দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন হলেও আমি মনে করি এটি একটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ।

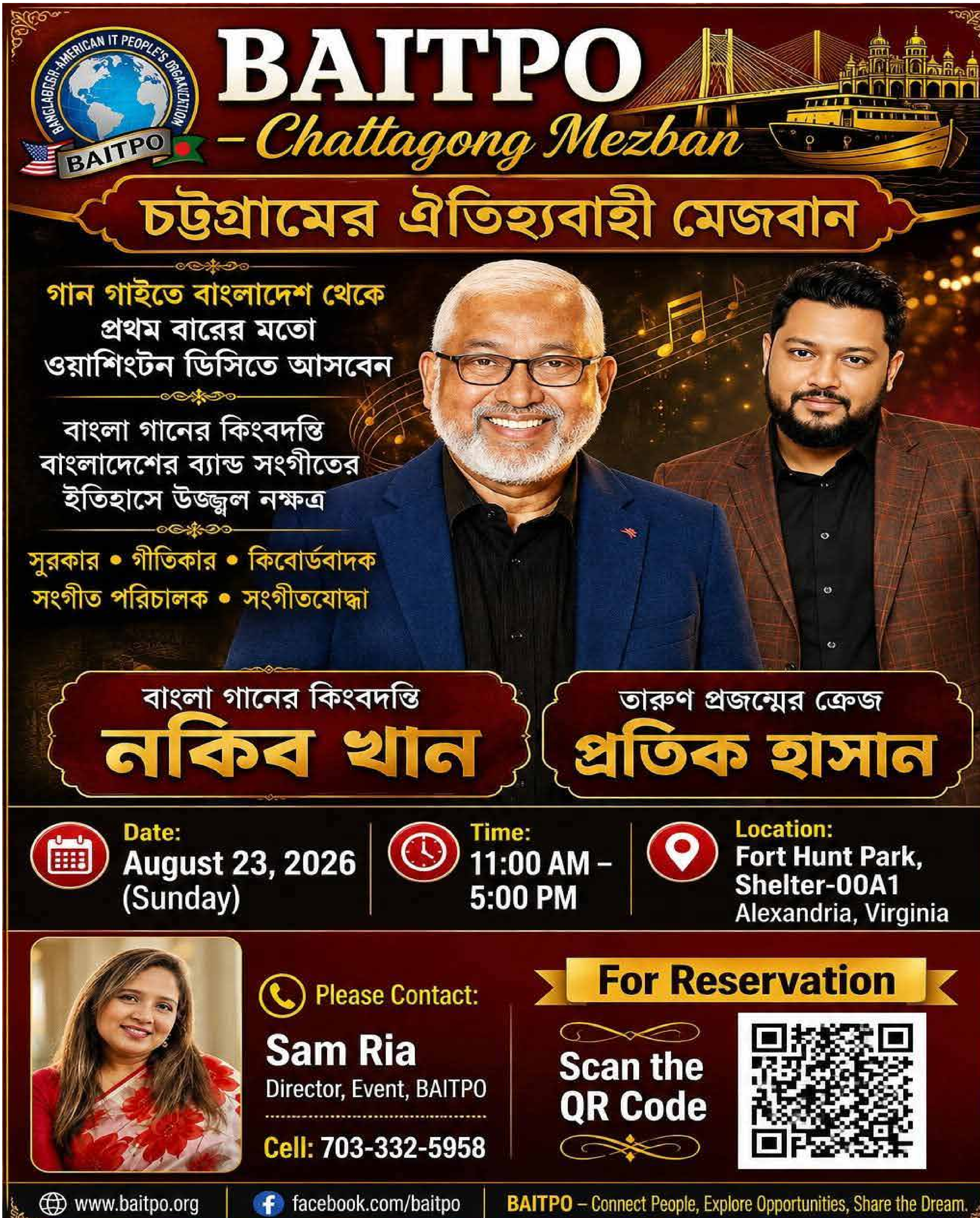
BANGLADESH-AMERICAN IT PEOPLE'S ORGANIZATION
BAITPO
BAITPO
– Chattagong Mezban
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান
গান গাইতে বাংলাদেশ থেকে
প্রথম বারের মতো
ওয়াশিংটন ডিসিতে আসবেন
বাংলা গানের কিংবদন্তি
বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের
ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র
সুরকার • গীতিকার • কিবোর্ডবাদক
সংগীত পরিচালক • সংগীতযোদ্ধা
বাংলা গানের কিংবদন্তি
নকিব খান
তারুণ প্রজন্মের ক্রেজ
প্রতিক হাসান
Date:
August 23, 2026
(Sunday)
Time:
11:00 AM –
5:00 PM
Location:
Fort Hunt Park,
Shelter-00A1
Alexandria, Virginia
Please Contact:
Sam Ria
Director, Event, BAITPO
Cell: 703-332-5958
For Reservation
Scan the
QR Code
www.baitpo.org
facebook.com/baitpo
BAITPO – Connect People, Explore Opportunities, Share the Dream.

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

# ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্য আর বিশ্বাস

৬ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন, ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যকার গভীর সম্পর্কটি মূলত নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে বড় ধরনের চাপের মুখে পড়েছে। উভয় নেতাই ইরানে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং একই সাথে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

১৯৭৮ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয়জন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অভিজ্ঞ মার্কিন কূটনীতিক অ্যারন ডেভিড মিলার বলেন, গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন-ইসরায়েলি বোমাবর্ষণ ইরানে ক্ষমতার পরিবর্তন সহজ করবে বলে ইসরায়েলের যে ওচরম আত্মবিশ্বাস২ ছিল, তা মূলত তাদের গোয়েন্দা তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সিআইএর মনে সংশয় তৈরি করেছিল।

তিনি বলেন,ওনেতানিয়াহু প্রায়শই তার নিজের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য গোয়েন্দা মূল্যায়ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, বিশেষ করে যখন এটি ইরান ও হামাসের মতো শত্রুদের ক্ষেত্রে ঘটে২

তিনি আরও যোগ করেন,ওতবে ট্রাম্পকে হত্যার একাধিক চেষ্টা এবং ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাঁকে হত্যার আইআরজিসির একটি ষড়যন্ত্রের তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর, ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে সিআইএর সংশয় থাকলেও সিক্রেট সার্ভিস কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না২

চ্যাথাম হাউসের মার্কিন-ইসরায়েল সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইয়োসি মেকেলবার্গ দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট-কে বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত এই গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলো যতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে, তা হয়তো নাও হতে পারে।

তিনি বলেন,ওসিআইএ হয়তো মনে করছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তারা গুরুত্ব হারিয়েছে এবং এখন আবার নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে২ তার মতে, এখন পর্যন্ত যুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে একের পর এক ব্যর্থতা দেখা গেছে। এর মধ্যে ইরানের মিনাব শহরের একটি স্কুলে হামলাও রয়েছে, যাতে ১৭০-এর বেশি শিশু নিহত হয়। ঘটনাটি বর্তমানে মার্কিন সরকার তদন্ত করছে।

তিনি আরও বলেন, এটি মনে রাখাও জরুরি যে ট্রাম্পের মনে এখনও নেতানিয়াহুর জন্য একটিওদুর্বলতা২ রয়েছে, যদিও গণমাধ্যমে তাদের মধ্যকার উত্তপ্ত ফোনালাপের বিবরণ ফাঁস হয়েছে।

গত মাসে, লেবাননে ইসরায়েলের ক্রমাগত বোমাবর্ষণ (যা তারা হিজবুল্লাহকে পরাস্ত করার জন্য বলে দাবি করে আসছে) নিয়ে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টম রাষ্ট্রীয় সফর করেছিলেন নেতানিয়াহু, যা প্রমাণ করে যে তাদের সম্পর্ক এখনও শক্তিশালী রয়েছে।

গাজায় ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনাকে নেতানিয়াহুর জনসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করা এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কখনোই গঠিত হবে না বলে তার দাবির মুখে ট্রাম্পের নীরব থাকাকেই সম্পর্কের শক্তির প্রমাণ হিসেবে দেখছেন অধ্যাপক মেকেলবার্গ।

তবে, ট্রাম্পের সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন (যা রিপাবলিকানদের জন্য ক্ষতিকর ফল বয়ে আনতে পারে) এবং অন্যদিকে অক্টোবরে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে নেতানিয়াহুর টিকে থাকার লড়াইয়ের মুখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, তাদের সম্পর্ক অনিবার্যভাবেই আরও বড় চাপের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অ্যান্ড্রু মোরান বলেন, একটি বড় স্তরে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটছে।

এই সপ্তাহের শুরুর দিকে, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তা বলেছিলেন যে, দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি লেবানন সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় করা চুক্তির প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ হিজবুল্লাহ নিরস্ত্রীকরণ না হওয়া পর্যন্ত লেবানন থেকে সেনা প্রত্যাহার না করার ঘোষণা দেওয়ার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রতিক্রিয়া এলো।

অধ্যাপক মোরান বলেন,ওইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্যকে দীর্ঘকাল ধরে একটি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে দেখা হতো, তাই এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন কর্মকর্তারা এই সতর্কবার্তার ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নিলেও একই সাথে তারা এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে সংকেত দিয়েছেন২

ভয়াবহ বিপর্যয় এড়াতে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নেওয়া একটি প্রয়োজনীয় সতর্কতা ছিল যা তারা উপেক্ষা করতে পারতেন না, তবে জনসমক্ষে এই মূল্যায়নের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা একটি অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ।

তিনি বলেন,ওজনসাধারণকে আশ্বস্ত করার জন্য হয়তো এটি করা হয়েছে যে সেখানে কোনো হুমকি ছিল না। তবে এটি নির্দেশ করে যে ইসরায়েলি গোয়েন্দা তথ্যের ওপর আস্থা এখন আর আগের মতো প্রশ্নাতীত নয়ড় বিশেষ করে ৭ অক্টোবরের হামলার পর থেকে, যা ইসরায়েলি গোয়েন্দারা আগে থেকে অনুমান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল২

তিনি আরও যোগ করেন,ওআমি মনে করি না যে ট্রাম্প ইসরায়েলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, তবে তাদের এই সম্পর্কটি এখন দিন দিন আরও বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠছে২

# ইরান যুদ্ধে ৪৫টি রিপার ড্রোন

৭ পৃষ্ঠার পর

উচ্চতায় উড়ে। ফলে ইরানের সামরিক বাহিনী এবং ইয়েমেন ও ইরাকে থাকা দেশটির আঞ্চলিক মিত্রদের জন্য এগুলো তুলনামূলক সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, হারানো সব রিপার গুলি করে ভূপাতিত করা হয়নি। কিছু ড্রোনের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণকক্ষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে।

ইরান যুদ্ধের পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সামরিক সহায়তা দেওয়ার কারণেও দেশটির অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুতের ওপর চাপ বাড়ছে।

যুদ্ধের প্রথম মাসেই মার্কিন বাহিনী ৮৫০টির বেশিওটমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র২ এবং ১ হাজারের বেশিওপ্যাট্রিয়ট২ ওওটার্মিনাল হাই অ্যালটিটিউড এরিয়া ডিফেন্স২ বাওথাড২ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এতে দীর্ঘপাল্লার হামলার সক্ষমতা এবং গুরুত্বপূর্ণ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মজুত উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

অস্ত্রের এই ঘাটতি ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা চলার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক বিকল্পও সীমিত করেছে। কোনো ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সম্ভাবনা কম মনে হলে সেটি প্রতিহত না করে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র মজুত রাখছেন আঞ্চলিক মার্কিন কমান্ডাররা।

পেন্টাগন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে অস্ত্রের মজুত কমে যাওয়ার খবর তারা নিয়মিতই অস্বীকার করে আসছে। একই সময়ে ইরান যুদ্ধের ব্যয় মেটানো এবং অস্ত্রের মজুত পূরণ করতে ট্রাম্প প্রশাসন কংগ্রেসের কাছে কয়েক হাজার কোটি ডলার অতিরিক্ত অর্থ চেয়েছে।

গত ৩১ জুলাই মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ফাঁকে ট্রাম্প প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের সঙ্গে মার্কিন অস্ত্রের মজুত পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন বলে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে।

অস্ত্রের ঘাটতি ইরানকে আরও কঠোর অবস্থান নিতে উৎসাহিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশটি হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্পের নির্দেশে যুদ্ধ শুরুর পর হওয়া ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি আরও জোরালো করেছে।

যুদ্ধ শুরুর আগে মার্কিন সামরিক বাহিনীতে প্রায় ১৮৫টি রিপার ড্রোন ছিল। এর মধ্যে বিমানবাহিনীর ১৬৫টি এবং মেরিন কোরের ২০টি। তবে এ হিসাবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যবহৃত রিপার ড্রোন ধরা হয়নি।

মেরিন কোরের কোনো রিপার এখনো হারায়নি বলে জানিয়েছেন বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল জোশুয়া বেনসন। এসব ড্রোন মূলত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

মে মাসে পেন্টাগনের বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডেভিড ট্যাবর সিনেটে জানিয়েছিলেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকা রিপার ড্রোনের সংখ্যা কমে প্রায় ১৩৫টিতে দাঁড়িয়েছিল। তিনি এ ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, দ্রুত ড্রোনের বহর পুনর্গঠনের উপায় খুঁজছে বিমানবাহিনী।

পেন্টাগন ধীরে ধীরে জেনারেল অ্যাটমিকসের তৈরিওরিপার২ ড্রোন ব্যবহার বন্ধ করার পথে এগোচ্ছে। এর পরিবর্তে কম খরচের এমন সশস্ত্র নজরদারি ড্রোনের নতুন বহর তৈরির পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র, যেগুলো একসঙ্গে ওঝাঁক২ তৈরি করে লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে পারবে।

এদিকে ইরান যুদ্ধের জন্য ৬৭ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত বাজেট অনুমোদনে কংগ্রেসের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রশাসনের দাবি, পেন্টাগনের অস্ত্রভান্ডার দ্রুত পূরণ করতে এই অর্থ জরুরি। তবে অর্থ অনুমোদন হলেও ইরান যুদ্ধে ব্যবহৃত এবং ইউক্রেনকে পাঠানো অস্ত্রের কারণে কমে যাওয়া মজুত পুরোপুরি পূরণ করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

জুলাইয়ে সিনেটে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছিলেন, দ্রুত অতিরিক্ত অর্থ না পেলে ইরান যুদ্ধের কারণে প্রতিরক্ষা বাজেটের ওপর বাড়তি চাপ সামলাতে সামরিক প্রশিক্ষণ কমাতে হবে। তার হিসাব অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ যুদ্ধের ব্যয় দাঁড়াতে পারে ৩ হাজার ৭৫০ কোটি ডলারে। তবে ইরানের হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন ঘাঁটি পুনর্নির্মাণের খরচ এতে ধরা হয়নি।

যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত অর্থ জোগাড়ের কৌশল নিয়েও কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আগস্টের ছুটিতে এরই মধ্যে ওয়াশিংটন ছেড়েছেন তারা।

এ সপ্তাহে রক্ষণশীল থিংকট্যাংক আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (এইআই) গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের উৎপাদন বাড়াতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর নেওয়া উদ্যোগ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে পেন্টাগনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিরক্ষা শিল্পের কারখানাগুলোর উৎপাদনক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত থাড ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত পূরণ করতেই কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। এসব ক্ষেপণাস্ত্র শত্রুর ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি বছরে সর্বোচ্চ ৯৬টি থাড ইন্টারসেপ্টর তৈরি করতে পারে। অথচ আগামী বছরের প্রতিরক্ষা বাজেটে পেন্টাগন ৮৫৭টি এবং আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ২ হাজার ৬০০টি থাড চেয়েছে। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকলে এই চাহিদা পূরণে প্রায় ২৭ বছর সময় লাগবে বলে এইআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনটির লেখক ও এইআইয়ের সিনিয়র ফেলো টড হ্যারিসন জানান, একটি থাড ইন্টারসেপ্টর তৈরি করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

তিনি বলেন,ওআজই এগুলোর অর্ডার দিলেও সরবরাহ পেতে পেতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে২

এইআইয়ের পর্যালোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই ধরনের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে বলে উঠে এসেছে।

হেগসেথ গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র তৈরির দায়িত্বে থাকা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। উৎপাদন বাড়াতে পেন্টাগন যেগুলোকেওফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি২ বলছে, সেগুলোও নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এখনো কোনো চূড়ান্ত চুক্তি বা অর্থায়ন করা হয়নি।

# ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

৭ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো নয়, মানুষ এখন সচেতন। এমন অপরাধ করাটা কেউ মেনে নেবে না। কারণ, এর পরবর্তী শিকার তারা নিজেরাও হতে পারে।

ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির বিষয়ে আলোচনা করছে কি না, সে প্রশ্নে তিনি জানান, তার কোনও প্রয়োজন নেই।

নাকদি বলেন, জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা গোটা বিশ্বের মানুষের হৃদয় জয় করেছি, সেটাই আমাদের পারমাণবিক বোমা। ফলে অহেতুক ধ্বংসলীলা বা পারমাণবিক অস্ত্রের কোনও দরকারই আমাদের নেই।

১০ ভাগের প্রায় সাড়ে ছয়ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের।

# এখনো যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ

৭ পৃষ্ঠার পর

ডলারের ক্ষেত্রেও চিত্রটা একই। ডলারের ব্যবহার কমে যাচ্ছে, এমন আলোচনা গত কয়েক বছর ধরেই আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিস্তৃত ডলার সূচক এখনো ৪০ বছরের সর্বোচ্চ অবস্থানের কাছাকাছি।

গত বছর শুল্ক ঘোষণার কিছুদিন পর আন্তর্জাতিক মুদ্রা নিষ্পত্তি ব্যাংক (বিআইএস) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর একটি জরিপ চালায়। তাতে দেখা যায়, বৈদেশিক মুদ্রার ১০ ভাগের প্রায় নয়ভাগ লেনদেনেই ডলার রয়েছে।

তবে এসব তথ্যের অর্থ এই নয় যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান চিরস্থায়ী। বরং এগুলো দেখায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোর নানা অস্থিরতার পরও যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা এখনো বিশ্বের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

টাইমের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, আগামী দশকের বড় অর্থনৈতিক প্রশ্ন শুধু কে ভবিষ্যৎ তৈরি করবে, তা নয়। বরং প্রশ্ন হবে, সেই ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেবে কে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন প্রজন্মের অবকাঠামো তৈরি করতে হবে, জ্বালানি সক্ষমতা বাড়াতে হবে ও উৎপাদন খাতও ফিরিয়ে আনতে হবে দেশে। এসব করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ দ্রুত বিনিয়োগ করতে হবে।

আর এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের বড় সুবিধা।

টাইমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি মূলধন দ্রুত এবং বড় পরিসরে কাজে লাগানোর সুযোগ বেশি।

দেশটির শেয়ারবাজারের শক্তিও বিনিয়োগকারীদের আস্থার বড় প্রমাণ। এসঅ্যান্ডপি ৫০০-কে প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই সূচক শুধু বর্তমান অর্থনীতির চিত্র দেয় না। এতে এমন অনেক কোম্পানি ও প্রযুক্তি রয়েছে, যেগুলোকে বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যতের আয় ও প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি মনে করেন।

এই আস্থা শুধু বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্টার্টআপও রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। বৈশ্বিক স্টার্টআপ খাতে বিনিয়োগের প্রায় ৬৪ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর কাছে।

এর কারণ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোও। একজন উদ্যোক্তা একটি ধারণা নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। স্থানীয় একটি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারেন। এরপর ভেঞ্চার ফান্ড থেকে প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যবসা বড় হলে একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় শেয়ারবাজারে কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করার সুযোগও রয়েছে।

অর্থাৎ, একটি ছোট স্টার্টআপও ধীরে ধীরে বৈশ্বিক কোম্পানিতে পরিণত হতে পারে। সেই কোম্পানির সাফল্যের অংশীদার হতে পারেন কোটি কোটি মার্কিন নাগরিকও। তারা অবসরকালীন তহবিল বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানিতে অর্থ রাখেন।

টাইমের বিশ্লেষণ বলছে, এই পুরো ব্যবস্থা মানুষকে শুধু ব্যবসা গড়তে সাহায্য করে না। এটি বাড়ি কেনা, সম্পদ তৈরি এবং ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগের সুযোগও তৈরি করে। একইসঙ্গে দেশের ভেতরে অবকাঠামো ও শিল্প গড়ে তুলতে এবং বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়াতেও এই আর্থিক ব্যবস্থা ভূমিকা রাখে।

এর উদাহরণও কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ পুনর্গঠনে মার্শাল পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিড়বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক শক্তি দেশটির নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে।

তবে শুধু বড় অর্থনীতি বা নতুন প্রযুক্তি দিয়ে এই সাফল্যের ব্যাখ্যা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বহু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর। এসব প্রতিষ্ঠান কয়েক প্রজন্ম ধরে নানা সংকট ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের বদলেছে। এর সঙ্গে রয়েছে লাখো ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং বিশ্বের অন্যতম প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

এই আস্থার কারণেই বৈশ্বিক বাণিজ্যেও ডলারের এত বড় ভূমিকা। বিশ্বের বাণিজ্য, লেনদেন ও বিনিয়োগের বড় অংশ এখনো ডলারনির্ভর। অর্থনৈতিক সংকট বা বড় ধরনের ধাক্কার সময়ও বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের নিরাপত্তা, তারল্য ও স্বচ্ছতার দিকে ঝুঁকেন।

টাইমের বিশ্লেষণে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থা অবশ্যই নিখুঁত নয়। গত কয়েক দশকে এমন অনেক সময় এসেছে, যখন ব্যাংক ও শেয়ারবাজারের ওপর মানুষের আস্থা কমেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বড় সংকটের মুখে পড়েছে।

কিন্তু প্রতিবারই ব্যবস্থা বদলেছে। সংস্কার হয়েছে। নতুন নিয়ম এসেছে। ধীরে ধীরে আস্থাও ফিরেছে।

এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার বড় শক্তি। সুবিধাটি এমন নয় যে, এখানে কখনো ব্যর্থতা আসে না। বরং ব্যর্থতার পরও এই ব্যবস্থা নিজেকে বদলাতে পারে। নতুন নিয়ম তৈরি করতে পারে। নতুন সুযোগও তৈরি করতে পারে।

বিশ্বের সবচেয়ে গভীর মূলধন বাজার গড়ে তোলা যুক্তরাষ্ট্র বারবার উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের বাজারকে নতুন করে সাজিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও নানা ধাক্কার পর ছোট-বড় মার্কিন কোম্পানিগুলো নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি এনেছে এবং প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে।

তাই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে বাজি ধরা এখনো সহজ সিদ্ধান্ত নয়। এ কারণেই বহু অভিবাসী অতীতে যেমন যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছেন, এখনো অনেকে দেশটিকে বেছে নিচ্ছেন। আর একই কারণে বিশ্বের মূলধনের বড় অংশও এখনো যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বিষয়টি কেবলই আস্থার। বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছুকে নিখুঁত মনে করেন না।

কিন্তু তারা এখনো মনে করেন, বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করা, অর্থ জোগাড় করা এবং সেই অর্থকে ব্যবসা ও প্রযুক্তিতে পরিণত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গা আর নেই। টাইমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বের কোনো দেশ যদি আগামীকাল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ওয়াল স্ট্রিট নিয়ে

## বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের জটিলতা

১২ পৃষ্ঠার পর

তো বলা যাচ্ছে না।  বলা হয়, ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে, ভূরাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে। সেদিকেই কি এগোচ্ছে দুই দেশ?

সম্পর্ক তো থাকবেই, কখনও সুসম্পর্ক থাকবে, কখনও থাকবে না। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কিছুটা টানাপোড়েন তো থাকে। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ নয়।

ব্রিকসের সময় তারেক রহমান আসবেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে, তখন কি সম্পর্কের জটিলতা দূর হবে?

সম্পর্কের জটিলতা দূর হওয়া মুশকিল। বাংলাদেশ হামেশাই আশা করে, আমরা তাদের জন্য যতটা সম্ভব করে দেব। যা কিছু করা যায়, তারপরেও তাদের একটা আশা থাকে, আরো কিছু হবে। আমাদের সেটা বুঝে চলতে হবে। বাংলাদেশ যদি ভালো থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষেও ভালো। তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। আমাদেরও সুবিধা হবে। আমাদের সুবিধেই হবে। কারণ, বাংলাদেশ ও ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্কটা বেশ ব্যাপক। সেটা নষ্ট হলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি।

তারেক প্রথম বিদেশ সফর হিসাবে চীন, মালয়েশিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো হচ্ছে, এটা কি ভারতের চিন্তার কারণ?

নট রিয়েলি। আমাদের তো চীন ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো আছে। আমাদের তো চিন্তার বিশেষ কারণ দেখি না।

বাংলাদেশের কাছ থেকে ভারতের প্রত্যাশা কী?

বাংলাদেশের কাছে ভারতের প্রত্যাশা হলো, আমরা তাদের দরকারে যথাসম্ভব সাহায্য করব। তারা যা করেন, আমরা তা মেনে নেব। আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে একটাই সমস্যা বা গণ্ডগোল যাই বলুন। স্মাগলিং ও আসা যাওয়ার ব্যাপারটা। এটা আমরা বলি ইনফিলট্রেশন, ওরা বলেন মাইগ্রেশন। এই দুটোই হচ্ছে আসল প্রবলেম। স্মাগলিংটা বন্ধ, রেগুলারাইজ করা যেতে পারে। লোকজন তো আসা যাওয়া করবেন, তাদের যদি উদ্দেশ্য ভালো হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা তো নেই।

জার্মান বেটার ডয়চে ভেলের পক্ষে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন গৌতম হোড়।

## ভারতের উত্তরপ্রদেশে গোমূত্র সংগ্রহে

১৪ পৃষ্ঠার পর

উপাদানের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে বলেও দাবি করা হচ্ছে।

পাইলট প্রকল্পটি সফল হলে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে এবং পুরো রাজ্যে প্রকল্পটি চালু করা হবে।

বুলন্দশহরের ১৫টি গ্রামে এই পাইলট প্রকল্প চালু হয়েছে। সিয়ানা তহসিলের নারসাইনা গ্রামে ডা. প্রবীণের নেতৃত্বে একটি এফপিও (কৃষক উৎপাদক সংগঠন)-এর মাধ্যমে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ লিটার গোমূত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি লিটার গোমূত্র ১০ টাকা দরে কেনা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে প্রতি লিটার গোমূত্র ২০ রুপি দরে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা রয়েছে। গোমূত্র সংরক্ষণের জন্য গ্রামগুলোতে ২০০ লিটার ধারণক্ষমতার ট্যাংক বসানো হয়েছে।

এই প্রকল্পে গ্রামীণ নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। গ্রামে গোমূত্র সংগ্রহে সহায়তা করা নারীদের প্রতি লিটারে ২ রুপি কমিশন দেওয়া হচ্ছে। জানা গেছে, প্রায় ৩০০ নারীর সহযোগিতায় এই উদ্যোগ শুরু হয়। তাদের সবাইকে প্রকল্পের শেয়ারহোল্ডার করা হয়েছে।

সমাজবাদী পার্টির কটাক্ষ

এদিকে, গোমূত্র সংগ্রহের প্রকল্প নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেছে বিরোধী সমাজবাদী পার্টি।

দলটির মুখপাত্র মোহাম্মদ আজম খান অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতেই এই 'কেলেঙ্কারি' করা হচ্ছে।

তার অভিযোগ, রাজ্যে গরুর আশ্রয়কেন্দ্র কিংবা সেসব কেন্দ্রে থাকা গরুর কোনোটিই নিরাপদ নয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো উন্নয়নও হবে না।

বিজেপির পাল্টা জবাব

বিজেপির মুখপাত্র হিরো বাজপাই বলেন, সমাজবাদী পার্টি প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পেই সমস্যা খুঁজে পায়।

তিনি বলেন, 'যে জনগোষ্ঠীর (যাদব) স্বার্থের কথা বলে সমাজবাদী পার্টি রাজনীতি করে, সেই জনগোষ্ঠীই এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ায় তারা খুশি বলে মনে হচ্ছে না।'

## বাংলাদেশে সেল গঠনের চেষ্টা করছে

১২ পৃষ্ঠার পর

জায়গায় লজিস্টিক এবং অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। তারা বড় গ্রুপ হওয়ার বদলে বিকেন্দ্রীভূত ছোট দল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে কাজ করছে।

'বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী হুমকির মাত্রা সার্বিকভাবে প্রায় একই রকম থাকলেও আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তা আরও বেড়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে একের পর এক হামলার কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করে আছে', বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল জানিয়েছে, আফগানিস্তান থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসী হুমকির পরিস্থিতিতে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। দেশটিতে এখনও বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে, যা প্রতিবেশী দেশগুলো এবং মধ্য এশিয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হয়ে আছে।

যদিও তালেবান কর্তৃপক্ষ ইসলামিক স্টেট খোরাসান এবং অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, তবে তারা সন্ত্রাসী হুমকি পুরোপুরি দমন করতে সক্ষম হয়নি।

বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে সাহেল, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও মধ্য আফ্রিকায় আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের বিভিন্ন শাখা-গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহেল অঞ্চলে জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) মালির সরকারের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। একই সময়ে জেএনআইএম ও ইসলামিক স্টেট ইন দ্য গ্রেটার সাহারার মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে।

নিরাপত্তাহীনতার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ ইয়েমেনে আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (একিউএপি) তাদের সক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে। অন্যদিকে, মধ্য আফ্রিকায় অ্যালাইড ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এডিএফ) তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা আরও বিস্তৃত করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের বিভিন্ন শাখা-গোষ্ঠী অর্থ সংগ্রহ এবং স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে দুর্বল করার উপায় হিসেবে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহরণকে এখনও অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

## ভারতের ভূখণ্ড নিজেদের দাবি

১৪ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রে রয়েছে সুগৌলি চুক্তি। দেশটি এই চুক্তির ভিত্তিতেই দাবি করে আসছে যে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি নেপালের ভূখণ্ডের অংশ। অন্যদিকে ভারত বলে আসছে, এসব এলাকা তার উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অংশ।

ভারত ও নেপালের সীমান্ত বিরোধের একটি বড় অংশ নির্ভর করছে কালী বা মহাকালী নদীর উৎস কোথায়—এ বিষয়ে দুই দেশের ভিন্ন ব্যাখ্যার ওপর। কারণ চুক্তিতে এই নদীকে নেপালের পশ্চিম সীমান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সুগৌলি চুক্তি থেকে উদ্ভূত এই সীমান্ত বিরোধ বারবার ভারত-নেপাল সম্পর্ককে নাড়িয়ে দিয়েছে।

২০২০ সালে সাবেক নেপাল প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি যখন তার সরকার রাজনৈতিক সংকটে ছিল, তখন তিনি এই ভূখণ্ডগত বিরোধকে বড় ধরনের জাতীয়তাবাদী ইস্যুতে পরিণত করেন।

তার সরকার একটি নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করে, যাতে তিনটি বিতর্কিত এলাকাকে—লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ ও কালাপানি—নেপালের ভূখণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নেপালের সংসদ পরে একটি সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে এই মানচিত্র অনুমোদন করে।

ভারত এই পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করে একে 'কৃত্রিমভাবে নেপালের ভূখণ্ডগত দাবি সম্প্রসারণ' হিসেবে আখ্যা দেয়। এর ফলে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গুরুতরভাবে চাপে পড়ে।

নেপাল যে চুক্তির মূল নথি খুঁজে পাচ্ছে না, এই তথ্যটি এমন সময় সামনে এলো, যখন কয়েক মাস আগে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহ সংসদে আরেকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন।

তিনি সংসদে বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমি জানতে পারি, শুধু ভারতই নেপালের ভূখণ্ড দখল করেনি, নেপালও বিভিন্ন জায়গায় ভারতের ভূখণ্ড দখল করেছে।'

এই বক্তব্য ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিলেও পরে নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরিষ্কার করে জানায়, প্রধানমন্ত্রী কারিগরি কারণে সীমান্তের উভয় পাশে এক দেশের ভূখণ্ড অন্য দেশের দখলে থাকা বা ব্যবহারের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

মন্ত্রণালয় আরও স্পষ্ট করে জানায়, বিতর্কিত ভূখণ্ডগুলোর বিষয়ে নেপালের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এরপর ভারত ও চীন লিপুলেখ দিয়ে বাণিজ্য পুনরায় চালুর বিষয়ে সম্মত হলে ভারত-নেপাল সীমান্ত বিরোধে নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হয়।

নেপাল এর প্রতিবাদ জানায় এবং বলে, লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি তার ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এখন, যখন মূল নথিগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন প্রশ্ন উঠছে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরার ওপর নেপালের দাবির ক্ষেত্রে এর অর্থ কী?

নেপালের মূল সুগৌলি চুক্তি কোথায়?

নেপালের প্রতিনিধি পরিষদে বক্তব্য দেওয়ার সময় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানাল স্বীকার করেন, সরকারের কাছে মূল চুক্তিটি রয়েছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

খানাল সংসদে বলেন, 'নেপাল সরকারের কাছে সরকারি চুক্তির নথিগুলো রয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই। কিছু চুক্তিসংক্রান্ত নথি জাতীয় সংরক্ষণাগারে রাখা আছে—এমন রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু সেগুলোই প্রকৃত সরকারি চুক্তি কি না, সে বিষয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট তথ্য নেই।' নেপালের কাঠমান্ডু পোস্ট এ তথ্য জানিয়েছে।

খানাল বলেন, ১৮১৬ সালের সুগৌলি চুক্তি এবং ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি—উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নথি নেপালের কাছে রয়েছে।

তবে মূল নথিটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা নতুন কোনো বিষয় নয়।

২০১৬ সালে নেপাল-ভারত সম্পর্কবিষয়ক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দল ১৯৫০ সালের চুক্তিটি পর্যালোচনা বা পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করলে নেপালের পক্ষ থেকে চুক্তিটির মূল কপি খোঁজার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু তারা সেটি খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।

পরে নেপাল সরকার ভেখ বাহাদুর থাপার নেতৃত্বাধীন কমিটিকে চুক্তিটির দ্বিতীয় একটি কপি সরবরাহ করে বলে বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে।

এরপর অনুসন্ধানের পরিধি আরও বাড়ানো হয়।

একটি সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটি গ্রন্থাগার, সংরক্ষণাগার ও বিভিন্ন নথি সংরক্ষণাগারে খোঁজ চালায়। এ ছাড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, নারায়ণহিতি প্রাসাদ জাদুঘর, আইন মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও অনুসন্ধান চালানো হয়।

অনুসন্ধানে সিদ্ধান্তে আসা হয় যে সুগৌলি চুক্তি এবং ১৯৫০ সালের নেপাল-ভারত চুক্তি—দুটিরই মূল কপি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০১৯ সালে তৎকালীন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ গ্যাওয়ালিও একই ধরনের অনিশ্চয়তার কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি ২০১৯ সালে বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে দুটি চুক্তিই রয়েছে, তবে এসব কপি মূল নথি কি না, তা ফরেনসিকভাবে যাচাই করতে হবে।'

## ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে না

১৪ পৃষ্ঠার পর

পদযাত্রা করা হবে। আফ্রিদি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ২৭ সেপ্টেম্বরের আগে আদিয়ালায় এটিই তার শেষ আগমন এবং সরকার নিজে থেকে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করলেই কেবল তিনি আবার ফিরে আসবেন। বুধবার ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া ব্যক্তিদের তালিকায় আফ্রিদির নাম থাকলেও কারা কর্তৃপক্ষের সার্বিক আচরণে তার মনে হয়েছে, এই সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার কোনো সদিচ্ছা তাদের নেই।

সাক্ষাতের অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ আফ্রিদি পিটিআইয়ের 'ডি-চক' প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকেই দেশজুড়ে সড়ক অবরোধের ঘোষণা দেন। তিনি দলীয় কর্মীদের হাতে জাতীয় ও দলীয় পতাকা নিয়ে রাজপথে নেমে আসার প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। আফ্রিদির মতে, ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার সঙ্গে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈরী আচরণ করা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়।

পিটিআইয়ের গণমাধ্যম শাখার তথ্য অনুযায়ী, দলটির এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং দলীয় কর্মীরা বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান নিয়ে ইমরান খানের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছেন। আগামী রোববার বান্নুতেও বড় ধরনের কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে দলটির। আফ্রিদি দাবি করেন, ২৭ সেপ্টেম্বরের পদযাত্রা কর্তৃপক্ষের জন্য রীতিমতো একটি 'দুঃস্বপ্ন' হয়ে উঠবে।

জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ বিরাজ করছে উল্লেখ করে তিনি জানান, মাত্র স্বল্প সময়ের নোটিশে খাইবার জেলায় বিপুলসংখ্যক সমর্থক জড়ো হয়ে এর প্রমাণ আগেই দিয়েছেন।

আদালতের নির্দেশ বারবার উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টিও চরম ক্ষোভের সঙ্গে তুলে ধরেন পিটিআইয়ের এই শীর্ষ নেতা। গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট সপ্তাহে দুবার ইমরান খানের সঙ্গে তার পরিবার, আইনজীবী ও দলীয় নেতাদের সাক্ষাতের নির্দেশ দিলেও গত কয়েক মাস ধরে তা একেবারেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

আফ্রিদির অভিযোগ, তারা আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বারবার আবেদন করলেও আদালত বর্তমানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে একেবারেই অসহায়। তার দাবি, খোদ সরকারের মন্ত্রীরাই এখন স্বীকার করছেন যে, দেশের শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে এবং অকার্যকর হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ আফ্রিদি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলো বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো যদি কাজই না করতে পারে, তবে সাধারণ জনগণের কষ্টার্জিত করের টাকায় সেগুলো চালু রেখে অর্থের অপচয় করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

## প্রেসিডেন্ট থেকে পোপ: হত্যাচেষ্টা

১৪ পৃষ্ঠার পর

ইসলামাবাদ যাওয়ার কথা ছিল তার। তবে এর এক বছর আগেই পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান এবং যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে সফরটি ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগ ছিল। শেষ পর্যন্ত ক্লিনটন সরাসরি এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে ইসলামাবাদ যাননি। একটি বড় সি-১৭ উড়োজাহাজকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে তাকে অন্য পাশে রাখা একটি ছোট, চিহ্নহীন সাদা উড়োজাহাজে নেওয়া হয়। ওই উড়োজাহাজেই ইসলামাবাদে পৌঁছান তিনি।

গোপন পথে পালিয়ে বাঁচেন পোপ ক্লেমেন্ট সপ্তম

১৫২৭ সালে রোমে হামলা চালিয়ে শহরে ঢুকে পড়ে রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বাহিনী। সে সময় ভ্যাটিকানে থাকা পোপ ক্লেমেন্ট সপ্তমকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে ব্যবহার করা হয় একটি গোপন পথ।

ভ্যাটিকান থেকে কাস্তেল সান্তআঞ্জেলো দুর্গ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মিটার দীর্ঘ 'পাসেত্তো দি বর্গো' নামের উঁচু পথটি জরুরি পরিস্থিতিতে পোপকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

হামলাকারীরা রোমে ঢুকে পড়ার পর ক্লেমেন্ট সপ্তমকে দ্রুত ওই পথ দিয়ে দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। পোপকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সময় তার নিরাপত্তায় থাকা সুইস গার্ডের সদস্যরা হামলাকারীদের ঠেকিয়ে রাখেন। ১৮৯ জন সুইস গার্ডের মধ্যে ১৪৭ জন সেদিন নিহত হন। তাদের প্রতিরোধের সুযোগেই পোপ নিরাপদে দুর্গে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

কাস্তেল সান্তআঞ্জেলোতে কয়েক মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ক্লেমেন্ট সপ্তম শেষ পর্যন্ত মুক্তির বিনিময়ে অর্থ দিতে সম্মত হন। পরে তিনি রোম ছেড়ে ওরভিয়েতোতে আশ্রয় নেন।

এই ঘটনার সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো, পোপকে বাঁচাতে কোনো পাল্টা আক্রমণ নয়, বরং একটি গোপন পথই হয়ে উঠেছিল তার পালানোর রাস্তা।

প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর তুরস্ক থেকে ট্রাম্পকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার ঘটনাতেও দেখা যায় একই ধরনের কৌশল—বিপদের মুহূর্তে শীর্ষ নেতাকে এমন একটি পথে সরিয়ে নেওয়া, যার কথা সম্ভাব্য হামলাকারীরা জানে না।

জর্জ ডব্লিউ বুশের গোপন বাগদাদ সফর

২০০৩ সালে থ্যাংকসগিভিংয়ের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের টেক্সাসের ক্রফোর্ডের খামারে থাকার কথা ছিল। হোয়াইট হাউস সেসময় তার নৈশভোজের মেনুও প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু বুশ তখন সেখানে ছিলেন না। তিনি গোপনে এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে যান।

সেখানে পৌঁছে বুশ অন্য একটি উড়োজাহাজে ওঠেন। ওই ফ্লাইটের সব আলো বন্ধ রাখা হয়, জানালার পর্দা টেনে দেওয়া হয় এবং সেটি বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হয়।

বুশের এই সফরের কথা আগে থেকেই ১৩ সদস্যের একটি ছোট প্রেস পুলকে জানানো হয়েছিল।

বুশ বাগদাদের একটি মার্কিন ঘাঁটিতে সেনাদের সঙ্গে সময় কাটান। এয়ার ফোর্স ওয়ান নিরাপদ উচ্চতায় পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের খবরটি প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়।

## হরমুজ প্রণালিকে 'যুক্তদের ভূখণ্ড'

৭ পৃষ্ঠার পর

জলপথ অতিক্রম করত। প্রণালিটি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলো ইরানের হামলার ঝুঁকিতেও রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি জানিয়েছে, গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রণালিটি অতিক্রমের সময় তাদের দুটি জাহাজ হামলার শিকার হয়। শুক্রবার আরও একটি জাহাজ হামলার শিকার হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

এদিকে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, হরমুজ সংকটের প্রভাব পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বাজারেও। ১৪ আগস্ট শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি গ্যালন পেট্রলের গড় দাম দাঁড়ায় প্রায় ৪ দশমিক শূন্য ৮ ডলার, যা এক বছর আগের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেশি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সংঘাত চলাকালে কিছুটা বেশি দামে জ্বালানি কেনার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। লং আইল্যান্ডের সমাবেশে তিনি বলেন, 'পেট্রলের জন্য সামান্য বেশি দাম দেওয়া' গ্রহণযোগ্য, যদি এর বিনিময়ে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখা যায়।

হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ থাকায় ১৪ আগস্ট শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামও বেড়েছে। ব্রেন্ট ও ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) উভয় ধরনের তেলের দাম সপ্তাহে যথাক্রমে প্রায় ৬ শতাংশ ও ৫ দশমিক ৪ শতাংশ বাড়ার পথে ছিল।

এদিকে যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনা পুনরায় শুরুরও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা পুনরায় শুরু করার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মধ্যস্থতাকারী কাতার ও পাকিস্তান ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তা কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা নয় বলে জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম।

এর মধ্যে ইরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প ও মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট।

অন্যদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দেশের উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ ও ইরানের তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করেছেন।

হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে উত্তেজনার পাশাপাশি ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুতিদের হামলাও আঞ্চলিক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়িয়েছে। ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার জানিয়েছে, ১৪ আগস্ট শুক্রবার হুতিরা লোহিত সাগরের বন্দর মোখায় ছয়টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এতে চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

## ২৫০ দিন সাগরে, খাদ্য-শৌচাগার

৬ পৃষ্ঠার পর

এই রণতরিটিকে সরিয়ে সেখানে 'ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন' রণতরি মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হেগসেথকে দেওয়া এক চিঠিতে কানেকটিকাটের সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথাল প্রায় ৫ হাজার মানুষ থাকা ওই রণতরির বিভিন্ন কষ্টের কথা তুলে ধরেন: 'মৌলিক রসদের সংকট, পানি দূষণ, শৌচাগার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি, জাহাজের ডেকে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ ও যোগাযোগে গোলযোগের কারণে জাহাজে পাঠানো পার্সেল পথেই মাসের পর মাস হারিয়ে গেছে।'

মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির এই ডেমোক্র্যাট সদস্য আরও লেখেন, 'এ প্রতিবেদনগুলোর দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তবে একইসাথে এগুলো একটি বড় প্রশ্নও তুলে ধরছে: মার্কিন নৌবাহিনী কি তাদের বিমানবাহী রণতরিগুলোর ওপর বর্তমানে যেভাবে টানা অপারেশনের চাপ দেওয়া হচ্ছে, তা বজায় রাখতে সক্ষম?'

সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথালের সাথে সুর মিলিয়ে আরেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর রুবেন গ্যালেগো একটি কংগ্রেসীয় প্রতিনিধি দলকে ওই রণতরীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, 'এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ওপর যেন একটি পর্যবেক্ষণভিত্তিক তদন্ত চালানো যায়, তার জন্য তাদের যেতে দেওয়া উচিত।'

বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএস নিউজ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এই মাসের শুরুর দিকে একজন নাবিক জাহাজ থেকে লাফ দেন। পরে হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করে জাহাজের চিকিৎসা বিভাগে প্রাথমিক সেবা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য রণতরী থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়।

দ্য মিলিটারি টাইমস ও স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে জানায়, পরিবারের সদস্যদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একাধিক সেনাসদস্য জাহাজ থেকে পানিতে লাফ দেওয়ার কথা ভেবেছেন। স্বজনরা জানান, দীর্ঘদিন টানা সমুদ্রে থাকা এবং জাহাজের ভেতরের পরিস্থিতি অনেক সেনাসদস্যের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহাজের এমন পরিস্থিতির মধ্যে আরও ছিলড়এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে কাপড় ধোয়ার সুযোগ না থাকা এবং বন্দরে ভেড়ার কমে যাওয়ায় টাটকা খাবার না পাওয়া। তাছাড়া জাহাজ বন্দরে থামলেও সেনাসদস্যদের সবসময় বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। ওই রণতরিতে থাকা এক নাবিকের আত্মীয় বিবিসিকে বলেন, মিশন শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের পরিবারের ওই সদস্য প্রায় ২৯ কেজি ওজন হারিয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শাস্তির আশঙ্কায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই ব্যক্তি বলেন, বেশ কয়েকজন নাবিক যে জাহাজ থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তার ওই স্বজন। সম্প্রতি ওই হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া মেসেজ বলেন, 'আমি ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত।' ওই নাবিক আরও জানান, জাহাজের ইঞ্জিনের বিকট শব্দ ও অবিরাম যুদ্ধবিমান ওঠা-নামার কারণে সেখানে সার্বক্ষণিক আওয়াজ ও কম্পন হচ্ছে।

ওই নাবিকের স্বজন আরও বলেন, 'সে তার মিশন সম্পর্কে জানে, এবং এটাও বোঝে যে এটি কোনো আদর্শ বা আরামদায়ক পরিস্থিতি হতে যাচ্ছে না। এটা কোনো ছুটির সফর নয়। তাকে কী করতে হবে, তা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু কোনো বন্দরে নোঙর না ফেলে, ডাঙায় পা না রেখে, বিশ্রাম ছাড়া টানা অবস্থান করা অত্যন্ত কঠিন। সারাক্ষণ একধরনের কম্পন হতে থাকে—সকালে, দুপুরে, রাতে, ঘুমানোর সময়, খাওয়ার সময়, এমনকি গোসলের সময়ও। এক মুহূর্তও স্বস্তিতে থাকা যায় না।'

জাহাজটিতে কর্মরত এক নাবিকের স্ত্রী অ্যানাবেল লোমা মিলিটারি টাইমসকে বলেন, রণতরি থেকে লাফ দেওয়ার চেষ্টার পর তার স্বামীকে বর্তমানে চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

লোমা বলেন, 'ও ভীত। সে ভাবছে ওকে অসম্মানজনকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে। শুধু চরম ক্লান্তির কারণে ওর ১৩ বছরের ক্যারিয়ার এভাবেই শেষ হয়ে গেল।'

স্যান ডিয়েগোতে এ উদ্বেগ নিয়ে আলোচনার জন্য নৌবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করা প্রতিনিধিদলের মধ্যে থাকা এক নারী বলেন, তার স্বামী মেসেজ পাঠিয়ে বলেছে, 'ও চায় আগামীকাল যেন আর ওর ঘুম না ভাঙে।'

এপ্রিলে মাসে জাহাজটিতে নিম্নমানের ও রেশনিং করা খাবারের ছবি প্রকাশের পর ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল।

এক ছবিতে দেখা যায়, আগে থেকে রান্না করা এক টুকরো জাইরোস, শনাক্ত করা যায় না এমন এক দলা বাদামি বস্তু ও কিছু সেদ্ধ গাজর। ওই খাবার নিয়ে উপহাস করে তিউনিসিয়ায় ইরানি দূতাবাস এক্সে লিখেছিল: 'ওএমজি, অবিশ্বাস্য!! হরমুজ প্রণালি খোলার জন্য ট্রাম্প তার সৈন্যদের এই খাবারই খাওয়াচ্ছেন।'

নিম্নমানের খাবারের পাশাপাশি নাবিকরা দুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতিতেও রয়েছেন।

মেইডাসটাচ-এর সাথে শেয়ার করা একটি টেক্সট বার্তায় এক নাবিক দুধ ছাড়া সিরিয়ালের ছবি দিয়ে পরিস্থিতির বাস্তবতা তুলে ধরে লেখেন, 'আমি এখন সিরিয়াল খাচ্ছি। যদিও একটু দুধ থাকলে ভালো হতো। গত তিন মাস ধরে কোনো দুধ পাইনি।'

দুধ কেন পাওয়া যাচ্ছে না জানতে চাইলে ওই নাবিক বলেন, পচনশীল খাবার সরবরাহ করতে অনেক সময় লাগছে। আসতে আসতে প্রায়ই খাবার পচে যাচ্ছে।

ওই নাবিক আরও বলেন, 'নৌবাহিনীর এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের কাছে মিশন সবসময়ই আগে আসবে।'

বিপজ্জনক পরিবেশে কোনো বিরতি ছাড়া দীর্ঘ সময় কাজ করা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে।

ওই রণতরিতে কর্মরত এক নাবিকের বাবা ও নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য ব্রেট স্লো বলেন, 'এটি এমনিতেই বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা। তার ওপর এখন সেখানে কোনো বিরতি ছাড়া দিনের পর দিন ভয়ানক পরিশ্রম করানো হচ্ছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য মাইক লেভিন এক্সে সমস্যাগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরে লেখেন: 'ভরাক জমে থাকা গোসলখানা, ভাঙা টয়লেট, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা বন্ধ, দীর্ঘ সময় ধরে গরম পানি না থাকা, এবং কেবল আধা কাপ ভাত ও দুটি রুটি দিয়ে সেরে নেওয়া এক বেলার খাবার। এছাড়া সাবান, ডিওডোরেন্ট কিংবা টুথপেস্টের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তীব্র অভাবও আছে।'

মার্কিন নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেন, জাহাজে আত্মহত্যা করার চিন্তা বা আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা বৃদ্ধির তথ্য তারা পাননি। তিনি আরও বলেন, যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে তাদের 'প্রথাগত রসদ সরবরাহ কেন্দ্রগুলো ব্যাহত হয়েছিল'।

নৌবাহিনী বর্তমানে রণতরিটিতে মিশনের জন্য 'অতি জরুরি রসদ' পৌঁছানোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

বুধবার এক কর্মকর্তা বলেন, 'প্রথমত খাবার, তারপর পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী, তারপর চিঠিপত্র। জাহাজ থেকে আসা বর্তমান খবরগুলোতে বিশুদ্ধ পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, সচল এসি ও স্বাস্থ্যকর খাবার পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার পানামায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে হেগসেথ বলেন, 'সরকার নিশ্চিত করে প্রতিটি জাহাজ, প্রত্যেক ক্রু ও প্রত্যেক ক্যাপ্টেনকে যেন প্রতিটি মুহূর্তে সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব সুবিধা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'কিছু মিশনের মেয়াদ অন্যগুলোর চেয়ে দীর্ঘ হয়, আর ওইসব নাবিকদের প্রতি আমার মনে অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে বেশি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে।'

রণতরির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্পের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাম্প ও হেগসেথ দুজনেরই সামরিক বাহিনীকে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও রসদে সুসজ্জিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্টার্স অ্যান্ড স্ট্রাইপসের তথ্যমতে, অতীতে দীর্ঘদিন সমুদ্রে অবস্থানের সময় নৌবাহিনী সেনাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিল—যার মধ্যে ছিল বিঙ্গো খেলা, চিত্রাঙ্কন সেশন ও গান গাওয়ার প্রতিযোগিতা।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ৯৫৬ জন নাবিকের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, মার্কিন সামরিক বাহিনীর অন্যান্য শাখার তুলনায় নৌবাহিনীর জাহাজে কর্মরত সেনাসদস্যরাই সবচেয়ে বেশি গুরুতর মানসিক কষ্টে ভোগেন।

ওই গবেষণায় মানসিক কষ্টের কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে—বসবাস বা জীবনযাত্রার নিম্নমান, অবিরাম বিকট শব্দ ও অতিরিক্ত কাজের চাপ, যার ফলে পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামের সময় না পাওয়া।

এদিকে ইউএসএনআই নিউজের সামরিক তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মার্কিন নৌবাহিনী ও মেরিন কোরের সদস্যদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ আত্মহত্যা। এছাড়া ভেটেরান্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের যেসব সাধারণ নাগরিক সেনাবাহিনীতে কাজ করেননি, তাদের তুলনায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি।

## প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক ফাঁকি দিতে ৪০টিরও বেশি দেশ চীনকে সাহায্য করেছে জানালো যুক্তরাষ্ট্র, খবর বিবিসির

এই প্রক্রিয়াকে 'পণ্য পুনঃপ্রেরণ' বলা হয়। এর অর্থ হলো, কোনো পণ্য চূড়ান্ত গন্তব্যে যাওয়ার পথে অন্য একটি দেশের মাধ্যমে পরিবহন বা স্থানান্তর করা।

কম শুল্ক আরোপ করা হয় এমন দেশগুলোর মাধ্যমে পণ্য পাঠিয়ে এই প্রক্রিয়ার 'সুযোগ নেওয়ার' জন্য যুক্তরাষ্ট্র চীনকে অভিযুক্ত করেছে। হোয়াইট হাউস তার প্রতিবেদনে বলেছে, কম শুল্কের সুবিধা পেতে চীন তৃতীয় দেশগুলোকে যাত্রাবিরতির স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং পণ্যের প্রকৃত উৎপত্তি গোপন করতে সেগুলো নতুন করে প্যাকেটজাত করেছে। হোয়াইট হাউস এই প্রক্রিয়াকে 'কাগজপত্রের আড়ালে লুকানো প্রতারণা' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

হোয়াইট হাউস লিখেছে, 'আজকের বৃহৎ পণ্য পুনঃপ্রেরণ কেলেঙ্কারিতে যা পরিবর্তিত হয়েছে, তা কেবল এই আধুনিক ধরনের চোরাচালানের গতি ও পরিসর নয়; বরং চীনের শুল্ক ফাঁকি এখন যে বৈশ্বিক ছায়া পণ্য পুনঃপ্রেরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, তার বিস্তার, গভীরতা ও জটিলতাও বেড়েছে।'

হোয়াইট হাউস আরও জানিয়েছে, পণ্য পুনঃপ্রেরণের প্রচেষ্টা শনাক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সরঞ্জাম ব্যবহার করছে।

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প ও শির বৈঠকের প্রস্তুতির মধ্যে এই প্রতিবেদন দুই দেশের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ বিরোধের বিষয়গুলো আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের মে মাসে আলোচনার পর অধিকাংশ শুল্ক আরোপ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলেও ওয়াশিংটন ও বেইজিং পরস্পরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো মানবসদৃশ রোবটের ওপর বিধিনিষেধ এবং চীনের পক্ষ থেকে ড্রোন রপ্তানির ওপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণও রয়েছে।

২০২৫ সালের এপ্রিলে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক ডজন বাণিজ্যিক অংশীদারের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের সেই বিশ্বাস যে, শুল্ক আরোপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

পরে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ওই শুল্কগুলো বাতিল করে দেয়। তবে ট্রাম্প তার প্রধান নীতিকে অব্যাহত রাখতে বিকল্প আইনি ক্ষমতা ব্যবহার করে বারবার নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন।

**ইরানের ওপর 'অনির্দিষ্টকাল' নৌ-অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে যুক্তরাষ্ট্রের, অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর হুঁশিয়ারি**

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি আলোচনা থমকে যাওয়া, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ হ্রাস ও মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারা ইরানের ওপর অনির্দিষ্টকাল নৌ অবরোধ বজায় রাখতে সক্ষম। একইসঙ্গে তেহরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোরও ঘোষণা দিয়েছে ওয়াশিংটন।

পানামা সফরকালে হেগসেথ সাংবাদিকদের বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী অনির্দিষ্টকাল ধরে এ ধরনের অবরোধ চালিয়ে যেতে পারবে। কারণ আমরা পর্যায়ক্রমে যুদ্ধজাহাজ পরিবর্তন ও মোতায়েন করে আসছি। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।'

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, ইরানকে আরও কঠোর আর্থিক ধাক্কা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র।

এক সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট বলেন, 'আগামী সপ্তাহে নতুন কিছু ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। কারণ একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার ইতিহাসে এ যাবৎকালের নজিরবিহীন সব পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি আমরা।' যুদ্ধ বন্ধের জন্য জুনে হওয়া প্রাথমিক সমঝোতা কার্যত ভেস্তে যাওয়ায় পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওয়াশিংটনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ইরান।

কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ দিয়ে চলাচলকারী কয়েকটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে তেহরান। ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) এক-পঞ্চমাংশ এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হতো।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াম-এর তথ্য অনুসারে, গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হরমুজ অতিক্রম করার সময় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান আবুধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির দুটি জাহাজে হামলা চালানো হয়। আমিরাত সরকার একে ইরানের হামলা হিসেবে উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছে।

এদিকে নিজ দেশে ব্যাপক অজনপ্রিয় এ যুদ্ধ বন্ধ করতে চাপের পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জ্বালানির ঊর্ধ্বমুখী দাম তার গ্রহণযোগ্যতা কমাচ্ছে। এতে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসে তার দলের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' রয়েছে। তবে ইরান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তেহরান বলেছে, তাদের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই নৌপথ চালু হতে দেওয়া হবে না। ইরানের শর্তের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও বিদেশে জব্দ থাকা ইরানি সম্পদ ছাড় করা।

যুদ্ধ শুরুর আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১৩০-১৪০টি জাহাজ চলাচল করত। সাম্প্রতিক ১০ দিনের হিসেবে তা নেমে এসেছিল প্রায় ১২টিতে, আর গত মঙ্গলবার তা আরও কমে মাত্র আটটিতে দাঁড়িয়েছে।

# নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

**NASRIN CONTRACTING**
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিশ্রদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

# Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

# WALI KHAN, D.D.S
**Family Dentistry**

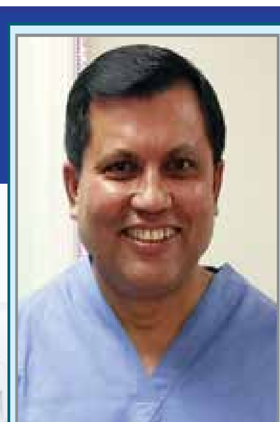

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

# ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

# WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

***OBSTETRICS & GYNECLOGICAL***

## ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
## Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**

**Tel: 718-206-2688, 718-412-0056**
**Fax: 718-206-2687**
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

# গ্রিন কার্ড-নাগরিকত্বসহ অভিবাসন

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়াটিও আরও কার্যকর হতে পারে। তবে যারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন না, তাদের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নতুন নিয়মে অনলাইনে আবেদন করতে অক্ষম ব্যক্তি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ই-ফাইলিংয়ের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি চাওয়ার সুযোগ পাবেন। ইউএসসিআইএস সেই আবেদন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

নতুন ব্যবস্থায় অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক করার আগে সংশ্লিষ্ট আবেদন সম্পর্কে ইউএসসিআইএসকে নির্ধারিত নোটিশ দিতে হবে। ফলে সব ধরনের অভিবাসন আবেদন একই দিনে কাগজ থেকে অনলাইনে চলে যাচ্ছে এমন নয়। বরং বিভিন্ন আবেদন ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

কাগজভিত্তিক আবেদন কমানোর পেছনে প্রশাসনিক ব্যয়ের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ইউএসসিআইএসের নতুন নিয়মের ব্যাখ্যায় কাগজ গ্রহণ, তথ্য ডিজিটাল ব্যবস্থায় স্থানান্তর, ডাক, সংরক্ষণ ও স্ক্যানিংয়ের মতো কাজের খরচ কমানোর কথা বলা হয়েছে।

এর আগে থেকেই ইউএসসিআইএস বিভিন্ন অভিবাসন ও নাগরিকত্বের আবেদন অনলাইনে জমা দেওয়ার সুযোগ চালু করেছে। নাগরিকত্বের আবেদন ফরম ঘ-৪০০-এর ক্ষেত্রেও অনলাইনে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং অনলাইনে আবেদন করলে নির্দিষ্ট ফি সুবিধা পাওয়া যায়।

নতুন নিয়মের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আবেদন ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে ডিজিটাল করার আইনি কাঠামো তৈরি হলো। তবে কোন আবেদন কবে থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে জমা দিতে হবে, তা সংশ্লিষ্ট আবেদন নিয়ে ইউএসসিআইএসের পরবর্তী ঘোষণার ওপর নির্ভর করবে।

# যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারভিত্তিক ইমিগ্রেশনে

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়ম অনুযায়ীই অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্টের প্রক্রিয়া চলবে। ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় আরও বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছে 'আমেরিকানস ফার্স্ট ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট' নামের একটি বিলের মাধ্যমে। ৩০ এপ্রিল ২০২৬ রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ব্যারি মুর বিলটি উত্থাপন করেন।

বিলটি পাস হলে পরিবারভিত্তিক অভিবাসনের বর্তমান কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। প্রস্তাব অনুযায়ী, ফ্যামিলি স্পনসরশিপের সুযোগ মূলত স্বামী বা স্ত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মধ্যে সীমিত করা হবে। এর ফলে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের জন্য বিদ্যমান পরিবারভিত্তিক অভিবাসন পথ বাতিল হতে পারে।

প্রস্তাবিত বিলটিতে ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচি বা গ্রিন কার্ড লটারিও বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানভিত্তিক গ্রিন কার্ড ব্যবস্থার পরিবর্তে পয়েন্টভিত্তিক মেধা ব্যবস্থার প্রস্তাব রয়েছে। এতে বয়স, শিক্ষা, ইংরেজি ভাষার দক্ষতা এবং বেতনের মতো বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পয়েন্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রস্তাবিত বিলটি এখনো আইনে পরিণত হয়নি। ফলে এর কোনো বিধান বর্তমানে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের আবেদনকারীদের ওপর কার্যকর হয়নি।

বর্তমানে পরিবারভিত্তিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইউএসসিআইএসের কার্যকর নির্দেশনাই প্রযোজ্য। তাই আই-১৩০ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আবেদন করার আগে আবেদনকারীদের নিজেদের পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ সরকারি নির্দেশনার জন্য ইউএসসিআইএসের তথ্য অনুসরণ করার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

# যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে গ্রিন কার্ড

১১ পৃষ্ঠার পর

১৮০ দিনের বেশি হয়ে থাকে। অভিবাসন বিষয়ক আইনি প্রতিষ্ঠান 'ফ্রাগোমেন' (Fragomen)-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে প্রণীত আইন অনুযায়ীঃ

অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের পর কোনো বিদেশি নাগরিক দেশ ত্যাগ করলে তাঁদের পুনরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। এর মধ্যে ১৮০ দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত অবৈধ অবস্থানের জন্য তিন বছরের এবং এক বছর বা তার বেশি সময় অবৈধভাবে অবস্থানের জন্য দশ বছরের নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার সময়কালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কিছু কিছু আবেদনকারী ব্যাতিত ভিসা পাওয়া, পুনরায় প্রবেশ কিংবা স্থায়ী বসবাসের জন্য অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তনের (adjustment of status) অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

'ম্যাটার অফ ডেলকারমেন-লারা, ২৯ আইঅ্যান্ডএন ডেস. ৮৩০' (Matter of Delcarmen-Lara, 29 I&N Dec. 830) মামলার ১৩ই আগস্টের সিদ্ধান্তটি ২০১২ সালের বিআইএ (BIA)-র একটি পূর্ববর্তী মামলার ('ম্যাটার অফ আরাবাল্লি অ্যান্ড ইয়েরাবেল্লি' বা Matter of Arrabally and Yerrabelly) রায়কে উল্টে দিয়েছে;

ওই পূর্ববর্তী রায়ে বলা হয়েছিল যে, 'অ্যাডভান্স প্যারোল' (advance parole)-এর আওতায় বিদেশে ভ্রমণ করলে তা যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ হিসেবে গণ্য হবে না এবং এর ফলে 'অবৈধভাবে অবস্থানের কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা' পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না।

দীর্ঘদিনের একটি সিদ্ধান্তের এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে, যেসব বিদেশি নাগরিক ১৮০ দিনের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করেছেন, তারা এখন আর 'অ্যাডভান্স প্যারোল' (advance parole) নিয়ে বিদেশে ভ্রমণ করতে পারবেন না; কারণ তা করলে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা 'ব্যান' (ban) আরোপিত হবে।

'অ্যাডভান্স প্যারোল' হলো ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি বিশেষ ট্রাভেল পারমিট বা ভ্রমণ নথি, যা নির্দিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অ-নাগরিককে সাময়িকভাবে দেশ ত্যাগ ও বৈধভাবে ফিরে আসার অনুমতি দেয়। এটি গ্রিন কার্ড, স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্ট (স্থায়ী মর্যাদার পরিবর্তন) এবং আশ্রয়ের মতো স্থায়ী অভিবাসন মর্যাদার জন্য করা আবেদনগুলোকে বিদেশে ভ্রমণের কারণে 'পরিত্যাক্ত' (abandoned) হিসেবে গণ্য হওয়া থেকে রক্ষা করে।

বিআইএ (ইওঅ) জানিয়েছে যে, এই বড় পরিবর্তনটি কেবল 'ভবিষ্যৎ প্রভাবসহ' (prospectivel) কার্যকর হবে। এর অর্থ হলো, এই রায়টি কেবল সিদ্ধান্তের তারিখের পরে দায়ের করা মামলাগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

কারণ বিদেশি নাগরিক এবং আইনি পেশাজীবীরা দীর্ঘকাল ধরে আগের নিয়মটির ওপরই নির্ভর করে আসছিলেন।

এখন থেকে, অ্যাডভান্স প্যারোল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ভ্রমণকে 'দেশ ত্যাগ' (departure) হিসেবে গণ্য করা হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন-বিরোধী কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকদের জন্য সর্বশেষ এই বিপত্তিটি দেখা দিয়েছে; এই কঠোর নীতির আওতায় এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৈধ অভিবাসীরাও লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের ফলে ট্রাম্প প্রশাসন হাইতি ও সুদানের নাগরিকদের জন্য বিদ্যমান সুরক্ষা ব্যবস্থা টিপিএস বাতিল করার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত দক্ষিণ সুদানের শত শত নাগরিকের 'টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস' বা 'অস্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা' (টিপিএস) শেষ হতে চলেছে; কারণ, অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এই বিশেষ মর্যাদা বহাল রাখার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, তা একজন ডিস্ট্রিক্ট জজ খারিজ করে দিয়েছেন।

এই পরিবর্তনের বিষয়ে ইউএসসিআইএস (টঝঈওঝ)-এর মুখপাত্র জ্যাক কাহলার নিউজউইক-কে বলেছেন যে, এই রায়টি একটি "সহজ ও স্পষ্ট নীতির" সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণড়আর তা হলো, যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

কংগ্রেসের প্রণীত অভিবাসন আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে অবস্থানের সময়সীমা অতিক্রম করার পর দেশ ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীতে পুনরায় প্রবেশের আবেদন জানানড়এমনকি 'অ্যাডভান্স প্যারোল'-এর আওতায় দেশ ত্যাগের ক্ষেত্রেও—তবে তাকে এর পরিণাম ভোগ করতে হয়," তিনি নিউজউইক-কে বলেন। "ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS) নিশ্চিত করবে যে, অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদনগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা এবং বাধ্যতামূলক আইনি নজির বা নজিরমূলক রায়কে বিবেচনায় নেওয়া হবে।"

# যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতির কঠোর

৮ পৃষ্ঠার পর

মন্তব্য জানতে নিউজউইক কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে ইমেইলে যোগাযোগ করেছে।

এইচ-১বি হলো যুক্তরাষ্ট্রের একটি অস্থায়ী কর্মভিসা। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থায়ন, প্রকৌশল ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো বিশেষায়িত পেশায় বিদেশি কর্মী নিয়োগে এই ভিসা ব্যবহার করা হয়।

টেক্সাসে চাহিদা বৃদ্ধির এই চিত্র এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার এইচ-১বি কর্মসূচিতে একাধিক পরিবর্তন এনেছে। ট্রাম্প প্রশাসন উচ্চ বেতনের কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রচলিত লটারি ব্যবস্থায় পরিবর্তন করেছে। একই সঙ্গে ভিসা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত ফি ও যাচাইয়ের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও বিতর্ক চলছে।

নতুন বিদেশি কর্মীদের জন্য ১ লাখ ডলারের অতিরিক্ত ফি আরোপের একটি নীতিও আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। জুনে একটি ফেডারেল আদালত ওই ফি বাতিল করে। পরে জুলাইয়ে আপিল আদালতও সরকারকে সেই ফি পুনর্বহালের অনুমতি দেয়নি। ফলে বর্তমানে ওই ১ লাখ ডলারের ফি কার্যকর নেই।

অন্যদিকে, টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে রাজ্যের সরকারি সংস্থা ও পাবলিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন এইচ-১বি কর্মী স্পনসর করার আবেদন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। টেক্সাস ওয়ার্কফোর্স কমিশনের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৭ সালের ৩১ মে পর্যন্ত কার্যকর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ, একদিকে টেক্সাসের কয়েকটি বেসরকারি ও শহরতলির এলাকায় এইচ-১বি-সংক্রান্ত শ্রম আবেদন বাড়ছে, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের নিজস্ব সংস্থা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নতুন এইচ-১বি স্পনসরশিপে সাময়িক বিধিনিষেধ রয়েছে। এই দুই প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের ভিন্ন অবস্থানকেও সামনে আনছে।

# সন্তানদের সামনেই আটক অভিবাসী

৮ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু বাবা-মা অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হেফাজতে যাওয়ার পর সেই পরিকল্পনা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিবারের খরচ চালাতে তাকে দুটি চাকরি করতে হতে পারে। ফলে কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি।

ওয়েন্ডি বলেন, তার পরিবারের মতো আরও অনেক পরিবার একই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

তার অভিযোগ, "আমেরিকাকে আবার মহান করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এতে আমাদের মতো মানুষের স্বপ্নই ভেঙে যাচ্ছে।চ

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, চলতি ও আগামী অর্থবছরে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপসারণ করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কংগ্রেস অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগকে চার বছরে ১৭০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। এই নীতির প্রভাব দক্ষিণ ফ্লোরিডাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু অভিবাসী পরিবারের ওপর পড়ছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও অভিবাসন অধিকারকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

# কেউ তিন, কেউ চার-বিশ্বনেতারা

১৪ পৃষ্ঠার পর

তিনি বিরল ঘটনা হিসেবে দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তার স্বাভাবিক রাতের ঘুমের সময়, তার ভাষ্য অনুযায়ী, শূন্য থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তার এই বক্তব্য জাপানে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কারণ দেশটিতে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং অতিরিক্ত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্যুর ঘটনা বহু দশক ধরে জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। একই সঙ্গে এটি আরও বড় একটি প্রশ্ন সামনে এনেছেড়রাজনৈতিক নেতাদের অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা কি সত্যিই তাদের সহনশীলতা ও দায়িত্ব নিষ্ঠার প্রমাণ, নাকি পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব এমন সময় তাদের জন্য দুর্বলতায় পরিণত হতে পারে? কারণ তারা লাখো-কোটি মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সিদ্ধান্ত তাদের নিতে হয়।

নিচে দেওয়া তথ্যগুলো সংশ্লিষ্ট নেতাদের নিজেদের বক্তব্য অথবা প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো পরিমাপ নয়। কাজের চাপ, ভ্রমণ, জরুরি পরিস্থিতি ও অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ঘুমের ধরন পরিবর্তিত হতে পারে।

সানায়ে তাকাইচি: শূন্য থেকে তিন ঘণ্টা

জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের ঘুমের সময়ের বিচারে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাকাইচি জুলাই মাসে জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি সাধারণত প্রতি রাতে শূন্য থেকে তিন ঘণ্টা ঘুমান। সরকারি ছুটির দিনে টানা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাতে পারাকে তিনিড়আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

তার এই মন্তব্য বার্তা সংস্থা এপি-র প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ার পর জাপানে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং দেশটির দীর্ঘ কর্মঘণ্টার সংস্কৃতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়।

জাপানের দীর্ঘদিনের কারোশি সমস্যার কারণে বিষয়টি দেশটিতে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারোশি বলতে অতিরিক্ত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্যুকে বোঝানো হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প: চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে স্বল্পঘুমের মানুষ হিসেবে বর্ণনা করে আসছেন। ২০১৭ সালে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি প্রায়ই রাতে মাত্র চার বা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমান। সে সময় এপি জানায়, ট্রাম্প সাধারণত মধ্যরাত বা রাত একটা পর্যন্ত কাজ করতেন এবং আবার ভোর পাঁচটার দিকে জেগে উঠতেন।

এই রুটিন ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের সেই প্রকাশ্য ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেখানে তিনি নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন, যার তুলনামূলকভাবে খুব বেশি ঘুমের প্রয়োজন হয় না।

নরেন্দ্র মোদি: তিন থেকে চার ঘণ্টা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও প্রকাশ্যে জানিয়েছেন যে তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণত যে পরিমাণ ঘুমের পরামর্শ দেওয়া হয়, তার তুলনায় অনেক কম ঘুমান।

২০১৯ সালে বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের সময় আলোচনায় আসে মোদির ঘুমের অভ্যাসের। মোদি বলেছিলেন, তার শরীরের নিজস্ব ছন্দ এমন যে তিনি সাধারণত তিন থেকে চার ঘণ্টা ঘুমান। তবে এই সময়ের মধ্যেই তিনি গভীরভাবে ঘুমিয়ে নেন বলেও জানান।

ইমানুয়েল মাঁখো: তিন থেকে চার ঘণ্টা

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখোকেও খুব কম ঘুমিয়ে কাজ করেন এমন একজন নেতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই তথ্য সাম্প্রতিক কোনো বক্তব্যের নয়; বরং তার প্রেসিডেন্টের মেয়াদের শুরুর দিকের সময়ের।

২০১৮ সালে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছিল, তীব্র কর্মসূচির মধ্যে মাঁখো রাতে মাত্র তিন বা চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলেন। সে সময়ের বিভিন্ন প্রতিবেদনে তাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল, যিনি গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতেন এবং সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

বারাক ওবামা: প্রায় পাঁচ ঘণ্টা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও হোয়াইট হাউসের একজন সুপরিচিত রাতজাগা নেতা ছিলেন।

২০১৬ সালে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছিল, ওবামা সাধারণত রাতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাতেন। পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার পর তিনি প্রায়ই আরও কয়েক ঘণ্টা একা কাজ করতেন। তিনি বিভিন্ন ব্রিফিং নথি পড়তেন, লিখতেন এবং পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাতের এই নিরিবিলি সময় ওবামাকে দিনের ব্যস্ততার বাইরে তুলনামূলক কম বাধার মধ্যে কাজ করার সুযোগ করে দিত।

অ্যাঞ্জেলা ম্যার্কেল: তীব্র কর্মব্যস্ততার সময়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতেন

সাবেক জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা ম্যার্কেলের অপর্যাপ্ত ঘুম সাময়িকভাবে সামলে নেওয়ার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করার একটি স্মরণীয় উপায় ছিল। তিনি নিজেকে একটি উটের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

তারঃঘুমন্ত উট্র হিসেবে নিজেকে বর্ণনা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ম্যার্কেল নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেননি, যার স্থায়ীভাবে প্রায় কোনো ঘুমের প্রয়োজন নেই। বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, তীব্র কর্মব্যস্ততার সময়ে তিনি ঘুমের ঘাটতি জমিয়ে রাখতে পারেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরে সেই ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারেন।

মার্গারেট থ্যাচার: প্রায় চার ঘণ্টা

স্মার্টফোন, চব্বিশ ঘণ্টা সংবাদ এবং আজকের মতো সবসময় সংযুক্ত থাকা রাজনৈতিক বিশ্বের অনেক আগে থেকেই মার্গারেট থ্যাচার এমন একজন রাজনৈতিক নেতার ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন, যার যেন ঘুমের প্রায় কোনো প্রয়োজনই নেই।

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

**Service Areas (Boroughs & Counties)**

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

# প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

# নিউইয়র্কে জমকালো আয়োজনে, আশানুরুপ দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো 'সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড' অনুষ্ঠিত

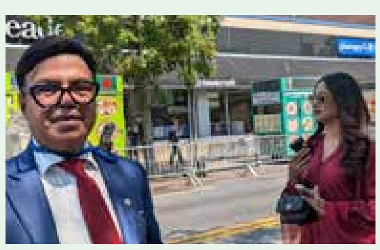

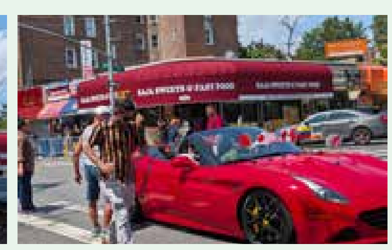

৬০ পৃষ্ঠার পর

পৃষ্টপোষকতায় ছিলেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এর সিইও ও বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান জনাব শাহ নেওয়াজ। এবারের ১ম প্যারেডের পুরো আয়োজন ছিল অগোছালো, বিশৃঙ্খল। লোক সমাগম আশানুরূপ হয়নি। আমন্ত্রিত অতিথিদের বেশিরভাগই ছিলেন অনুপস্থিত । প্যারেড অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানিকে 'প্যারেডঅ্যাম্বাসেডর' হিসেবে উল্লেখ এবং কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনভ্যান রিচার্ডস(জুনিয়র) এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ-কে বিশেষ সম্মানীত অতিথি ঘোষণা করা হলেও তারা ছিলেন অনুপস্থিত। এছাড়াও পোষ্টারে যে সব অতিথিও শিল্পীদের নাম ছিল তাদের সিংহভাগ ব্যক্তিকে প্যারেডে অনুপস্থিত দেখাযায়।

প্যারেডে গেস্ট অব অনার ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির 'ডিষ্ট্রিক্ট লিডার এ্যাটলার্জ' এটর্নী মঈন চৌধুরী। একাধিক সুত্র জানিয়েছে, প্যারেড আয়োজনে মূল ভুমিকায় একজন ঘোষিত রিপাবলিকান পার্টির লোক চীফ কো অর্ডিনেটর শাহ শহীদুল হক থাকায় ডেমোক্রেটিক দলের জনপ্রতিনিধিরা প্রায় সবাই শেষ মুহূর্তে প্যারেডে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানী ঐদিন দুপুরে ডোমিনিকান ডে প্যারেডে অংশ নিলেও ১ম সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন নি।

প্যারেড শেষেসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও তাও হয়নি।

সকাল ৯টায় প্যারেড শুরুর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে দুপুর সোয়া বারোটায় জ্যাকালনা হাইটসের ৩৭ এভিনিউ'র ৬৯ স্ট্রীট থেকে প্যারেড শুরু হয়। এসময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডচেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল শাহ নেওয়াজ। এসময় বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের আতাউর রহমান সেলিম, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল ও সাধারণসম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আজহারুল ইসলাম মিলন, নাঈম টুটুল, আজিজুর রহমান বুরহান, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ষ্টিভেন রাগা, ডেমোক্র্যাট দলীয় মূলধারাররাজনীতিক হাইরাম মানসেরাত সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্যারেড পরিচালনা করেন প্যারেড কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহ শহিদুল হক। প্যারেডের শুরুতে বক্তৃতা পর্ব উপস্থপনায় ছিলেন সোনিয়া শারমীনা সিরাজ। প্রচন্ড রোদ আর গরম উপেক্ষা করে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের দুটি অশ্বারোহীরনেতৃত্বে প্যারেড শুরু হয়। এরার এনপিডি'র ব্যান্ড দলের বাজনার তালে তালেপ্যারেড শুরু হয়। প্যারেডে বাংলাদেশী সংগঠন ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটি সার্ভিস, ইয়ুথ ফর দ্য ইয়ুথ, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি, বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ, প্রবাসীসিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা(একাংশ), বাংলাদেশ আমেরিকান সোসাইটি, প্রবাসী মতলব সমিতি, হৃদয়বীনা সঙ্গীত নিকেতন, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন, এনওয়াই সাইবারবিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাব এবং নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন ছাড়াওনেপালের 'গীরিজা প্রসাদ কৈরালা ফাউন্ডেশন', ও পাকিস্তানীদেরমালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট জ্যাকসন হাইটসের 'ডেরা রেস্টুরেন্ট' এর ব্যানার নিয়েসংশ্লিস্টদের প্যারেডে অংশ নিতে দেখা যায়। আরো ছিলো নিউইয়র্ক পুলিশব্যান্ড, এনওয়াইপিডি দেশী। অংশগ্রহনকারী অনেকেরই হাতে ছিলো যুক্তরাষ্ট্র ওবাংলাদেশের পতাকা। এছাড়াও সংশ্লিস্ট দেশের অংশগ্রহণকারীরা স্ব স্ব দেশেরপতাকা বহন করেন। এছাড়াও প্যারেড ফ্লুট ছিল ৯টি। এগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ সোসাইটি, অ্যলকাউন্টি হোমকেয়ার, হাজিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, জ্যাকসন হাইটসএলাকাবাসী, ডেরা রেস্টুরেন্ট, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী এবং চ্যানেল আই। খবর ইউএনএ'র।

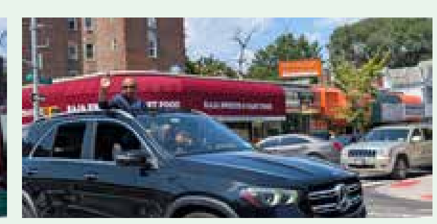

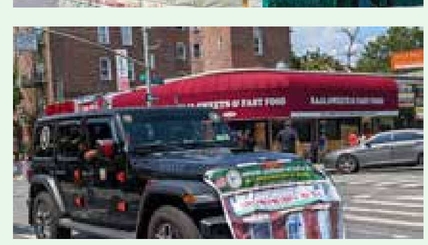

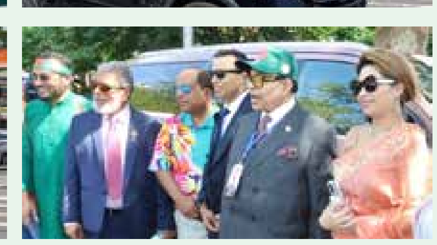

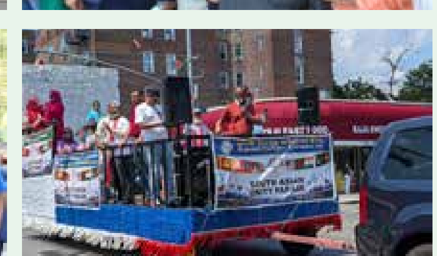

# চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা আইএনসি এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা আইএনসি এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা গত ৯ই আগস্ট, রোববার নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব শামসুদ্দিন আজাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও দক্ষ সাধারণ সম্পাদক জনাব নোমানের পরিচালনায় এবারের বনভোজন বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর টেক্সাস, কানেকটিকাট, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন স্টেট থেকে চিটাগাং ইউনিভার্সিটির এলামনাইগন সপরিবারে এবং বন্ধু-বান্ধব সহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবারের বনভোজন ও মিলনমেলাকে সফল, সার্থক এবং প্রাণবন্ত করে তোলেন।

মুখরোচক দুপুরের খাবার, খেলাধুলা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জমজমাট আড্ডা এবং স্মৃতি চিরন্তন রাখার নিমিত্তে ফটোসেশনে ভরপুর এবারের বনভোজন ও মিলনমেলাটি এলামনাইদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে আসা ক্যাম্পাসের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে এক অনন্য এবং আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

এবারের বনভোজন ও মিলনমেলা আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের সদ□্য বিদায়ী দু' টার্মের সফল সভাপতি জনাব মাহমুদ আহমদ, টেক্সাস থেকে আগত জনাব সিকান্দর চৌধুরী, কানাডা থেকে আগত জনাব মোশাররফ চৌধুরী, সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি বিষ্ণু গোপ, প্রাক্তন সভাপতি দিলওয়ার হাসান, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এস. এম. ইকবাল ফারুক, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রফিকুন ইসলাম, এলামনাই আব্দুল আওয়াল শামীম, এলামনাই পরেশ সাহা, এলামনাই মীর চৌধুরী, এলামনাই এবং টঝ ধঃঃড়ৎহবু ধঃ খধি খায়রুল বাশার, এলামনাই জাহাঙ্গীর করিম, এলামনাই শাহীন আজমল, হাসান মাহমুদ, শিবলী সাদিক সহ আরো অনেকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল পরিবেশ নায় ছিলেন খ□্যাতিমান সঙ্গীত শিল্পী বাবু তপন বৈদ্য, মামুনুর রশীদ সহ আরও অনেকে।

সবশেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবারের বনভোজন ও মিলন মেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

# নিউইয়র্কে আশা হোম কেয়ার ও আশা গ্রুপ'র সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের বাবা প্রয়াত স্কুল শিক্ষক শামছুর রহমান স্যারের ১৬ তম মৃত্যু বার্ষিকীতে দোয়া ও কুলখানী অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউইয়র্কে আশা হোম কেয়ার ও আশা গ্রুপ্র সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের বাবা প্রয়াত স্কুল শিক্ষক শামছুর রহমান স্যারের ১৬ তম মৃত্যু বার্ষিকী দোয়া ও কুলখানী অনুষ্ঠিত।

গত ১২ আগস্ট বুধবার বাদ আসর জ্যামাইকা এভিনিউ আশা রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি সেন্টারে দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। বাবার জন্য দোয়া চেয়ে বক্তব্য রাখেন আকাশ রহমান। মরহুম শামছুর রহমান্র স্মৃতিচারণ করেন প্রয়াত স্কুল শিক্ষক শামছুর রহমান স্যারের ছাত্র ফরমান হোসেন। এটিভি্র বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম্র সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আবদুল লতিফ সম্রাট, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, কমিউনিটি বোড় সদস্য জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশ ও দোয়া মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ ও সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, ফোবানা চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য কাজী আজম. বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সন্দীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফিরোজ আহমেদ. বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সহ সভাপতি ফারুক মজুমদার, নূর ইসলাম বর্ষণ, কনটেন্ট ক্রিয়েটর তরিকুল ইসলাম মিঠু প্রমুখ।

# ELECTION COMMISSION 2026

## BANGLADESH SOCIETY INC.

## বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

## নির্বাচনী ইশতেহার

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী অনুযায়ী নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

## THE ELECTION SCHEDULE IS AS FOLLOWS:

| ACTIVITIES | DATE | TIME | Location |
|---|---|---|---|
| Distribution of Nomination Form/Package | Aug 25, 2026, Tuesday | 5:00 pm to 10:00 pm | Bangladesh Society's Office |
| Submission of Nomination Papers | Aug 30, 2026, Sunday | 5:00 pm to 10:00 pm | Queens Palace, Woodside |
| Scrutiny/Verification | Aug 31, 2026, Monday | 7:00 pm | Bangladesh Society's Office |
| Publication of Preliminary Cadidates List | Sep 01, 2026, Tuesday | 7:00 pm | Bangladesh Society's Office |
| Appeal | Sep 02, 2026, Wednesday | 7:00 pm to 9:00 pm | Bangladesh Society's Office |
| Withdrawal of Nomination | Sep 03, 2026, Thursday | 7:00 pm to 9:00 pm | Bangladesh Society's Office |
| Final Canditates List Announcement | Sep 04, 2026, Friday | 7:00 pm | Bangladesh Society's Office |
| Election Day | Oct 18, 2026, Sunday | 9:00 am to 10:00 pm | To be Announced Later |

1. The Election for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. will be held according to the rules and regulations set forth in the election by-laws and in the constitution of the society.
2. The Election Commission may terminate candidacy of the candidate(s) any time for violation of any rule/regulation set forth in the election by-laws and in the constitution.
3. The Election Commission will not be responsible legally or by any other means for any irregularities in the voter list, or any discrepancies in the constitution or its by-laws.
4. Members with any questions regarding the voter list should contact the Executive Committee of the Bangladesh Society, Inc.
5. Any discrepancies found in the voter list will have to be corrected by the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc. on the basis of appropriate documentation. The executive committee must notify the Election Commission in writing about any correction by August 23, 2026. No correction will be accepted by the Election Commission after that date.
6. There are 21 posts for the Executive Committee of Bangladesh Society, Inc.

| POSTS | NUMBER OF POSTS | POSTS | NUMBER OF POSTS | POSTS | NUMBER OF POSTS |
|---|---|---|---|---|---|
| President | 1 | Organizing Secretary | 1 | School and Education Secretary | 1 |
| Senior Vice-President | 1 | Cultural Secretary | 1 | Woman and Children Affairs Secretary | 1 |
| Vice- President | 1 | Public Relations and Publicity Secretary | 1 | Youth and IT Secretary | 1 |
| General Secretary | 1 | Social Welfare Secretary | 1 | Executive Member | 6 |
| Assistant General Secretary | 1 | Literary Secretary | 1 | | |
| Treasurer | 1 | Sports and Ent. Secretary | 1 | | |

7. **Nomination form must bear the original signature of the Election Commission** (Photo copies not acceptable). **Each nomination form must be submitted with the designated fee (non-refundable) and the candidates photo ID.** The following forms of identification will be accepted. Photocopy of drivers license, State ID, Green Card, Work Authorization Card or Passport. If the nomination form is submitted by an agent, the agent must submit an affidavit of proof of authenticity of the documents along a notarized copy of the document.
8. Each candidate must notary the affidavit section of the nomination form. Without notary, nomination form will stand as void.
9. **Any incomplete form will stand as void and there will be no refund of fee for any void form.**
10. Non-refundable nomination fee payable to the Election Commission of Bangladesh Society and must be paid by postal money order (preferable) or cash (in case of any emergency) only.
11. Mailing, notifications, declarations, dissemination & advertisement in different media will be executed by the Election Commission.
12. **ELIGIBILITY by-laws of the Constitution.**
 a) To be eligible for election as an office bearer of the Executive Committee (EC), the candidate shall be a member in good standing for two consecutive calendar years and shall be of at least 18 years of age and older.
 b) To be eligible for election as President and General Secretary of the EC, the candidate shall be a member in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year. Notarized proof for membership in good standing for a minimum of last three consecutive calendar years up to the election year from any two current Officials, president, General Secretary or Treasurer of the Society must be submitted with the nomination papers.
 c) **President and General Secretary** shall be limited to **two consecutive terms** only.
 d) **President, General Secretary** and **Treasurer** shall not hold **same position** in any other organization for the period they shall serve in the Executive Committee of the Society. Notarized affidavit must be submitted with the nomination form.
 e) To be eligible to contest in the election for the post of **President, General Secretary** and **Treasurer**, the member shall be at least **legal resident** (Green Card Holder) of the United States of America. **Original document of residency status** and a **copy** must be produced to the Election Commission if nomination is submitted in person but if submitted by an agent, the agent must submit **affidavit** on proof of authenticity of the document and a notarized copy of this document with the nomination papers.
 f) To be eligible for election as an office bearer of the EC, the candidate must not have any criminal judgment, under the Criminal Court within last 7 years.
13. The Election commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

Interested candidates are advised to obtain the Nomination Package containing election materials by paying $500.00 (non refundable) fee in cash from the office of the Election Commission on the scheduled date and time.

নির্বাচনের তারিখ: ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)। স্থান: পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

## Election Commission 2026 / নির্বাচন কমিশন ২০২৬

| Abu Nasher | Badrul H. Khan | Mohammed Shamsuddin Azad | Mohammed Ruhul Amin Sarker | Ahbab Chowdhury | Mithu Hamid | Mohammad Dulal Mia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Chief Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* |
| *646-247-2657* | *(646) 824-4814* | *(917) 335-4184* | *(718) 705-2228* | *(917) 969-1991* | *(347) 891-9905* | *(718) 974-2933* |

*For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com*

# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র ইনকের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র ইনকের (আরইউএএ ইউএসএ ইনক.) আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৯ আগস্ট, রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বনভোজন শেষে বিগত দুই বছরের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা আব্দুর রাজ্জাক খানসহ অন্যান্য উপদেষ্টারা মিলে সাবেক সভাপতি ফতেনুর আলম বাবুকে আহ্বায়ক এবং মো. আসাদুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। নতুন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন-শফিকুর রহমান জন, জাভেদ খসরু, আহাদ জামান, শাহ্ শফি আনসারি, মো. রুহুল আমিন, সোনিয়া সুলতানা, মো. মাসুদ, এএইচএম কামাল মিল্টন, এইচএম ইস্রাফিল, সৈকত এবং মো. মনিরুজ্জামান বকুল।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনগুলোতে এই আহ্বায়ক কমিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি নেবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

## যুক্তরাষ্ট্রে বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো ১৫ লাখের বেশি ডিম

৬০ পৃষ্ঠার পর

‘ক্লাস ১’ বা সর্বোচ্চ ঝুঁকির তালিকায় রাখা হয়। এই সতর্কতা থেকে স্পষ্ট যে, প্রত্যাহার করা ডিমগুলো সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা হুমকিস্বরূপ হতে পারে।

এর আগে জুলাই মাসে মিডওয়েস্ট পোল্ট্রি সার্ভিসেস, এল.পি. প্রথমবার এই বিপুল পরিমাণ ডিম বাজার থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। এর আওতায় প্রায় ১৫ লাখ ৮৯ হাজার ৫৭৭টি সাদা এবং বাদামি রঙের খোসাযুক্ত ডিম রয়েছে। এসব ডিম ক্রোগার (কৎড়মবৎ), সিম্পল ট্রুথ (ঝরসঢ়ষব এঁৎঃয) এবং কান্ট্রি মর্নিং (ঈড়ঁহঃৎু গড়ৎহরহম)-এর মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের নামে বিক্রি করা হয়েছিল।

জানা গেছে, ডিমগুলো মূলত টেক্সাস
স্টেটে উৎপাদন করা হয়। পরে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বা এফডিএ-এর তথ্য অনুযায়ী, যেসব স্টেটে এই ডিমগুলো ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আরকানসাস, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, নিউ মেক্সিকো, ওকলাহোমা এবং টেক্সাস। প্রত্যাহার করা ডিমের কার্টুন বা প্যাকেটের বাম অথবা ডান দিকে কালির ছাপ দেওয়া নির্দিষ্ট কোড লেখা রয়েছে। এফডিএ জানিয়েছে, যেসব প্যাকেটে চ-১৯৫০ বা ০৮৪০৯৬২ কোড রয়েছে এবং সাথে জুলিয়ান তারিখ (ঔঁষরধহ উধঃব) ১৫৭ থেকে ১৮৪ উল্লেখ করা আছে, কেবল সেই ডিমগুলোই এই সতর্কতার আওতায় পড়বে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এই নির্দিষ্ট ডিমগুলো কেনা গ্রাহকদের তা না খাওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এর বদলে যেখান থেকে কেনা হয়েছে, সেখানে ফেরত দিয়ে পুরো অর্থ বুঝে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, এখন পর্যন্ত এই ডিম খেয়ে কেউ অসুস্থ হয়েছেন বা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত খাবার খেলে সালমোনেলোসিস নামের খাদ্যবাহিত রোগ হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, দূষিত খাবার খাওয়ার ছয় ঘণ্টা থেকে ছয় দিনের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, ডায়রিয়া বা তীব্র পেটব্যথা দেখা দিতে পারে। সাধারণত এই অসুস্থতা এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হলেও বেশিরভাগ মানুষ কোনো বিশেষ চিকিৎসা ছাড়াই নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

## যুক্তরাষ্ট্রে ছয় সপ্তাহ পর

৬০ পৃষ্ঠার পর

৫৮ শতাংশ। অর্থাৎ বর্তমান হার এখনও গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি। ১৫ বছরের ফিক্সড মর্টগেজ রেটও এ সপ্তাহে ৬ দশমিক ০১ শতাংশ থেকে কমে ৫ দশমিক ৯৬ শতাংশে নেমেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারের সাম্প্রতিক চিত্রও মিশ্র। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটর্সের জুলাইয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকে তৈরি ও মালিকানাধীন বাড়ি বিক্রি আগের মাসের তুলনায় ১ দশমিক ৭ শতাংশ কমে বার্ষিক হিসাবে ৪ দশমিক ০৬ মিলিয়নে নেমেছে। তবে এক বছর আগের তুলনায় বাড়ি বিক্রি ০ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির দামেও বড় ধরনের স্বস্তি আসেনি। জুলাইয়ে বিদ্যমান বাড়ির মিডিয়ান বা মধ্যম বিক্রয়মূল্য ছিল ৪ লাখ ৩৪ হাজার ১০০ ডলার, যা এক বছর আগের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি।

একই সময়ে বিক্রির জন্য বাজারে থাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লাখ ৪০ হাজার, যা প্রায় ৪ দশমিক ৬ মাসের সরবরাহের সমান।

বিশেষ করে প্রথমবারের মতো বাড়ি কিনতে যাওয়া ক্রেতাদের জন্য সাশ্রয়যোগ্যতা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। জুলাইয়ে মোট বিদ্যমান বাড়ি বিক্রির মাত্র ২৯ শতাংশ ছিল প্রথমবারের ক্রেতাদের। জুনে এই হার ছিল ৩৩ শতাংশ।

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটর্সের প্রধান অর্থনীতিবিদ লরেন্স ইউন মনে করেন, গত কয়েক মাসের তুলনামূলক বেশি মর্টগেজ রেটের মধ্যেও বাড়ি বিক্রি মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে গড় মর্টগেজ রেট প্রায় ৬ শতাংশের কাছাকাছি নেমে এলে আবাসন বাজারে আরও শক্তিশালী কার্যক্রম দেখা যেতে পারে।

ফলে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশে নেমে আসা মর্টগেজ রেট বাড়ি ক্রেতাদের জন্য সামান্য স্বস্তির খবর হলেও, আবাসন বাজারে বড় ধরনের গতি ফেরার জন্য আরও উল্লেখযোগ্য হারে মর্টগেজ রেট কমা, বাড়ির দাম ও মাসিক আবাসন ব্যয়ের চাপ কমা এবং ক্রেতাদের সাশ্রয়যোগ্যতা বাড়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

# ১৮ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন, তফসিল ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম প্রাচীন ও অন্যতম বৃহৎ সংগঠন নিউ ইয়র্ক এর বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক’র কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনীতফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত তফসিল আগামী ১৮ অক্টোবর রোববার নিউ ইয়র্ক সিটির ৫টি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টাপর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে।

এ পর্যন্ত সোসাইটির ভোটার সংখ্যা ৩৫ হাজার৩২১জন। আগামী ১৮ আগষ্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘোষণা হবে।নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে এটিই সর্বোচ্চ ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার নজীর। । নির্বাচনেরপ্রথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং এবারের নির্বাচনে আনুমানিক ২ লাখ ৬০হাজার ডলার ব্যয় বাজেট ধরা হয়েছে। ভোট গ্রহণ ছাড়া নির্বাচন সংক্রান্তসকল কার্যক্রম এস্টোরিয়াস্থ সোসাইটির অফিস থেকে পরিচালিত হবে। গত মঙ্গলবার (১১ আগষ্ট) সন্ধ্যায় সোসাইটি অফিসে আয়োজিত এক জনাকীর্ণসংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনে মিডিয়া সহ সকলহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বদরুল হোসেন খান ।সংবাদ সম্মেলনপরিচালনা করেন ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য রুহুলআমীন সরকার।

পরবর্তীতে ইংরেজীতে লিখিত বক্তব্যে নির্বাচনসংক্রান্ত বাইল লজ এবং তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারআবু নাসের। এসময় কমিশনের অপর সদস্য মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আজাদ, আহবাব চৌধুরী, মিঠু হামিদ ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের জানান, সোসাইটিরনির্বাচনে মনোনয়র বিক্রি হবে ২৫ আগষ্ট, মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে রাত১০টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র দাখিল ৩০ আগষ্ট, রোববার বিকেল ৫টা থেকেরাত ১০টা পর্যন্ত। প্রথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যা৭টা এবং আপিল ২ সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। মনোনয়ন প্রত্যাহার ৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টাপর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টাক। নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে ‘নো আইডি, নো ভোট’ নীতিতে।

তিনি বলেন চুড়ানত ভোটার তালিকা প্রস্তুত এর দায়িত্ব কার্যকরী কমিটির ।

তিনি আরো জানান, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের জন্য আগামী ১৮অক্টোবর রোববার নিউ ইয়র্ক সিটির ৫টি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানাভোট গ্রহণ চলবে। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে- উডসাইডের গুলশান ট্যাঁরেস, ওজনপার্কের ম্যাজেস্টিক মারকুইজ, ব্রুকলীনের কালাম’স হল, ব্রঙ্কসেরগোল্ডেন প্যালেস ব্যঙ্কুয়েট হল এবং জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হল। এ পর্যন্তসোসাইটির ভোটার সংখ্যা ৩৫ হাজার ৩২১জন। সংশোধিত তালিকায় এর সংখ্যা কম হতে পারে ।

পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান সকালে সুবিধার্থে তফসীল আপাতত ইংরেজিতে লেখা হলেও এর একটি বাংলা সংস্করণ অচিরেই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে সকল সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের আরো জানান,এব সভাপতি পদেরমনোনয়ন ফি ৬ হাজার ডলার, সিনিয়র সহ সভাপতি পদের ফি ৫ হাজারডলার, সহ সভাপতি পদের ফি ৪ হাজার ৫০০ ডলার, সাধারণ সম্পাদক পদেরফি ৫ হাজার ডলার, সহকারী সাধারণ সম্পাদক পদের ফি ৩ হাজার ৫০০ডলার, কোষাধ্যক্ষ পদের ফি ৩ হাজার ডলার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদের ফি২ হাজার ৩০০ ডলার, প্রতিটি সম্পাদকীয় পদের ফি ২ হাজার ডলার এবংপ্রতিজন কার্যকরী পরিষদের মনোনয়ন ফি দেড় হাজার ডলার ধার্য করা হয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে আবু নাসের জানান, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। নির্বাচন পরিচালনায় কমিশন বাই লজ আর সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুসরণ করবে, এই বাইরে আমরা অন্য কোন দিকে তাকাবো না, কোন শক্তিকমিশনের কাছে আসতে পারবে না।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ইসি সদস্য রুহুল আমীন সরকার বলেন, আমরাসোসাইটির গঠনতন্ত্রের আলোকেই নির্বাচন পরিচালনা করবো এবং নির্বাচন কমিশনই সকল সিদ্ধান্ত নেবে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, বাংলাদেশসোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ সভাপতি কামরুজ্জামানকামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক হাসানজিলানী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি সালামতউল্লাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, সাবেক সহ সাধারণসম্পাদক বাবুল চৌধুরী সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলহাজসোলায়মান ভূইয়া, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, নাজমুল হাসান মানিক, খোকন মোশাররফ, দুলাল বেহেদু, এএসএম মাইন উদ্দীন পিন্টু ও খোকন মোশাররফ প্রমুখ উপস্থিতছিলেন।

# আমেরিকায় বেকার ভাতার আবেদন বেড়েছে, যেভাবে আবেদন করবেন

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে গত সপ্তাহে বেকার ভাতার জন্য নতুন আবেদন বেড়ে ২ লাখ ৯ হাজারে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ডিপার্টমেন্ট বা শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগের সপ্তাহের সংশোধিত ২ লাখ আবেদনের তুলনায় এ সংখ্যা ৯ হাজার বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ভাতা বা বেকারত্ব বিমা মূলত চাকরি নিজের দোষে হারাননি এমন যোগ্য কর্মীদের সাময়িক আর্থিক সহায়তা দেয়। তবে এর যোগ্যতার শর্ত, ভাতার পরিমাণ এবং আবেদন পদ্ধতি স্টেট ভেদে আলাদা।

কারা বেকার ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণভাবে চাকরি হারানো, কর্মঘণ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান বন্ধ হওয়ার পর যোগ্য কর্মীরা বেকার ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে চাকরি হারানোর কারণ, আগের আয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের ইতিহাস এবং অন্যান্য শর্ত অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী যাচাই করা হয়।

তাই একটি স্টেটে যোগ্য হওয়ার অর্থ অন্য স্টেটেও যুক্তরাষ্ট্রে গত সপ্তাহে বেকার ভাতার জন্য নতুন আবেদন বেড়ে ২ লাখ ৯ হাজারে পৌঁছেছে। মার্কিন শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগের সপ্তাহের সংশোধিত ২ লাখ আবেদনের তুলনায় এ সংখ্যা ৯ হাজার বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ভাতা বা বেকারত্ব বিমা মূলত চাকরি নিজের দোষে হারাননি এমন যোগ্য কর্মীদের সাময়িক আর্থিক সহায়তা দেয়। তবে এর যোগ্যতার শর্ত, ভাতার পরিমাণ এবং আবেদন পদ্ধতি অঙ্গরাজ্যভেদে আলাদা।

কারা বেকার ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন

সাধারণভাবে চাকরি হারানো, কর্মঘণ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান বন্ধ হওয়ার পর যোগ্য কর্মীরা বেকার ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে চাকরি হারানোর কারণ, আগের আয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের ইতিহাস এবং অন্যান্য শর্ত অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী যাচাই করা হয়।

তাই একটি অঙ্গরাজ্যে যোগ্য হওয়ার অর্থ অন্য অঙ্গরাজ্যেও একইভাবে যোগ্য হওয়া নয়।

কীভাবে আবেদন করবেন

বেকার ভাতার আবেদন সাধারণত যে অঙ্গরাজ্যে কাজ করেছেন, সেই অঙ্গরাজ্যের বেকারত্ব বিমা সংস্থার মাধ্যমে করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আবেদন ব্যবস্থা পরিচালনা করে না।

আবেদনের সময় সাধারণত নিজের পরিচয়, যোগাযোগের তথ্য, চাকরির ইতিহাস, নিয়োগকর্তার তথ্য এবং চাকরি শেষ হওয়ার কারণসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হয়। নির্দিষ্ট স্টেট অতিরিক্ত নথি বা তথ্য চাইতে পারে।

আবেদন অনুমোদনের পরও অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে নিজের বেকারত্বের অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় এবং কাজ খোঁজার শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব নিয়মও স্টেট ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

কোথা থেকে আবেদন করবেন

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ওয়েবসাইটে স্টেট ভিত্তিক বেকার ভাতা সংক্রান্ত তথ্য ও আবেদন করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বেকার ভাতা সংক্রান্ত সরকারি তথ্য

আবেদন করার আগে নিজের স্টেটের সরকারি বেকারত্ব বিমা সংস্থার ওয়েবসাইট ব্যবহার করা নিরাপদ। তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত বা ব্যাংকিং তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

নতুন আবেদন বাড়লেও যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারানোর প্রবণতা এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত। শ্রম দপ্তরের সর্বশেষ সাপ্তাহিক তথ্য অনুযায়ী, ১ আগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে নিয়মিত বেকার ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা ২২ হাজার কমে ১৭ লাখ ৭৭ হাজারে নেমেছে।

অন্যদিকে জুলাইয়ে দেশটির বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ১ শতাংশ। একই মাসে মোট বেসরকারি ও সরকারি খাতের কর্মসংস্থান ২৩ হাজার কমেছে।

ফলে চাকরি হারানোর হার

তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও নতুন চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও সুযোগের পরিস্থিতি আগের তুলনায় কঠিন হতে পারে।একইভাবে যোগ্য হওয়া নয়।

কীভাবে আবেদন করবেন

বেকার ভাতার আবেদন সাধারণত যে অঙ্গরাজ্যে কাজ করেছেন, সেই অঙ্গরাজ্যের বেকারত্ব বিমা সংস্থার মাধ্যমে করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আবেদন ব্যবস্থা পরিচালনা করে না।

আবেদনের সময় সাধারণত নিজের পরিচয়, যোগাযোগের তথ্য, চাকরির ইতিহাস, নিয়োগকর্তার তথ্য এবং চাকরি শেষ হওয়ার কারণসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হয়। নির্দিষ্ট অঙ্গরাজ্য অতিরিক্ত নথি বা তথ্য চাইতে পারে।

আবেদন অনুমোদনের পরও অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে নিজের বেকারত্বের অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় এবং কাজ খোঁজার শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব নিয়মও অঙ্গরাজ্যভেদে ভিন্ন হতে পারে।

কোথা থেকে আবেদন করবেন

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ওয়েবসাইটে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক বেকার ভাতা সংক্রান্ত তথ্য ও আবেদন করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বেকার ভাতা সংক্রান্ত সরকারি তথ্য

আবেদন করার আগে নিজের অঙ্গরাজ্যের সরকারি বেকারত্ব বিমা সংস্থার ওয়েবসাইট ব্যবহার করা নিরাপদ। তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত বা ব্যাংকিং তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

নতুন আবেদন বাড়লেও যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি হারানোর প্রবণতা এখনো তুলনামূলকভাবে সীমিত।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তরের সর্বশেষ সাপ্তাহিক তথ্য অনুযায়ী, ১ আগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে নিয়মিত বেকার ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা ২২ হাজার কমে ১৭ লাখ ৭৭ হাজারে নেমেছে।

অন্যদিকে জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ১ শতাংশ। একই মাসে মোট বেসরকারি ও সরকারি খাতের কর্মসংস্থান ২৩ হাজার কমেছে।

ফলে চাকরি হারানোর হার তুলনামূলকভাবে কম থ াকলেও নতুন চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও সুযোগের পরিস্থিতি আগের তুলনায় কঠিন হতে পারে।

# ইংল্যান্ড তথা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের ৮০-৯০ শতাংশই সিলেটি বংশোদ্ভূত, সংখ্যায় ৬ লাখের বেশি

**পরিচয় ডেস্ক:** ইংল্যান্ড তথা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই সিলেটি বংশোদ্ভূত। সরকারি আদমশুমারির তথ্য ও বিভিন্ন গবেষণার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষের পারিবারিক শিকড় সিলেট অঞ্চলে। সেই হিসাবে বর্তমানে দেশটিতে সিলেটি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ৫ থেকে ৬ লাখ।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশি জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার। স্কটল্যান্ড ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী যুক্ত করলে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। অভিবাসন গবেষকদের মতে, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ কয়েক দশক আগে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলা থেকে সেখানে অভিবাসন করেন।

গবেষণা অনুযায়ী, উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত সিলেটি নাবিকদের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে সিলেটিদের আগমন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় অভিবাসনের ধারা দ্রুত বাড়ে। পরে পরিবার পুনর্মিলন কর্মসূচির আওতায় স্ত্রী-সন্তানদের যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সেখানে একটি স্থায়ী সিলেটি কমিউনিটির বিকাশ ঘটে, যা বর্তমানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ।

যুক্তরাজ্যে সিলেটিদের সবচেয়ে বড় আবাসস্থল পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস। ব্রিক লেন, হোয়াইটচ্যাপেল, বেথনাল গ্রিনসহ আশপাশের এলাকাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এছাড়া নিউহ্যাম, রেডব্রিজ, লুটন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ওল্ডহ্যাম, লিডস, গ্লাসগোসহ বিভিন্ন শহরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিলেটি পরিবার বসবাস করছে।

জনসংখ্যার পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতেও সিলেটি বংশোদ্ভূতদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশটির কারি শিল্প গড়ে তোলার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন সিলেটি উদ্যোক্তারা। বাংলাদেশি মালিকানাধীন অধিকাংশ রেস্তোরাঁ পরিচালনা করেন সিলেটি ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি খুচরা ব্যবসা, পরিবহন, নির্মাণ, সম্পত্তি, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতেও তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে।

রাজনীতিতেও সিলেটি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। স্থানীয় কাউন্সিল, মেয়র পদ, স্কুল গভর্নিং বডি এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন। একই সঙ্গে আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, ব্যাংকিং এবং সরকারি প্রশাসনেও নতুন প্রজন্মের সিলেটিরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, সিলেটি ভাষা ও সংস্কৃতি এখনও যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি। শতাধিক মসজিদ, বাংলা স্কুল, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আঞ্চলিক সমিতির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে সিলেটি সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশগ্রহণ ব্রিটেনের বহুসাংস্কৃতিক সমাজে বাংলাদেশি পরিচিতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, একসময় শ্রমনির্ভর অভিবাসী হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে সিলেটি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি, ব্যবসা, রাজনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হয়েছেন। উচ্চশিক্ষা, পেশাগত সাফল্য এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মে এই প্রভাব আরও বিস্তৃত হবে বলেও তারা মনে করেন। সংবাদসুত্র প্রজন্ম কথা

## ক্রিকেটার সাকিবের বাড়িতে হামলার

১২ পৃষ্ঠার পর

আসেন না। গত বছর ১৮ ডিসেম্বর শহীদ ওসমান হাদীর মৃত্যুর খবরের পর এই ভবনে হামলা ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। দিল্লির সেই সংবাদ সম্মেলনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানও শ্রীলঙ্কা থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়েছিলেন□ তারপর তার মাগুরার বাড়িতে হামলা হয়□ বৃহস্পতিবার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসানের বাড়িতে আগুনের ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহেদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। মাস্ক পরা কয়েকজন এসে ভবনের বেরিয়ে থাকা অংশে আগুন দেয়। পরে একটি পটকা ফাটায়। স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে এলে তাঁরা অন্য রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

# নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ কমিউনিটি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে কুইন্স বরোপ্রেসিডেন্টের টাউন হল মিটিং

## স্থানীয় সমস্যা ও নিরসনে আলোচনা অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক:** নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জনবহুল এলাকা হিলসাইডএভিনিউ ও আশপাশের জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে কমিউনিটি ও ব্যবসায়ীনেতৃবৃন্দের সাথে টাউন হল মিটিং করলেন বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড(জুনিয়র)। মিটিং-এর বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তার উপস্থিতিতেস্থানীয় ও আশপাশের যানজট, পার্কি, গার্বেজ, বিনোদনের জন্য পার্ক সমস্যাএবং স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মানের দাবী সহ অন্যান্য সমস্যা আলোচনা স্থানপায়। এসময় বরো প্রেসিডেন্ট সংশ্লিস্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাকরে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের উদ্যোগে মঙ্গলবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে কুইন্স পাবলিকলাইব্রেরীর সেন্ট্রাল মিলনায়তনে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিং-এরসমন্বয়কারী ছিলেন কমিউনিটি বোর্ড-৮ এর অন্যতম সদস্য এবং জ্যামাইকাবাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলামআলমগীর। মিটিং পরিচালনা করেন কুইন্স করো প্রেসিডেন্টের অফিসেরপ্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাদেক এবং সহযোগিতায় ছিলেন তারই সহকারীশুভ দত্ত ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তারা।

মিটিং এর শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড।এরপর উপস্থিত এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাইন এন্ড কন্সট্রাকশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব পার্ক এন্ড রিক্রেয়েশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্টঅব ট্রান্সপোর্টেশন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব স্যানিটেশন, মেট্রোপলিটনট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি, এনওয়াইপিডি এবং কুইন্স বরোর কমিউনিটি বোর্ড ৮ও ১২-এর প্রতিনিধিদ্বয় বক্তব্য রাখেন।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ওজ্যামাইকা এভিনিউ সহ সাউথ জ্যামাইকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলেধরেন। তাদের সমস্যাগুলো বরো প্রেসিডেন্ট সহ সংশ্লিস্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণনোট করেন এবং পরবর্তীতে সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে উত্তর দেন।কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে স্থানীয় ও আশপাশের যানজট, পার্কি, বাসলেইন ক্রস করলে অহেতুক টিকিট প্রদান, গার্বেজ, বিনোদনের জন্য পার্কসমস্যা, সাতফিন বুলেবার্ড এলাকায় পতিতাদের উৎপাত প্রভৃতি সমস্যা তুলেধরার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের দাবী জ্যামাইকায় একটিস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মানের দাবীর কথা তুলে ধরেন।

টাউন হল মিটিং-এ বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ডা. ওয়াজেদ এ খান, আমিনুল ইসলাম চুন্ন, রেজাউল করীম চৌধুরী, আনিসুলকবীর জাসীর, শফি চৌধুরী, এনায়েত মুন্সী, ফিরোজ কবীর, রাজু আহমেদপ্রমুখ।

মিটিং-এ বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড বলেন, জ্যামাইকাবাসীদের সুবিধার্ধেজ্যামাইকার ক্যাপ্টেন টিলি পার্কের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, আগামী বছরআরো অনেক প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বিশেষ করে জ্যামাইকায় স্থায়ী শহীদমিনার নির্মানের জন্য তিনি পার্ক এন্ড রিক্রেয়েশন বিভাগের সাথে কথা বলবেনবলে জানান।

এছাড়াও তিনি জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজার আদলেজ্যামাইকাতেও স্থানীয় মানুষের আরাপ-আয়েশ ও বিনোদনের জন্য প্লাজাকরার পরিকল্পনার জনদাবীর সাথে একমত পোষন করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগেরআশ্বাস দেন।

খবর ও ছবি: ইউএনএ

# চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান আর কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীতশিল্পী নকীব খানের লাইভ পরিবেশনায় মাতবে ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়া

**পরিচয় ডেস্ক:** আগামী ২৩ আগস্ট, রোববার, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায় ফোর্ট হান্ট পার্কের শেল্টার এ-০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান। বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি পিপলস অর্গানাইজেশন-ইঅওএচঙ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে থাকছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানির নানা পদ, সংগীত পরিবেশনা, র্যাফেল ড্র এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের নন্দিত শিল্পী ও সুরকার নকিব খান ও জনপ্রিয় শিল্পী প্রতিক হাসান সহ জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশনার পাশাপাশি র্যাফেল ড্রতে থাকছে হীরের আংটি, ল্যাপটপ, টেলিভিশনসহ নানা পুরস্কার। আয়োজক বাইটপোর সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ জানিয়েছেন, চট্টগ্রামের মেজবানির স্বাদ যারা ছোটবেলা থেকে উপভোগ করে আসছেন, তাদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্ম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকেও এ আয়োজনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করার লক্ষ্য রয়েছে। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে দিনব্যাপী এ আয়োজনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজকরা। অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, ডিএমভি এলাকায় এবারই প্রথম নকীব খানের লাইভ সংগীত উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন আমেরিকান বাংলাদেশিরা।

দিনব্যাপী এই আয়োজনে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের পাশাপাশি থাকবে সংগীত পরিবেশনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাফেল ড্র এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার। পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে আয়োজনটি বড় একটি মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। প্রসঙ্গত নকীব খান বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ। প্রায় পাঁচ দশকের সংগীতজীবনে তিনি সোলস ও রেনেসাঁর মতো ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশের ব্যান্ড সংগীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর সংগীতজীবন ও দীর্ঘ ক্যারিয়ার নিয়ে দ্য ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বাইটপো যুক্তরাষ্ট্রের ডিএমভি অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রযুক্তি পেশাজীবীদের একটি সংগঠন। সংগঠনটি পেশাগত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনও করে থাকে। এর আগে ভার্জিনিয়ায় বাইটপোর আয়োজনে মেজবান ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

এবারের র্যাফেল ড্রতেও থাকছে নানা আকর্ষণ। আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, হীরার আংটি, ল্যাপটপ, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন পুরস্কার জেতার সুযোগ থাকছে অংশগ্রহণকারীদের জন্য। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে স্যাম রিয়া বলেন, এবারের আয়োজনকে আগের বছরগুলোর তুলনায় আরও বড় পরিসরে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের সঙ্গে সংগীত, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও র্যাফেল ড্র যুক্ত করায় পরিবার নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দিনটি আরও আনন্দময় হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় আরও গভীরভাবে তৈরি করা সম্ভব।

চট্টগ্রামের মেজবান শুধু খাবারের আয়োজন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। প্রবাসের মাটিতে সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বাড়ানোও এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিচয় | PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK | শেষের পাতা | Issue 1693 Saturday, August 15, 2026

# নিউইয়র্কে জমকালো আয়োজনে, আশানুরুপ দর্শক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’ অনুষ্ঠিত

**পরিচয় ডেস্ক :** নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘সাউথএশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’ (এসএইউপি)। গত ৯ আগষ্ট রোববার দুপুরে নিউ ইয়র্ক সিটির হাইটস এলাকার ৩৭ এভিনিউ’র ৬৯ স্ট্রীট থেকে ৮৭ স্ট্রীট এলাকায়এই প্যারেডে অনুষ্ঠিত হয়। ‘এক অঞ্চল স্ক্র এক সংস্কৃতি স্ক্র একভবিষ্যৎ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে অনুষ্ঠিত প্যারেডে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ওমালদ্বীপ-এর প্রবাসী জনগণের মধ্যকার ঐক্য, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যজোরদার করার পাশাপাশি দেশগুলোর শিল্প-সংস্কৃতি আমেরিকানদের মাঝেতুলে ধরাই ছিলো মূল লক্ষ্য। তবে প্যারেডে সংশ্লিস্ট দেশগুলোর পক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিলো কম। যা আয়োজকদের সহ কমিউনিটিকে হতাশকরেছে। শুধু বাংলাদেশের একাধিক সংগঠন, পাকিস্তান ও নেপালের একটি করে সংগঠনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে । ভারত, শ্রীলংকা এবং ভুটানের প্রতিনিধিত্বকারী কোন সংগঠনকে এবারের ১ম সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

১ম ‘সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড’ প্যারেডটির আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক। কিন্তু প্যারেড আয়োজনে সোসাইটির ভুমিকা ছিল “সহযোগী” আয়োজকের মত। প্যারেড আয়োজনে মূল ভুমিকা ছিল চীফ কো অর্ডিনেটর শাহ শহীদুল হক এর। বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

# নিউইয়র্ক সিটিতে বছরজুড়ে আউটডোর ডাইনিং ফিরে আসছে, সিটি কাউন্সিলের নতুন বিল পাশ

**পরিচয় ডেস্ক:** গত ২০২১ সালে কোভিড মহামারির সময় ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পাওয়াওআউটডোর ডাইনিঙ্গ বা খোলা আকাশের নিচে বসে খাওয়ার সুবিধা আবারও নিউইয়র্ক সিটির রাস্তায় ফিরে আসছে। গত ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ৩৭-৫ ভোটে এমন একটি বিলের প্যাকেজ অনুমোদন করেছে, যার ফলে রেস্তোরাঁগুলো রাস্তার ওপর নির্মিত ডাইনিংয়ের কাঠামো সারা বছর ধরে বহাল রাখতে পারবে।

এই আইনের আওতায় রেস্তোরাঁগুলো শীতের মাসগুলোর জন্য তাদের বাইরের বসার জায়গাগুলোকে শীত-উপযোগী করে তোলারও অনুমতি পাবে।

নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল কাউন্সিল মেম্বার লিংকন রেস্টলারের উত্থাপিত এই বিলটি পাস হওয়ায় শীতকালেও রেস্তোরাঁগুলোকে তাদের আউটডোর ডাইনিং কাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে না, বরং তারা শীতের উপযোগী করে কাঠামো তৈরি বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

# যুক্তরাষ্ট্রে ছয় সপ্তাহ পর কমল মর্টগেজ রেট মাত্র ২ বেসিস পয়েন্ট, আবাসন বাজারে কবে ফিরবে স্বস্তি?

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ীর ঋণের উপর ৩০ বছরের ফিক্সড মর্টগেজ রেট টানা ছয় সপ্তাহ পর সামান্য কমেছে। ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ফ্রেডি ম্যাকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ আগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে গড় মর্টগেজ রেট দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশে, যা আগের সপ্তাহের ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ থেকে মাত্র ২ বেসিস পয়েন্ট কম। তবে এই সামান্য পতনকে এখনই যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

মর্টগেজ রেট কমলেও বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ওপর চাপ পুরোপুরি কাটেনি।

এক বছর আগে একই সময়ে ৩০ বছরের ফিক্সড মর্টগেজ রেট ছিল ৬ দশমিক বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

# যুক্তরাষ্ট্রে বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো ১৫ লাখের বেশি ডিম না খাওয়ার কড়া নির্দেশ দিল এফডিএ

**পরিচয় ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের আশঙ্কায় বাজার থেকে প্রত্যাহার করা ১৫ লাখেরও বেশি ডিমের ওপর সর্বোচ্চ ঝুঁকির ‘ক্লাস ১’ (ঈষধংং ১) সতর্কতা জারি করেছে। গত জুলাই মাসে এই ডিমগুলো বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংস্থাটি এই কড়া সতর্কতা জারি করে। গত ১২ আগস্ট এফডিএ-এর পক্ষ থেকে এই সতর্কতা সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সংস্থাটির নিয়ম অনুযায়ী, কোনো পণ্যের কারণে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বা মৃত্যুর প্রবল আশঙ্কা থাকলে সেটিকে বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়

# নিউইয়র্ক সাবওয়ের মুখে এখন Rights Card - ICE আতঙ্কের মাঝে এটাই এখন সবচেয়ে ভাইরাল সুরক্ষা!

**পরিচয় ডেস্ক:** গত দিন কয়েক যাবৎ নিউ ইয়র্ক সিটির Canal Street থেকে Jackson Heights, ব্রুকলিন থেকে ব্রঙ্কস - সাবওয়ে স্টেশনগুলোর সামনে প্রায় একই দৃশ্য। কমলা ভেস্ট পরা স্বেচ্ছাসেবকরা যাত্রীদের হাতে ছোট্ট একটি সাদা কার্ড তুলে দিচ্ছেন। কার্ডে কোনো বিজ্ঞাপন নেই, আছে শুধু ৩ লাইনের অধিকার। আর এই কার্ডের ছবিই আজ ফেসবুক, টিকটকে সবচেয়ে বেশি শেয়ার হচ্ছে।

কেন হঠাৎ এই কার্ড?

গত কয়েক মাসে নিউইয়র্কে ICE-এর উপস্থিতি বেড়েছে। Operation Salvo ঘোষণার পর থেকে ২৬ Federal Plaza-কে কেন্দ্র করে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। City Council Immigration Committee জানিয়েছে, বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

# ডালাস বিমানবন্দরে মুসলিম যাত্রীদের ওজুর স্থান নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল

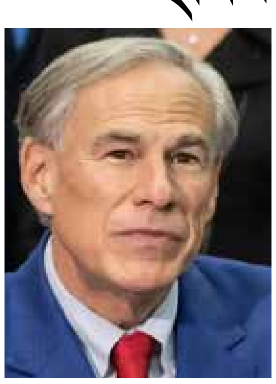

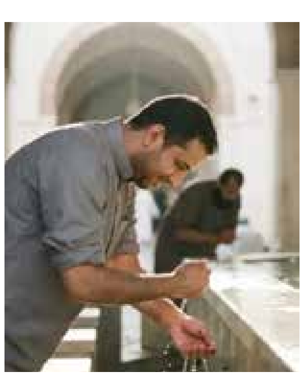

**পরিচয় ডেস্ক:** টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে এটিকে ‘বেআইনি’ আখ্যা দেওয়ার পরই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ টেক্সাস এর ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ (ডিএফডব্লিউ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুসলিম যাত্রীদের জন্য ওজুর স্থান (ওজুখানা) নির্মাণের একটি পরিকল্পনা তীব্র বিতর্কের মুখে বাতিল করে দিয়েছে।

একই সঙ্গে টেক্সাস এর আরো দুটি বড় বিমানবন্দরে ধর্মীয় সুবিধার নামে কোনো বৈষম্য হচ্ছে কি না, তা পর্যালোচনার জন্য সরকারি অনুদান বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়